** সর্বশেষ শহর সংস্করণ
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক
ESTD 1878 REGD NO C 1881

• চুল ওঠা বন্ধ করে
• মাথা ঠান্ডা রাখে
ইলোরা
কেশ অয়েল
ইলোরা কেমিক্যাল • কলিকাতা-৭

রবিবাসরীয়
আনন্দ বাজার পত্রিকা
ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily
৫০ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা
রবিবার, ২৮ চৈত্র, ১৩৭৭ (২১ চৈত্র, ১৮৯৩ শক) Sunday, April 11, 1971
মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

সততার সহিত ১০০ বৎসর পরিচালিত
অক্ষয় কুমার লাহা
১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩
ফোন: ২৩-২৭৬৫
রং

অবরুদ্ধ পাক সৈন্যের উদ্ধারে ফৌজী বিমানের শহরে শহরে নির্বিচার বোমাবর্ষণ

মুক্তিফৌজের অবরোধ থেকে উদ্ধারের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ বাংলা দেশের অন্তত ছটি শহরে—রাজশাহী, রংপুর, শ্রীহট্ট, বগুড়া, যশোর, কুমিল্লা—শনিবার নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করেছে। তবে প্রচন্ড আক্রমণের মুখেও মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ অব্যাহত। যশোরের ঝিকারগাছা ও কাশীনাথপুর থেকে প্রচন্ড লড়াইয়ের খবর এসেছে। রাজশাহীতে মুক্তিফৌজ একদল পাক সৈন্যকে হঠিয়ে দিয়েছে। রংপুরে পাক ফৌজের দুটি দলকে ঝোঁপের আড়াল থেকে গুলি করে মুক্তিফৌজ খতম করে দিয়েছে। আড়িচাঘাট থেকে গোয়ালন্দে পাক ফৌজ নামার চেষ্টা করেছিল—মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধে তা সম্ভব হয়নি।

গতকাল আরও সৈন্য আসায় শক্তিশালী হয়ে পাক বাহিনী আজ (শনিবার) সকালে অবরুদ্ধ সৈন্যদের সাহায্যার্থ চারিদিকে অভিযান শুরু করে। পাক বিমান বহন রাজশাহী, রংপুর ও যশোরে প্রচন্ডভাবে বোমাবর্ষণ করে যাওয়ার পরেই পাকবাহিনী তাদের অভিযান শুরু করে।

একটি সাঁজোয়া বাহিনীকে রংপুর জেলার সৈয়দপুর থেকে দিনাজপুর শহরের দিকে এগুতে দেখা যায়। মুক্তি ফৌজের প্রচন্ড চাপে দুদিন আগে পাক ফৌজকে ওই অঞ্চল ছেড়ে যেতে হয়েছিল।

পাকবাহিনীকে রংপুর থেকে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরের দিকে একটি ট্রেন চালাবার চেষ্টা করতেও দেখা যায়।

আর একটি সাঁজোয়া বাহিনীকে মগরা থেকে রাজশাহী শহরের দিকে এগোতে দেখা যায়। গতকাল ওরা ওখান থেকে সরে গিয়ে সাতরা অঞ্চলে ঘাটি করেছিল।

হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহায়তায় মুক্তিফৌজ সাঁজোয়া বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করে। সেখানে মরণপণ লড়াই চলেছে।

কুমিল্লা ও শ্রীহট্টেও জোর লড়াই চলছে বলে খবর এসেছে।

শ্রীহট্ট রণাঙ্গনের কোন স্থান থেকে শনিবার বিকালে পি টি আই-এর

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

গোলাগুলির আগুনে রাজশাহীর আকাশে 'দেওয়ালী'

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী

ক্ষীরপুর (রাজশাহী), ১০ এপ্রিল—নয়দিন প্রচন্ড লড়াইয়ের পর মুক্তিফৌজ আজ সকালে রাজশাহী শহরের সামরিক ছাউনি শিরল এবং সাপুরাকে নিজেদের দখলে এনেছেন। পিছুহটা পাকফৌজ এদিন আর আক্রমণ নয়, আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল।

মূল ছাউনির উত্তর দিকে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নতুন এক ছাউনি ফেলে পাক ফৌজ কোন রকমে সেখানে টিঁকে আছে। ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির চার ধার কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। কেন্দ্রটির চারপাশে পাক সেনারা মাইন পুঁতে রেখেছে।

আমরা যেখান থেকে খবর পাঠাচ্ছি, তা রাজসাহী শহর থেকে তিন মাইল দূরে। আজ সকালে আমরা মুর্শিদাবাদের মানিকচক থেকে এখানে এসেছি।

পাক-সেনারা যেখানে নতুন ছাউনি ফেলেছে সেখানে আগে বিদ্যুৎ ছিল। মুক্তিফৌজ এখন ওখানকার বিদ্যুৎ সরবরাহ কেটে দিয়েছেন। এ ছাড়া পানীয় জলেরও সংকট দেখা দিয়েছে। হেতুম খাঁ থেকে জলের পাইপ লাইন চালু ছিল। মুক্তিফৌজ তা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কাছাকাছি অবশ্য তিনটি চাপাকল আছে। কিন্তু আক্রান্ত হবার ভয়ে কেউ ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসতে ভরসা পাচ্ছে না। মুক্তি যোদ্ধাদের একজন মুখপাত্র বললেন, বাইরে থেকে যদি সাহায্য না আসে তো অন্ন, জল ছাড়া মরা ভিন্ন আটক পাক ফৌজের আর কোন উপায় নেই।

এদিকে আজ এখানকার মুক্তি ফৌজের শিবিরে উদ্বেগজনক খবর আছে। খবরটি হল: গোয়ালন্দের নগরবাড়ি ঘাটে এক বিরাট পাক বাহিনী এসে অবতরণ করেছে। এই বাহিনীর গতি রাজসাহীর দিকে। রাজসাহী থেকে নগরবাড়ির দূরত্ব ৬০ মাইলের মত।

পাক সেনাদের গতিরোধের জন্য মুক্তি সেনারা অবশ্য বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি করে ওৎ পেতে বসে আছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সেনাপতি মহম্মদ রসিদ নিজেই এক বিরাট বাহিনী নিয়ে শত্রুসেনাদের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছেন।

গতকাল রাত্রে রাজসাহী শহর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাক সেনাদের উপর একটানা আক্রমণ চালায়। দখলদার বাহিনী কোন পালটা আঘাত হানতে পারেনি। এই আক্রমণের দৃশ্য আমরা রাত্রেই হারাডাঙা পদ্মার চরে দাঁড়িয়ে দেখেছি। মুক্তি সেনারা তিনদিক থেকে ছাউনির উপর গোলাগুলি চালিয়েছে। গোলাগুলির আগুনে রাজসাহীর আকাশ রাতের কলকাতার আকাশের মত দেখাচ্ছিল।

এবারের আনন্দ পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি

এ বছর 'আনন্দ পুরস্কার' পেলেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীসত্যজিৎ রায়। আনন্দ পুরস্কার সমিতির বিচারে ১৩৭৭ সালের প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীঘোষ ও সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার পান শ্রী রায়।

আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড ও দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বছর আনন্দ পুরস্কার দেওয়া হয়। গত বছর ওই দুটি পুরস্কার পেয়েছিলেন যথাক্রমে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ।

অন্যান্য পুরস্কার

এবারের শিশিরকুমার পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীনরেন্দ্র দেব; মতিলাল পুরস্কার লাভ করেছেন শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু।

শিশু সাহিত্যের জন্য সুধীরচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

পূর্ব রণাঙ্গনের কোন একটি জায়গায় কলাবাগানের ভেতর থেকে মুক্তিফৌজ পজিশন নিচ্ছেন। —নিজস্ব-চিত্র

বৃষ্টি বৃষ্টি

বাংলা দেশের সর্বত্র বৃষ্টি নেমেছে। এতে খুসী সব শ্রেণীর বাংলা দেশের মানুষ। তবে বিশেষ করে খুসী মুক্তিফৌজ।

হরদম বৃষ্টি। অর্থাৎ বর্ষা এবার একটু আগেই এল। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী। হয়ত আরও বেশ কয়েক মাস চলবে।

আর, আওয়ামি লীগের প্রতীক নৌকা। এতেই স্পষ্ট যে তাঁরা পরের পাঁচ মাসে অনেকটা এগিয়ে যাবেন। কারণ জলা জমি, এক হাঁটু জল, এক বুক জল, ডুব জল, তাঁদের কাছে কোনদিনই সমস্যা নয়।

কামানে বিমানে আগুয়ান হানাদার বাহিনী বনগাঁ সীমান্তের কাছাকাছি

পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে কৃষ্ণ দেবনাথ

নাভারন (যশোর), ১০ এপ্রিল—আজ ভোরের দিকে পাকিস্তানী ফৌজ যশোর দুর্গ থেকে বেরিয়ে সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে এগোয়। মুক্তিফৌজ তাদের প্রবল বাধা দেয়। হানাদাররা কামান, মেসিনগান, মরটার নিয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। দুখানা জঙ্গী বিমানও ছাতার মত তাদের মাথার উপর দিয়ে পাহারা দিয়ে যায়। বোমাও ফেলে মুক্তিফৌজকে লক্ষ্য করে। মুক্তিসেনারাও তার পালটা প্রতিরোধের জোর চেষ্টা করে। পাক সেনারা তখন গ্রামের পর গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাদের অত্যাচারে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়ের আশায় ছোটেন। দখলদার বাহিনী এরপর ঝিকরগাছা পর্যন্ত এগিয়ে কামান দাগতে থাকে। তারপর হানা দেয় সীমান্তের কাছাকাছি।

আগের দিন সন্ধ্যায় পাকিস্তানী সৈন্যরা পিছু হটে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ ছাড়া রাতে দুই তরফ সামনা সামনি লড়াই হয়নি। মাত্র কয়েক ঘন্টার যুদ্ধ বিরতির পর আজ আবার রণাঙ্গন মুখর হয়ে ওঠে। তখন ভোর সাড়ে চারটা। কামান গর্জন করতে থাকে। মরটারের গোলার ঘন ঘন আওয়াজ এপার থেকে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। এরপর পাকিস্তানী সেনারা তিনটি লাইনে ঝিকরগাছার দিকে এগোতে থাকে। মাঝের লাইন থাকে যশোর রোডে। আর বাঁ দিকে পাশের রেলপথ বেয়ে এবং ডান দিকে মাঠের মাঝদিয়ে দুটি লাইনে হানাদাররা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকে। পাকিস্তানী সেনাদের সারবন্ধ এই অগ্রগতির আকার ইংরেজি 'ডব্লু' অক্ষরের মত।

এগিয়ে আসতে আসতে তারা দু'পাশের গ্রাম-বাড়ি, ঘরদুয়ার, জ্বালাতে থাকে। গুলি করে হত্যা করে নিরীহ গ্রামবাসীদের। বাঙ্গালীবিরোধী আর একদল লুঠেরা তাদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঢুকে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। ঘরের বউদের চরম সর্বনাশ করে। তরুণীদের লুঠ করে নিয়ে যায়। মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে ফেলে। ভয়ে কিছু লোক গাছের ডালে চড়ে বসলে

১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ফেনিতে গুলিবিদ্ধ পাক বিমান

অমিয় দেব রায়

আগরতলা, ১০ এপ্রিল—নোয়াখালির ফেনিতে মুক্তি যোদ্ধারা দুটি পাক বিমানকে গুলি করে মাটিতে নামিয়েছে। গতকাল এই দুটি বিমান ফেনি শহরে এসে নির্বিচারে বোমা ফেলতে থাকে। সেই সময় মুক্তিফৌজ তাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানে।

এদিকে মুক্তিফৌজের প্রবল প্রতিরোধের ফলে অস্ত্রবাহী পশ্চিম পাকিস্তানী জাহাজ 'বাবর' কিছুতেই

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

পশ্চিম পাকিস্তানি ফৌজের বোমারু বিমানগুলির হানা থেকে মসজিদও রক্ষা পায়নি। বোমাবর্ষণের ফলে ফেণী শহরের একটি মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত। —নিজস্ব-চিত্র

ধর্ম তেজাকে আনতে লনডনে একজন অফিসার যাচ্ছেন

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর একজন অফিসার শ্রীধর্ম তেজাকে ভারতে নিয়ে আসার জন্য আগামীকাল লনডন যাত্রা করছেন। জয়ন্তী শিপিং কোমপানির তহবিল তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত শ্রীতেজা ওই কোমপানির চেয়ারম্যান ছিলেন। —পি টি আই

১০ জন খুন, সুবোধ দত্ত গুলিবিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার

হাওড়া জি আর পি'র ডি এস পি শ্রীসুবোধ দত্ত শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ কলকাতায় তাঁর মানিকতলার বাসভবনে আততায়ীর গুলিতে গুরুতর আহত হন। তাঁকে সংকটজনক অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত ৯জন নিহত হন। শনিবার উত্তরপাড়ায় ভদ্রকালি অঞ্চলে এক পুকুরে ২টি যুবক ও ১টি

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ট্রানসমিটার নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে পাক অভিযোগ উদ্দেশ্যমূলক

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন ভবন থেকে একটি বেআইনী ট্রানসমিটার কাজ করছে—পাকিস্তানের এই অভিযোগ বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের জনৈক মুখপাত্র আজ ভিত্তিহীন ও দুরভিসন্ধিমূলক বলে অভিহিত করনে।

পাকিস্তান বেতারের খবর: ইসলামাবাদের পররাষ্ট্র দফতর সেখানকার ভারতীয় হাই কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে অভিযোগ করেছেন, ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের মধ্যে 'বেআইনী ট্রানসমিটার' রয়েছে। তাই তাঁদের দাবি: ট্রানসমিটারটি এখনই ভেঙে ফেলতে হবে। কারণ, এই কাজ কূটনৈতিক মিশনের আচরণবিরোধী।

এখানকার সরকারী মহল মনে করেন, ভারতের সঙ্গে ১৯৬৫ সালের সংঘর্ষের সময় পাকিস্তান যা করেছিল, সর্বশেষ পাকিস্তানী অভিযোগ সেই রকম কিছু অপ্রীতিকর কাজ করার প্রস্তুতি মাত্র।

ওই সময় পাকিস্তান অভিযোগ তুলেছিল, করাচিতে ভারতীয় হাই কমিশনের কর্মচারীরা তাঁদেরই একজনের বাড়ি থেকে ট্রানসমিটার চালাচ্ছেন। এবং এই অজুহাতে পাকিস্তান সব রকম কূটনৈতিক রীতি-নীতি অগ্রাহ্য করে হাই কমিশনার ও অন্যান্য সকলকার বাড়িতে তল্লাসী চালায়। কিন্তু তল্লাসী চালিয়ে কোন ট্রানসমিটার তারা পায়নি।

প্রতিবেশী দেশগুলির ঘটনাবলী ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক
—প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আজ বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলিতে যেসব ঘটনা ঘটছে তা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক।

পুলিশের এক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী গান্ধী ভাষণ দিতে গিয়ে এই কথা বলেন। সাহসিকতা ও উল্লেখযোগ্য

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

বেসরকারী উদ্যোগে আরও অর্থনিয়োগ ও কর্মসংস্থান করতেই হবে / শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

নব নাগ

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—দেশের বহু সমস্যার মোকাবিলা করার ব্যাপারে সরকার এবং ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প সমিতি সঙ্ঘের মধ্যে কোন মতবিরোধ ঘটেনি। সঙ্ঘ বরং সেগুলির সমাধানকল্পে সরকারকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সঙ্ঘ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাড়া পাননি। আজ এখানে সঙ্ঘের ৪৪তম বার্ষিক অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

সঙ্ঘের বিদায়ী সভাপতি শ্রী ডি সি কোঠারী সরকার ও শিল্পের মধ্যে সমস্ত মতপার্থক্যের অবসানের জন্য আবেদন করেন এবং সহযোগিতা করার প্রস্তাব দেন।

মনে হয়, শ্রীমতী গান্ধী এই প্রস্তাবের উপর কোন গুরুত্ব দেননি। তাঁর ভাষণে ব্যবসায়ী সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাই বেশি প্রাধান্য পায়। তাঁর মনে হয়, অধিকাংশ অর্থনৈতিক সমস্যার মূল হল এইগুলি।

ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে আরও অর্থনিয়োগ দরকার। শুধু তাই নয়। যেহেতু বেসরকারী উদ্যোগে অর্থনৈতিক তৎপরতা বেশী সেহেতু আরও কর্মসংস্থানের প্রধান দায়িত্ব বেসরকারী উদ্যোগের উপরেই ন্যস্ত। বেসরকারী উদ্যোগের পক্ষ থেকে তাই উপরোক্ত দুটি ব্যাপারে আরও উদ্যম দেখাতেই হবে, নচেৎ—শ্রীমতী গান্ধী এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন: "আপনারা সাধারণত যাকে আপনাদের (বেসরকারী উদ্যোগের) এলাকা বলে বিবেচনা করেন সরকারকে তাতে হস্তক্ষেপ করতে হতে পারে।" প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণ একটি নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীমতী গান্ধী ব্যবসায়ী-সমাজের উদ্দেশে বলেন, "যদি আপনারা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে আগ্রহী হন তাহলে দেখবেন যে, সরকার আপনাদের সহানুভূতি ও সমর্থন জানাবেন।"

শ্রীমতী গান্ধী চতুর্থ লোকসভা ভেঙে যাওয়ার পর যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, নির্বাচনী ভাষণগুলিতে ও ইসতাহারে যা বলেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মধ্যবর্তী বাজেট ভাষণে যা বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর আজকের এই ভাষণ তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী আগে বলেছিলেন যে, যোজনা পদ্ধতি পর্যালোচনা করা হবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে অর্থ লগ্নীর পরিমাণ যাতে বাড়ে সরকার তার ব্যবস্থা করবেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
বিজয়ীদের
অভিনন্দন জানাচ্ছেন!
হরলিক্স
গানের আসর
প্রতিযোগিতা

২৮শে মার্চের অনুষ্ঠান

এ দিনের আসরের গানগুলি পুরস্কার-বিজয়ী ক্রম অনুসারে দেওয়া হল:
১. ও আকাশ সোনা সোনা...
২. আঁকাবাঁকা পথে যদি...
৩. কেন ডাকো বারে বারে...
৪. মেঘ তার কুয়াশায়...
৫. কি যে ভাবি এলোমেলো...

এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ৬৩৪টি উত্তরপত্র পুরস্কার-বিজয়ী হয়েছে। পুরস্কারের ২০০০, টাকা বিজয়ীরা সকলে সমানভাগে পাবেন। বিজয়ীদের প্রত্যেককে ডাকযোগে জানানো হচ্ছে এবং মনিঅর্ডার করে তাঁদের টাকা পাঠানো হচ্ছে।

আজ দুপুর ১২-৪৫এ কলকাতা 'বিবিধ ভারতীতে' হরলিক্স গানের আসর শুনুন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর ভালো-লাগা গান বাজিয়ে শোনাবেন, নিজের জীবনের মজার মজার ঘটনা বলবেন, আর তার সঙ্গে থাকবে গানের বিচিত্র প্রশ্নের ধাঁধা। অপর্ণা সেন শীগ্‌গিরই ফিরে আসবেন। আপনার উত্তরপত্র আগামী বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছনো চাই। পাঠাবার ঠিকানা:
হরলিক্স গানের আসর, পোঃ বক্স ১০২১১, কলি-১৯
অনুগ্রহ করে নতুন পোষ্ট বক্স নম্বরের দিকে খেয়াল রাখবেন।

মনে রাখবেন, ২০০০৲ টাকা পুরস্কার—প্রতি সপ্তাহে!

হরলিক্স
হ'লো আসল জিনিস
Horlicks
HL 6406R1
হরলিক্স একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল অতিরিক্ত
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৮ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি .. .. ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O

১লা এপ্রিল ১৯৭১ হইতে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের বর্ধিত মূল্য-তালিকা

অতিরিক্ত ১০ শতাংশ সারচার্জ

১। আশ্রয়প্রার্থী, কর্মপ্রার্থী, পাত্র-পাত্রী, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ: প্রতি লাইন—টাঃ ৩·৫০।

২। অফিস-গুদাম-দোকান, আসবাব-পত্র, কলোনী, খেলাধুলা, খেলনা, জীবজন্তু, টাইপরাইটার, নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র, পুস্তক ও সাময়িকপত্র, ফটোগ্রাফি, বন্দুক ও শিকার, বাড়ি-ঘর-ফ্ল্যাট, বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ভাড়া বা লীজ, রেডিও-গ্রামোফোন, সঙ্গীত ও কলা, সাইকেল ও মোটর, সিনেমার সরঞ্জাম, সেলাইকল, আহার ও বাসস্থান, এজেণ্ট ও অরগানাইজার, ক্যানভাসার, কর্মখালি, গাড়ি-ঘোড়া, জন্ম, বিবাহ, ডাক্তার ও স্টকিস্ট, ফলফুল, বীজ, গাছ, পেয়িং গেস্ট, শিক্ষক ও শিক্ষিকা, সরকারী চাকুরি, স্কুল-কলেজ, শোকসংবাদ; প্রতি লাইন—টাঃ ৪·৫০।

৩। অলঙ্কার, ঋণ ও লগ্নী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ছাপাখানা, ব্যক্তিগত, বিবিধ, সম্পত্তি-বাড়ি-জমি, ঔষধ-চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা ও প্রমোদভ্রমণ, মোটরগাড়ি, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, লটারি, স্মৃতির উদ্দেশ্যে, জ্যোতিষ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, অভিনেতা-অভিনেত্রী; প্রতি লাইন—টাঃ ৫·০০।

৪। নাম-ঠিকানা পরিবর্তন, প্রাপ্তি-স্বীকার, সভাসমিতি, স্টীমার, লঞ্চ, নৌকা; প্রতি লাইন—টাঃ ৬·৫০।

৫। লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি ও শেয়ার সার্টিফিকেট প্রভৃতি হারানো; প্রতি কলম সেণ্টিমিটার —টাঃ ১৮·০০ — সর্বনিম্ন মূল্য টাঃ ৩৬·০০।

৬। যাবতীয় নোটিস, টেণ্ডার, ঘোষণা, নীলাম; প্রতি সেণ্টিমিটার—টাঃ ২৪·০০; সর্বনিম্ন মূল্য টাঃ ৪৮·০০।

৭। কোন বিজ্ঞাপন তিন লাইনের কম হইলেও তিন লাইনেরই চার্জ লাগিবে।

৮। শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন এক কলম মাপে বড় অক্ষরেও (১৪ পয়েণ্ট) ছাপা হইতে পারিবে। সেইরূপ স্থলে প্রতি সেণ্টিমিটার-এর মূল্য টাঃ ২৪·০০ লাগিবে। সর্বনিম্ন খরচ টাঃ ৪৮·০০।

৯। রবিবারের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বুধবারের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক। রবিবারের বিজ্ঞাপনের জন্য ২৫% অতিরিক্ত খরচ লাগে।

১০। বক্স নং ব্যবহার করিলে অতিরিক্ত টাঃ ৪·০০ দিতে হইবে।

১১। পোস্ট বক্স নং ও বিজ্ঞাপনের বক্স নং এক নহে। পোস্ট বক্সের ঠিকানায় কদাচ বক্স নম্বরের উত্তর দিবেন না। ঠিকানা যাহা ছাপা থাকিবে ঠিক তাহাই লিখিবেন, কিছু কম বা বেশী নহে; নচেৎ চিঠি পৌঁছাইতে গোলমাল হইতে পারে।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন বিভাগ,
আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ

কর্মখালি

নিউইয়র্কে চাকুরীয়া মাতার শিশুর পরিচর্যার জন্য ভদ্রমহিলা আবশ্যক (এক বৎসরের জন্য) যাতায়াত থাওয়া-থাকা ও আকর্ষণীয় বেতন। ঘোষ, ৩৯ সি হরিশ মুখার্জি রোড। (সি ১৫৪৯)

দমদমে ঔষধ কারখানার জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন: (১) লেবেলিং ও কার্টুনিম্যান, (২) অ্যাম্পুল ফিলিং, সিলিং ও লেবেলিং ম্যান, (৩) ওয়ার্কশপ হেলপার। অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করুন। বক্স নং ৫৩৭৪ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৫৪৩)

বিখ্যাত হোসিয়ারী প্রতিষ্ঠানের আসাম অঞ্চলের জন্য সুদর্শন ও কর্মঠ সেলসম্যান আবশ্যক। নগদ জামিন প্রয়োজন। ফোন: ৩৪-৪৫১২। (সি ১৫৩৭)

ইন্সিওরেন্স এজেণ্ট / অর্গানাইজারগণ (সর্বত্র) সহজে অতিরিক্ত রোজগার/মাহিনার জন্য লিখুন। এইচেম্ ট্রাস্ট, ৩, ক্যানাল স্ট্রীট (কনভেণ্ট রোড হইতে), কলি-১৪। (৫৩০১এ)

নর্থ বিহার, হরিয়ানা, অন্ধ্র ও আসামের জন্য মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ (অভিজ্ঞ) চাই। বিস্তারিত লিখুন—পোস্ট বক্স ১০৪২৮, কলিকাতা-২৬। (৫২১৬)

একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ হাঁট-ট্রীটমেণ্ট ব্যক্তির প্রয়োজন। সাক্ষাৎ করুন—সন্ধ্যা ৭টা—৯টা। সুধীরবাবু, ১৭, ঠাকুর ক্যাসল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। (সি ১২১৫)

বোলপুর পৌরসভার জন্য Accountant প্রয়োজন। বি কম পাশ ও টাইপ জানা চাই। বয়স ৩০ বৎসর পর্যন্ত। মনোনীত প্রার্থীকে নগদ ৫০০ টাকা জামানত রাখিতে হইবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল হইতে পারে। বেতন: ১১০-৫-১৯০, সহ ভাতাদি। সাদা কাগজে নাম, পিতার নাম, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দরখাস্তে স্বহস্তে লিখিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ আগামী ৩০-৪-৭১।

স্বাঃ এ কে পুরকায়েত
বোলপুর মিউনিসিপ্যালিটি
পোঃ বোলপুর,
জেঃ বীরভূম
(৫৫২২)

কর্মখালি

ইন্টারন্যাডস অ্যাডভারটাইজিং (প্রাঃ) লিঃ, ৪/২৪-এ, আসফ আলি রোড, নয়াদিল্লি—১-এর প্রয়োজন : (১) ভিসুয়ালাইজার, (২) কপিরাইটার এবং (৩) সিনিয়র কমার্সিয়াল আর্টিস্ট। কোনো অনুমোদিত অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিতে যাঁহাদের নিম্নতম পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে কেবল তাঁহারাই পার্সোনেল ডিরেক্টরকে লিখিতে পারেন বা নিজ ব্যয়ে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। উত্তম বেতন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত। (৫৮১২-এ)

PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL

WEST BENGAL CIVIL SERVICE (EXECUTIVE) EXAMINATION, 1970

The Personality Test of candidates for recruitment to the West Bengal Civil Service (Executive) and certain other Group 'A' Services and Posts will commence on the 19th April, 1971. A list of candidates called to the test has been put up on the Notice Board of the Office of the Commission at Bhabani Bhaban, Alipore, Calcutta-27. Letters to individual candidates are being sent by post.

(5762)

PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL

HALF-YEARLY DEPARTMENTAL EXAMINATION OF ASSISTANT MAGISTRATES AND OTHER OFFICERS, APRIL, 1971.

ANNOUNCEMENT

IT IS NOTIFIED FOR GENEral information that the abovementioned examination will commence on Monday the 19th April, 1971 at the Commission's Examination Hall at 9/1B, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.

Copies of the detailed programme are being sent to the authorities concerned.

(5863)

১৯৭১

হাইকোর্ট, আপীল বিভাগ, কলিকাতা

বিজ্ঞপ্তি

নং ২০৫৭ এ—১১ মার্চ, ১৯৭১

কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে (জুডিসিয়াল) নির্বাচনের জন্য যাঁহারা অন্তত তিন বৎসরকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাকটিস করিয়াছেন এবং এখন সক্রিয়ভাবে প্রাকটিস করিতেছেন—বারের এরূপ সদস্যদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। নির্বাচনের মাধ্যমে যে শূন্যপদ পূরণ করা হইবে, তাহার সংখ্যা দশ।

২। ১৯৫১ সালের ১২ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ম ভাগের ৭৮২-৭৮৩ পৃষ্ঠায় ১৯৫১ সালের ৩১ মার্চ তারিখযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি নং ১৭১৩-জে-তে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে (জুডিসিয়াল) নিয়োগ সম্পর্কিত নিয়মাবলী যাহা পরে যথাক্রমে ১৯৫৯ সালের ১৪ মে তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ম ভাগের ১৮১৩-১৮১৪ পৃষ্ঠায় এবং ১৯৫৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখের উক্ত গেজেটের ১ম ভাগের ৪৪৩৪-৪৪৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৯৫৯ সালের ১ মে তারিখযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ল' (জুডিসিয়াল) ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৭৪-জে এবং ১৯৫৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখযুক্ত বিজ্ঞপ্তি নং ১০৫৮৭ জে/জে ৪ জে—২৯/৫৯ দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে, তাহার প্রতি ইচ্ছুক প্রার্থীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। আবশ্যক যোগ্যতাবলীর জন্য উপরে উল্লিখিত ১৯৫৯ সালের ১৪ মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নিয়মাবলীর সংশোধনীর প্রতি প্রার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। নিয়োগ সম্পর্কিত উপরোক্ত নিয়মাবলী আরও সংশোধন করিয়া ১৯৬৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারী তারিখযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের যে ৮৬২-জে নং বিজ্ঞপ্তি এবং ১৯৭০ সালের ১৯ মে তারিখযুক্ত ৬৫০৮-জে নং বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

৩। পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (জুডিসিয়াল) রিক্রুটমেণ্ট রুলস-এর রুল ৩ (জি)-তে "কোন পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করিতে অপারগ হওয়া" প্রভৃতি যে কথাগুলি রহিয়াছে তাহার দ্বারা কোন পরীক্ষায় এগ্রিগেটে অন্তত ৫০% নম্বর অথবা এগ্রিগেট নম্বরের এরূপ শতকরা হার—যাহা পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা নির্ণায়ক নম্বর বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (জুডিসিয়াল) রিক্রুটমেণ্ট রুলসে সময় সময় ঘোষিত হইতে পারে, তাহা পাইতে অপারগ হওয়া বুঝাইবে।

৪। নির্বাচনের জন্য দরখাস্ত অবশ্যই নির্ধারিত ফরমে ১৯৭১ সালের ৩০ এপ্রিল মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছান চাই। উক্ত নির্ধারিত ফরমের কপি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা অথবা উহার সমতুল পরীক্ষার পাস সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকলসহ আবেদন করিলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস হইতে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।

৫। যে সব প্রার্থীর বয়স ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারী তারিখে ২৭ বৎসরের কম নহে এবং ৩৪ বৎসরের বেশী নহে, কেবল তাঁহাদিগকেই দরখাস্ত ফরম সরবরাহ করা হইবে।

৬। প্রার্থিত্বের সমর্থনে যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা করা হইলে প্রার্থী নির্বাচনের অযোগ্য বিবেচিত হইবেন। যদি প্রয়োজন হয়, তবে প্রার্থীকে আহ্বান করা হইবে; তাহার পূর্বে কোন প্রার্থীর সহিত সাক্ষাৎ করা হইবে না। নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রার্থীদের মাতাপিতা, অভিভাবক বা শুভানুধ্যায়ীদের সহিতও সাক্ষাৎ করিবেন না।

১২৫০(৫) আইপিআর/এ/৭১

ডি পি চ্যাটার্জী,
রেজিস্ট্রার,
আপীল বিভাগ
(৫৬৯৬)

কর্মখালি

কলিকাতার স্টুডিওর জন্য এনলার্জমেণ্টে অভিজ্ঞ ডার্করুমম্যান চাই। লিখুন বক্স নং ৫৫৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-১৬৬৪)

ডাইসম্যানের অভিজ্ঞতা সহ দক্ষ লেদম্যান চাই। ছোট কারখানার জন্য। দৈনিক মাহিনা এবং অভিজ্ঞতা জানাইয়া লিখুন। বক্স নং ৫৭৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৮১)

চেতলার সন্নিকটে একটি ২০ জন লাইট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার জন্য ৪।৫ বৎসর টুলরুম/প্রোডাকসন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা ও কত বেতন চান প্রভৃতি বিবরণ সহ লিখুন। বক্স নং ৫৭১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৫৪)

জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে—'কালী' মন্দিরের জন্য মাসিক ১০০, বেতনে ও অন্যান্য সুবিধায় পুরোহিত চাই। সলিল ভট্টাচার্য, বানারহাট চা বাগান, বানারহাট। (বি ও ৩৬৯)

কর্মখালি

হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (আর ডি)

পোঃ অঃ হলদিয়া, জেলা মেদিনীপুর

হেভী ডিউটি ক্রেন, বুলডজার এবং ক্রাম সেল চালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টেকনিসিয়ান গ্রেড ৩ পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। যাঁহারা ক্রেন এবং বুলডজার উভয়ই চালনায় সক্ষম তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

বেতনক্রম : ২১৫-১০-২৭৫-১৪-৪১৫ টাকা উহা ছাড়াও নিযুক্ত ব্যক্তি আই ও সি রুলস অনুযায়ী অন্যান্য ভাতা পাইবেন। প্রারম্ভে ন্যূনতম মোট বেতন হইবে ৪৮০·২৫ টাকা।

প্রার্থীদের হেভী ডিউটি ক্রেন ও ডজার চলনাও সংরক্ষণে অন্তত ৬—৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

বয়স ১-৪-৭১ তারিখে ৩৫ বৎসরের বেশী নহে। তবে উপযুক্ত প্রাক্তন সৈনিক এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত শিথিলতা অনুযায়ী এই বয়ঃসীমা শিথিল করা যাইবে।

(১) পুরা নাম (২) ঠিকানা : বর্তমান ও স্থায়ী (৩) জন্ম তারিখ (৪) যোগ্যতাবলী (৫) অভিজ্ঞতা (৬) কর্মরত হইলে বর্তমান মূল বেতন ও বেতনক্রম (সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল দ্বারা সমর্থিত) উল্লেখে সাধারণ কাগজে টাইপ করা দরখাস্ত অবশ্যই ২০ এপ্রিল ৭১ তারিখ মধ্যে উপরোক্ত পার্সোনেল অফিসারের নিকট পৌঁছা চাই।

সরকারি/অধা সরকারি অফিসে কর্মরত প্রার্থিগণ অবশ্যই যথাযথ প্রণালীতে দরখাস্ত করিবেন। ইণ্টারভিউ/পরীক্ষার জন্য আহূত প্রার্থীদিগকে নিজ ব্যয়ে ভ্রমণ করিতে হইবে। (৫৮৪২)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

সরকার অনুমোদিত বেতন হারে প্রি বেসিক (নার্সারী) স্কুলের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত (জে বি টি) শিক্ষিকা চাই। সত্বর আবেদন করুন। সম্পাদক, এড়োয়ালী শিক্ষা সংসদ, পোঃ এড়োয়ালী, জেলা মুর্শিদাবাদ। (৫৫১৯)

ইটালিতে দশম শ্রেঃ ছাত্রের বি এস-সি/এম এস-সি শিক্ষক চাই। ঘর, খাওয়া/বেতন। বক্স নং ৫৬৩২ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৭০৭)

স্কুল ফাইন্যাল ছাত্রীকে বিজ্ঞান অঙ্ক পড়াইবার জন্য প্রবীণ শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়োজন। মণি পাত্র ৮২ তিলজলা রোড, কলিকাতা-৩৯, ৪৪-৫৪৯১। (বি ও ৪৪৫৫)

গৃহে থাকিয়া রিটায়ার্ড হেডমাস্টার বা ঐরূপ নবম শ্রেণীর আর্টসের শিক্ষক চাই। আর, দাস, ১৬, মনসাতলা লেন, কলি-২৩। (সি-১৬৬৮)

নিউ আলিপুরের নিকটে ক্লাস ফাইভের (ইংলিশ মিডিয়াম) ছাত্রীকে পড়াইবার জন্য শিক্ষক প্রয়োজন। বক্স নং ৫২০৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২২৬)

পেয়িং গেস্ট

মহিলা/ছাত্রী বোর্ডার রাখা হবে। বালিগঞ্জ স্টেশন সংলগ্ন। মাসিক ১০০, এম-সি-সি, ১১৫, একডালিয়া রোড, (দোতলা)। (সি ১৭৭৮)

কর্মপ্রার্থী

এম এ-র ছাত্র। ৫ম—১১শ শ্রেণী বা প্রি-ইউ আর্টসের ছাত্র-ছাত্রী গিয়া পড়াইতে চাই। এস রায়, স্টুডিও প্রিন্স, কলি-১৯। (বি ও ৩৭৬)

প্রি-ইউ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী পূর্ণ দায়িত্বে পড়াই। প্রবীণ শিক্ষক। বি চ্যাটার্জী, ৯৭/১/কে, টালিগঞ্জ রোড, কলি-২৬। (বি ও ৪৪৬৪)

শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ (এম-কম, ম্যানেজমেণ্ট ট্রেণ্ড) নবম—বি-কম (অনার্স) ছাত্র-ছাত্রী পড়াব। বক্স নং ৫৪৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬০৭)

ভূতপূর্ব হেডমাস্টার স্কুল কলেজের যে-কোন ছাত্র-ছাত্রীর প্রধানত ইংরাজী বাংলার গৃহশিক্ষকতা প্রার্থী। বক্স নং ৫৫০৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬১৪)

এম এস-সি (বোটানি), রিসার্চ স্কলার টিউশনি কিংবা চাকুরী চাই। বক্স নং ৫৬২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৯৬)

বাংলা প্রধান পাকা খাতা লেখা রেওয়া মিল ও সেলসট্যাক্স ইনকামট্যাক্স অভিজ্ঞ সরকার কর্মপ্রার্থী। বক্স নং ৫৫৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬৪৫)

এম-এ, এম এস সি-র (সংস্কৃত, বায়োলজি, রসায়ন) ছাত্র-ছাত্রী টিউশান চাই। দাস, খাটুয়া মণ্ডল, ১এ স্বর্ণময়ী রোড, কলি-৯। (বি ও ৩৭০)

রসায়নের বিভিন্ন শাখায় ডক্টরেট নাম করা কলেজের চারজন অধ্যাপক অনার্স ছাত্র-ছাত্রী পড়ান। বক্স নং ৫৭৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৫৪৪)

কর্মপ্রার্থী

শিল্পশিক্ষায় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক। শিয়ালদহ অঞ্চলে ভাই-বোনেদের পূর্ণ দায়িত্বে পড়াইবেন। বক্স নং ৫২২৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৪৩)

অভিজ্ঞ বি কম ৫ম—১১শ শ্রেণীর ভাই-বোনেদের নিজ দায়িত্বে পড়াইব। মিঃ কে কে জৈন, ২২নং মদন বড়াল লেন, বহুবাজার, কলি-১২। (সি ১৫১১)

অভিজ্ঞ শিক্ষক (ইতিহাসে অনার্স, এম এ) আর্টস সমস্ত বিষয় পড়ান। জে প্রামাণিক ৭১, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ১৪৩৫)

অভিজ্ঞ স্কুল শিক্ষক বি এ অনার্স (ইংরাজী) নবম হইতে বি এ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী পড়াইতে চান। চ্যাটার্জী, পি-৯৪, সি আই টি রোড, কলি-১০। ৩৫-৫১৫৫। (বিও ৪৫৪৫)

পাত্র চাই

বি-এ পাশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, উঃ ১·৫৭ মিঃ (৫'-২"), ২৩ পাত্রীর মদ্‌গল্য ভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সঃ চাকুরে বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৫৭১২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৮০)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ (ভরদ্বাজ) সুশ্রী উঃ শ্যামবর্ণা (২৩) বি এস-সি, বি এ সংগীতবিশারদ পাত্রীর প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি এ, ব্যাঙ্কের অফিসার, এম টেক পাত্র চাই। বক্স নং ৫৮৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-১৬৭১)

পূঃ বঙ্গ ঘোষ কায়স্থ, গ্র্যাজুয়েট, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী (৩৩) ১·৫৭ মিঃ (৫'-২") পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৩৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭০৯)

সদ্‌গোপ পাত্র চাই—পাত্রী ২১, উচ্চতা ৫'-৫" (১·৬৫ মিঃ), সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্লিম, স্কুল ফাইনাল পাঠরতা। বক্স নং ৫৬৬২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭২৯)

সরকারী ক্লাশ ওয়ান/কভেনেণ্টেড অফিসার/সি-এ/সুপ্রতিষ্ঠিত ইন্‌জিনীয়ার পাত্র চাই। পাত্রী (২০) অতীব সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গী, বি এস সি (অনার্স সহ) পাঠরতা। পূঃ বঃ বনেদী ও শিক্ষিত পরিবার। বক্স নং ৫৬৫২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭২৪)

পূঃ বঙ্গীয় কায়স্থ (বসু), বি এস-সি এম বি বি এস ১৯৭০, সুশ্রী চেহারা, স্বাস্থ্যবতী, ১·৬০ মিঃ, মধ্যমবর্ণা। ৩৩/৩৪ বৎসরের উপযুক্ত পাত্র চাই। ডাক্তার অগ্রগণ্য। বক্স নং ৫৬৪৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭১৮)

বিক্রমপুরে, মিত্র, গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী, আদ্য-মধ্য পাঠরতা (৩০) জন্য পাত্র চাই। ৪-ঘর অগ্রগণ্য। বক্স নং ৫৬৮৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭২০)

নমঃশূদ্র/অসবর্ণ পাত্র চাই

প্রাক্তন গেজেটেড অফিসারের কন্যা (২৪) আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট, শিক্ষিকা, সুশ্রী, মধ্যমবর্ণা। বক্স নং ৫৬৫৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭২৬)

পাত্রী পূঃ বঃ ঢাকার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ নাগ, সুশ্রী, গৃহকর্মনিপুণা, শ্যামবর্ণা, বি-এ, (৫ ফুট) ১·৫২ মিঃ, কেঃ সঃ সঃ চাকুরিরতা (৩৭৫)। উপযুক্ত ৩৮/৪০ পাত্র চাই। উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৫২২৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৪১)

রাজপুত ক্ষত্রিয় পাত্র চাই

কাশ্যপগোত্র, রাজপুত ক্ষত্রিয় গৌরবর্ণা, সুশ্রী, (দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা) পাত্রীর (২৪) জন্য ২৯-৩৬ বয়সের উপার্জনক্ষম পাত্র চাই। সম্ভবক্ষেত্রে বিপত্নীকও চলবে। ডি এস রায়, C/o আর চক্রবর্তী, ২০/৬বি, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। (সি ১৪১১)

সদ্‌গোপ পাত্র চাই

মধ্য কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী গৃহকর্মনিপুণা স্নাতক (কলা) উত্তীর্ণা (২৩) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনক্ষম পশ্চিমবঙ্গীয় ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সি-এ, অধ্যাপক, অথবা পদস্থ অফিসার বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৫৭১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৫৬)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

পশ্চিমবঙ্গীয় মুখার্জী ভরদ্বাজ (২৪) ১·৫২ মিঃ পি-ইউ ফর্সা সুশ্রী সুগঠনা স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত স্থায়ী উপার্জনশীল (৩০—৩২) ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। শ্রীশিবপদ মুখার্জী, ৩১বি, এন কে ঘোষাল রোড, কলি-৪২। (সি ১৭৬৪)

বৈদ্য পাত্র মেঃ/নমেঃ চাই। পাত্রী (২৫) অষ্টম মান শক্তি সুশ্রী শ্যামবর্ণা। বক্স নং ৫৭৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৮৬)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

পাত্রী (২৫), বি এ ফাইনাল ইয়ার, রবীন্দ্র সংগীত জানে, দেখিতে সুশ্রী, শ্যামবর্ণ, শাণ্ডিল্য গোত্র। বক্স নং ৫৭৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

পঃ বঃ রাঢ়ী শাণ্ডিল্য সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী উঃ শ্যামবর্ণা গৃহকর্মনিপুণা (১৯) বি এ পাঠরতার উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৭৭৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৮৪)

সুশিক্ষিত সুউপায়ী পাত্র চাই, ৩০ মধ্যে পাত্রী সুন্দরী বি, এ পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। বক্স নং ৫৬৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

মুখার্জি (২৫) বি, এ পাঠরতা টিচার সেতার শিল্পী উচ্চশিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-১৬৩৩)

পঃ বঃ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ মুখোপাধ্যায় নন-ম্যাট্রিক ভরদ্বাজ গোত্র সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ফর্সা লম্বা গৃহকর্মেসুনিপুণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্র চাই

বৈদ্য পাত্র চাই—পাত্রীদ্বয় (২৪ ও ২০) পূঃ বঃ সুশ্রী শিক্ষিতা তন্বী মধ্যমবর্ণা গৃহকর্মনিপুণা, প্রিঃ ইউ মান, শক্তি গোত্র, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অফিসার। বক্স নং ৫৬৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৩৫)

কুম্ভকার পাত্র চাই

পাত্রী (২৪) বি-এ সুন্দরী গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, ডঃ ইঞ্জিঃ সি-এ সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৮৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৪৬)

কায়স্থ পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, সেন (২২) সুন্দরী, গৌরবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী, অনার্স গ্র্যাজুয়েট গৃহকর্মে সুনিপুণা পাত্রীর জন্য আই-এ-এস; সি-এ; উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরীয়া; সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী; ইঞ্জিনীয়ার পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫১৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬২২)

স্নাতক, ২৩, ফর্সা, গন্ধর্বাণিক, মাতা ব্রাহ্মণ, ভগ্নীপতি কায়স্থ, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৪০)

সম্ভ্রান্ত উঃ রাঃ কায়স্থ (২২), বি এস-সি, দীর্ঘাঙ্গী, সুশ্রী ও গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৮১৯)

পূর্ববঙ্গীয় রাঢ়ী ভরদ্বাজ বি-এ (অনার্স) বি টি সহশিক্ষিকা ব্রাহ্মণ পাত্রীর (৩১) উপযুক্ত দাবীহীন উদার পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৭৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৩৬)

বারুজীবী/অসবর্ণ পাত্র চাই। পাত্রী (২৭) পূঃ বঙ্গের (খুলনা) সম্ভ্রান্ত পরিবারের এস এফ পরীক্ষার্থিনী, মধ্যম চেহারা ও গড়ন, গৃহকর্মে বিশেষতঃ সূচীশিল্পে পারদর্শিনী। বক্স নং ৫৬৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৪৮)

বিক্রমপুরের উচ্চশিক্ষিত কৃষ্টিসম্পন্ন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসারের কন্যা এবং বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারের ভ্রাতাদের ভগ্নী বি-এ, পাঠরতা, গৌরাঙ্গী, সুন্দরী, রুচিসম্পন্না (২০) পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনীয়ার সি-এ অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত অফিসার প্রিয়দর্শন পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৯০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৪৯)

পাত্রী বি-এ পাঠরতা, দে বংশজাত, বয়স ২১ বছর, রং শ্যামলা, স্বাস্থ্য ভাল, দাবিদাওয়াহীন পাত্র চাই—বর্তমান উত্তরবঙ্গের বসবাসকারী লোক হইলে ভাল হয়। পাত্র কমপক্ষে বি-এ পাশ হওয়া চাই। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রালাপ করুন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দে। C/o. ঊষা এমব্রয়ডারী স্কুল, হাকিমপাড়া, পোঃ শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং। (৫৬১৬)

পাত্রী পূঃ বঃ মুখার্জী, বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত পরিবারভুক্তা অধ্যাপক কন্যা, এম এ (৩১, ৫'-৩") ১·৬০ মিঃ সুশ্রী, দোহারা, সুকেশা, মধ্যমবর্ণা স্মার্ট। শিক্ষিকা। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অফিসার বা সমতুল্য উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬১৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪৬৫)

খুলনার চ্যাটার্জি (২১) বি এস-সি (৫'—১½") ১·৫৬ মিঃ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা স্লিম স্মার্ট সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা দেবারিগণ এবং রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞা পাত্রীর জন্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৮৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৩৭৫)

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, বিহার প্রবাসী, বি-এ অনার্স পরীক্ষার্থিনী সুশ্রী ফর্সা (১৯½) ১·৬০ মিঃ পাত্রীর জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার সি-এ প্রথম শ্রেণীর অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬১৯, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ১২৯৩)

সুশ্রী বি-এ বি-টি বালিচক স্টেশন সন্নিকটে শিক্ষয়িত্রী দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ পাত্রীর (২৫) শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৮৫, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বি ও ৩৭২)

পাত্রী মুখার্জি, ১৭, পূঃ বঃ, অষ্টম শ্রেণী, স্বাস্থ্যবতী, গৌরবর্ণা, সুন্দরী, আকর্ষণীয়া। প্রবাসী রেজেস্ট্রি আপত্তি নাই। বক্স নং ৫৬০৭, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৪৪৫৭)

পঃ বঙ্গের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুরুচিসম্পন্না গৃহকর্মনিপুণা সুশ্রী মধ্যম বর্ণা এম-এ পাত্রীর (২৫) উপযুক্ত অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬১২, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৪৪৬২)

সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, গৌরী, প্রি-ইউ, বন্দ্যোপাধ্যায় পাত্রীর (২৪) জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৯৮ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ১২৮৪)

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (মিত্র) সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী (৫'—৬") ১·৬৮ মিঃ, এম বি বি এস, ডি জি ও (২৬) পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৯৯, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ১২৮৫)

শিক্ষিকা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (২৬) উঃ কায়স্থ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৯১, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৩৭৯)

কুমিল্লার অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সুশ্রী ফর্সা বি-এ শিক্ষিকা পাত্রীর (২৭/৫'—৩") ১·৬০ মিঃ অপরাশর সুশিক্ষিত সুউপায়ী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। রাশিচক্রসহ লিখুন। বক্স নং ৫৫৮৫, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৩৭৩)

মধ্যম শিক্ষিতা (২০) গৌরবর্ণা সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা জন্মাবধি উপরোষ্ঠে সামান্য কাটা দাগ আছে। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৮৬, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৩৭৪)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য স্কুল ফাইনাল পাশ সুন্দরী উচ্চ গৌরবর্ণার (২২) জন্য বারেন্দ্র/রাঢ়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৭৯, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৩৬৭)

পাত্র চাই

পাত্রী এম-এ, বি এড, ব্রাহ্মণ (২৬) বাৎস্য গোত্র, অধ্যাপিকা, সুশ্রী মধ্যমবর্ণা, ১·৬৩ মিঃ (৫'-৪") উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৭০ আনন্দবাজার, কলিকাতা—১। (সি ১৫০৯)

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর কনিষ্ঠা কন্যা (১৯) মধ্যম শিক্ষিতা সুশ্রী ব্রাহ্মণ কাশ্যপের জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৪১)

পঃ বঃ কায়স্থ মৌদগল্য এম-এ ২৪ গবেষণারতা প্রকৃত সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মেনিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৫৯ আনন্দবাজার কলি-১। (সি/এম)

বৈশ্য কপালী/অসবর্ণ পাত্র চাই

শিক্ষিত উপার্জনশীল (বয়স ৩০-৩২ ও ২৪-৩০) প্রবাস/বিদেশবাসী পাত্রও চলিবে। পাত্রীদ্বয় সম্ভ্রান্ত ঘরের বি এস-সি মান এবং ম্যাট্রিক মান। বক্স নং ৫৪২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪০২)

তিলি/অসবর্ণ পাত্র চাই

অবসর প্রাপ্ত কেঃ সঃ অফিসার কন্যা ফর্সা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী বি এ ফাইন্যাল সংগীতে ডিপ্লোমা সরকারী অফিসে উচ্চপদে কর্মরতা পাত্রীর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অনুরূপ পাত্র ৩০।৩২ চাই। বক্স নং ৫৪২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৩৬)

তিলি পাত্র চাই

পাত্রী (২০) বি-এ (ইংরাজী অনার্স) সুশ্রী, গৃহকর্ম ও সূচীশিল্প নিপুণা কলিকাতায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে পদস্থ পিতার একমাত্র কন্যা, ভ্রাতা ইঞ্জিনিয়ার। উচ্চশিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। উত্তর বা পূর্ববঙ্গের (অনূর্ধ্ব ত্রিশ) পাত্র বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৫৪০৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৩৬৭)

গৌরবর্ণা গৃহকর্মে সুনিপুণা বুদ্ধিমতী মূকবধির ব্রাহ্মণ কন্যার (২৫) সুযোগ্য চাকুরীরত পাত্র চাই। সুধাংশু মৈত্র বি-৪২/৩২৯ ইউ সি আই এল কলোনী, বদুগোদা সিংভূম। (সি ১৬১৬)

পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত মুখোপাধ্যায় সুশ্রী, সুগঠনা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা গৃহকর্মনিপুণা, সংগীতজ্ঞা, বি-এ (উঃ ৫'—২") ১·৫৭ মিঃ পাত্রীর (২২) উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬১৯)

আদি বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী কাশ্যপ বি-এ মধ্যমবর্ণা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী (২৪) গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর (৫'—২") ১·৫৭ মিঃ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬১৮)

পাত্রী মুখার্জী, বি-এ গৌরবর্ণা, সুশ্রী, ২৪, ১·৫২ মিঃ। পঃ বঃ শহরতলীতে বাড়ী আছে। চাটার্জি, ব্যানার্জি, গাঙ্গুলী, অফিসার ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ২৮, পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৭৫)

পাত্রী পশ্চিমবঙ্গীয় শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ সুন্দরী পিতৃমাতৃহীন (২২) উচ্চতা ৪'—১০" ১·৪৭ মিঃ লেক টাউনের কাছে নিজ নামে জমি আছে। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৭৮)

ঢাকার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, পাত্রী (২৩) ৫½' (১·৬৮ মিঃ) সুন্দরী ফর্সা, সুগঠনা, বি-এ পার্ট-১ পাশ, পার্ট-২ পরীক্ষার্থিনী ডাঃ/ইঞ্জি/পদস্থ অফিঃ/সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শীঘ্র বিবাহ। বক্স নং ৫৪৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৮০)

দঃ কায়স্থ সংগীতজ্ঞা সুশ্রী ডাক্তার পাত্রী ডাক্তার অথবা উচ্চ শিক্ষিত পাত্র। বক্স নং ৫৪৭৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৯১)

পাত্রী পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (২২) ফর্সা সুশ্রী বি-এ গৃহকর্মেনিপুণা উপযুক্ত শিক্ষিত চাকুরিয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৮৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৯৩)

পাত্রী পঃ বঃ দঃ রাঃ ২৬ পর্যা বসু (২০) সুশ্রী ফর্সা বি-এ পরীক্ষার্থী পাত্র চাই। বক্স নং ৫০৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৫০)

পশ্চিমবঙ্গীয় মুখার্জী (২২) বি-এ (অনার্স) সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ১·৬০ মিঃ (৫'—৩") পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৮২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৫১)

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (রাহা) পরিবারের এম-এ (২১) পাঠরতা সুশ্রী, গৌরবর্ণা এডভোকেটের কন্যার (৫'—৩") ১·৬০ মিঃ জন্য সুদর্শন দীর্ঘাঙ্গ ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার (বি ই/এম টেক) পাত্র চাই। এন কে রাহা, ৬নং পঞ্চানন তলা নিউ রোড, কলিকাতা-৫৬। (সি ১২৫৫)

বসু রায়চৌধুরী ডাক্তারের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী সেতার পারদর্শিনী ৫'—২" (১·৫৭ মিঃ) বি এস-সি পাশ একমাত্র কন্যার জন্য উচ্চশিক্ষিত চার্টার্ড একাউন্টেণ্ট ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার বা অনুরূপ ৩২ অনূর্ধ্ব পদস্থ যোগ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৫২৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৬৬)

মুখার্জী অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় অফিসারের কন্যা (২৪) কনভেণ্টে শিক্ষিতা এম-এ সুন্দরী ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী (৫'—৫") ১·৬৫ মিঃ পাত্রীর জন্য, সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চ শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫১১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২১১)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই এম-এ পাঠরতা পাত্রী (২৩), স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি ১·৫৫ মিঃ পিতা উচ্চপদস্থ গেজেটেড অফিসার, পূর্ব নিবাস কুমিল্লা, রাঢ়ী, পরাশর গোত্র। জীবনে প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র চাই। শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, ২৪/১/বি, রায় বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। (৫৩০০ এ)

পঃ বঃ কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ঘরের মুক্ত-কৌশিক গোত্র হাঃ-সেঃ সুন্দরী স্লিম ব্রাহ্মণ কন্যা (২০) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৭৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৮৪)

পাত্র চাই

পাত্র চাই—কাণ্টবল, পারবারের বি এস-সি (ডাল্টনসন) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী কর্মনিপুণা রাঢ়ী ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ (২৫) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত অনধিক ৩৫।৩৬ বৎসর ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। লিখুন। বক্স নং ৫৪৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৬৮)

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (কুমিল্লার) বি এ, বি-টি (২৯/৩০) সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মাঝারি উচ্চ কলিকাতায় হাঃ সেঃ শিক্ষিকা। সদ্বংশের অনূন গ্র্যাজুয়েট পদস্থ সুপ্রতিষ্ঠিত ৩৬/৩৭ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪২৯ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৪২৭)

কর্মকার/অসবর্ণ পাত্র চাই। পাত্রী (২৪) বি এ, কেঃ সঃ ইউ ডি সি সুশ্রী গায়িকা, মধ্যমবর্ণা, কর্মরত গ্র্যাজুয়েট পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৯৪ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ১৫৫৪)

সুশ্রী ৫'-২" (১·৫৭ মিঃ) বি এ পাঠরতা ১৯ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ রাঢ়ী শ্রেণী সাবর্ণ পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৫৫)

এম এস-সি ফিজিক্স ফাইনাল পরীক্ষার্থিনী মুখার্জী (২২) গৌরবর্ণা সুন্দরী (৫'—৪") ১·৬৩ মিঃ পাত্রীর জন্য ফিজিকস/ইলেকট্রনিকস বিষয়ে স্বদেশে/বিদেশে গবেষণারত/চাকুরীরত ৩০ অনূর্ধ্ব বৈজ্ঞানিক পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৫৭)

সুন্দরী তন্বী (৫'-১") ১·৫৫ মিঃ বি এ বি টি সংগীতজ্ঞা উচ্চপদস্থ অফিসারের কন্যার (২৩) জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি-এ, উচ্চশিক্ষিত অফিসার, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ অভরদ্বাজ পাত্র প্রয়োজন। বক্স ৫৪১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪১৭০)

পূঃ বঃ কায়স্থ ঘোষ গ্র্যাজুয়েট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী গৃহকর্মেনিপুণা পাত্রীর (২৫) পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৬০)

নাথ ২১ সুশীলা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা গ্র্যাজুয়েট পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল স্বাস্থ্যবান বয়স ৩০ অনূর্ধ্ব পাত্র চাই। লিখুন বক্স নং ৫৩৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৫৮)

সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পূঃ বঙ্গীয় বসু (২৬) বি-এ, (উচ্চতা ৫'-২" ১·৫৭ মিঃ, বক্স নং ৫৪১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪১৭২)

ঢাকার প্রকৃত সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, মধ্যম শিক্ষিতা (নবম শ্রেণী) বৈদ্য পাত্রীর জন্য উপযুক্ত বৈদ্য পাত্র (৩৩-৩৭) চাই। বক্স নং ৫৪১৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪১৭১)

পাত্রী এম এ (অঙ্ক) পাঠরতা ফর্সা সুন্দরী গৃহকর্মনিপুণা (বঃ ২৪ উঃ ৫' (১·৫২ মিঃ) পূঃ বঙ্গ কায়স্থ সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবার। উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪১৫ আনন্দবাজার কলি-১। (বিও ৪১৬৯)

পাত্র চাই। বিক্রমপুরের রাঢ়ী শাণ্ডিল্য বি এ, গৌরবর্ণা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত ৩২/৩৩ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪১৪ আনন্দবাজার, কল-১। (বিও ৪১৬৮)

পাত্রী সুন্দরী মধ্যম শিক্ষিতা পঃ বঃ অবাংসব ব্রাহ্মণ সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪২৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৩৪)

বৈশ্যসাহা পাত্র চাই

সুন্দরী ফর্সা গৌরবর্ণা স্লিম (১·৬৯ মিঃ) পার্ট টু পরীক্ষার্থিনী একমাত্র কন্যার জন্য, প্রফেসর, বি ই, চাঃ এাঃ বা ক্লাস ওয়ান অফিসার পাত্র। বক্স নং ৫৪৫১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৬০)

রজক পাত্র চাই

পদস্থ অফিসারের সুন্দরী (২০) স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থিনী কন্যার জন্য গ্র্যাজুয়েট চাকুরিওয়ালা পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৬৬)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী ভরদ্বাজ গৌরবর্ণা গৃহকর্মনিপুণা (২৬) বি এ পাত্রীর উপযুক্ত। বক্স নং ৫৪৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৫৬)

স্বাস্থ্যবতী ফর্সা বি এ পড়ে (২১) পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত বৈদ্য শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪১৭৫)

পূঃ বঃ রাঃ ব্রাহ্মণ সম্ভ্রান্ত সুশ্রী বি এ পারট ওয়ান পরীক্ষার্থী রঃ চাকুরের অভরদ্বাজ অন্তত গ্র্যাজুয়েট ৩৫/৩৬ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৭৪)

চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারের (ধন্বন্তরি) ফর্সা সুন্দরী গৃহকর্মেনিপুণা বি এ পাঠরতা পাত্রীর (২১-২২) জন্য উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৭২)

সুন্দরী (৩৪), স্বাস্থ্যবতী বি এ, স্থায়ী কেঃ সঃ কর্মচারীর (৩৫০) জন্যে উপযুক্ত বৈদ্য পাত্র (৩৮/৪০) চাই। বক্স নং ৫৪০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৭১)

উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারের কন্যা (২২) অনার্স এম এস সি-তে ফার্স্ট ক্লাশ সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণা সংগীতজ্ঞা অকাশ্যপ বৎসজ যোগ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪০৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৫৭০)

ঢাকার বসু সুশ্রী মধ্যমবর্ণা বি এ পরীক্ষার্থিনী পাত্রীর (২৩, ১·৫ মিঃ) শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। ভবেশ বসু, চাঁপদানী নূতনপাড়া বৈদ্যবাটী হুগলী। (সি ১৫৬৮)

বি-এ সুশ্রী সংগীতজ্ঞা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাত্রীর ২১ অকাশ্যপ ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, গেজেটেড পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৩২)

পাত্রীদ্বয় পঃ বঃ মিত্র সুন্দর মুখশ্রী সেলাই ও গৃহকর্মে পটু। (১) এস এফ অনুত্তীর্ণা, (২) বি-এ পাশ। উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৬৯, আনন্দবাজার, কলিকাতা—১। (সি ১৫৩৪)

পাত্র চাই

বৈদ্য বি এস-সি গভর্নমেণ্ট চাকুরীরতা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, লাবণ্যময়ী মুখশ্রী স্নিগ্ধস্বভাবা, সুগঠনা স্লিম ২৪ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫০৪৬ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৫২৮)

পাত্রী (২০) উজ্জ্বল শ্যাম সুগায়িকা বি এস-সি ১·৫৮ মিঃ উঃ রাঢ়ী কায়স্থ সুপাত্র চাই। বক্স নং ৫৩০৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১০৯০)

পাত্রী পঃ বঃ দঃ রাঃ মিত্র এম এস-সি (২৩ বঃ ৫ ফুঃ) ১·৫২ মিঃ পদস্থ গেজেটেড অফিসারের কন্যা। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫২১৯ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১০৮৭)

পাত্রী (১৭) পূঃ বঃ কায়স্থ স্কুঃ ফাঃ পরীক্ষার্থিনী গৃহকর্মে সুনিপুণা স্বাস্থ্যবতী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। শিক্ষিত সরকারী কর্মচারী পাত্র চাই। বৈশাখেই বিবাহ। বক্স নং ৫২৯৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১০৮৩)

ঢাকার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ গ্র্যাজুয়েট ফর্সা স্বাস্থ্যবতী (৩০) ১·৫২ মিঃ (৫ ফুট) কেঃ সঃ স্থায়ী ইউঃ ডিঃ সংগীতজ্ঞা উপযুক্ত সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৭৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৫৪৭)

উপার্জনশীল বয়স্ক পাত্র চাই—পাত্রী বসু ২৮ মধ্যমবর্ণা পূঃ বঃ। বক্স নং ৫৩৭৭ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৫৪৬)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস পার্ট টু (ইং অনার্স) পাঠরতা (১৯) রবীন্দ্র সংগীতজ্ঞা সুন্দরী (৫ ফুঃ ৩ ইঃ) ১·৬০ মিঃ জন্য দীর্ঘাঙ্গ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৭৬ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ১৫৪৫)

বৈদ্য উচ্চশিক্ষিত (ডক্টরেট পর্যায়ের) ৩৫/৩৬ লম্বা সুন্দর চেহারার পাত্র চাই। পাত্রী বি-এসসি, চাকুরিয়া ২৮/২৯ সুন্দরী। মিসেস দাশগুপ্তা C/o. Gear Trading (Bombay Agency), 105, Apollo Street, Bombay-1. (৫২১০)

পাত্রী মধ্যপ্রদেশ রায়পুর নিবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস সুশ্রী স্লিম (২৫) ১·৬০ মিঃ গৌরবর্ণা এম এ শিক্ষয়িত্রী গৃহকর্মনিপুণা। উপযুক্ত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩১০ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১০৯২)

পঃ বঃ পরমাসুন্দরী দুধে-আলতা রং, এম এস-সি পাঠরতা (২৪) ব্যানার্জি (৫'-২") ১·৫৭ মিঃ পাত্রীর জন্য সুদর্শন স্বাস্থ্যবান ইঞ্জিঃ, আই এ এস, সি-এ, বা উচ্চপদস্থ অফিসার কলিকাতা বা উপকণ্ঠে নিজস্ব বাটীযুক্ত পঃ বঃ অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্র (৩০।৩২) চাই। পাত্রের পূর্ণ বিবরণ সহ লিখুন। বক্স নং ৫২৪৩ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১২৫৭)

পঃ বঃ রাঢ়ী ফর্সা সুন্দরী (২৪) ৫'—১½ ইঃ (১·৫৬ মিঃ) গান গাইতে জানা এম এ পড়িতেছে পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত অভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। প্রবাসী দিল্লীর নিকটবর্তী হইলেও আপত্তি নাই। বক্স নং ৫৩১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১০৯৯)

মিত্র কায়স্থ ৩০ বৎসর রং ময়লা প্রকৃত সুশ্রী হি এ অনার্স বি টি শিক্ষিকার উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১০৯৫)

সুতধর/অসবর্ণ দাবীহীন ৩৫-৫০ পাত্র চাই। ১ম পাত্রী প্রকৃত ফর্সা তন্বী বি-এ, ২য় সুশ্রী মধ্যমা। বিপত্নীকেও চলিবে। বক্স নং ৫৪৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৪৫)

কুম্ভকার পাত্র ৩০ উর্ধ্বে চাই। পাত্রী সুশ্রী গৌরবর্ণা শিক্ষিতা গৃহকর্মনিপুণা। বক্স নং ৫৪৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৪৮)

কায়স্থ (ঘোষ) এম এ, উচ্চতা ৫ ফুঃ (১·৫২ মিঃ) ফর্সা, সংগীতজ্ঞা উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৫৭)

পাত্রী পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থ গ্র্যাজুয়েট ফর্সা সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা দীর্ঘাঙ্গী গৃহকর্মেনিপুণা সুপ্রতিষ্ঠিত অকাশ্যপ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৫১)

পাত্রী ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য সুশ্রী শ্যামবর্ণা গৃহকর্মনিপুণা নম্রস্বভাবা (১) ২৪ নার্স ৩৬০, (২) ২৪ নার্স ২৭৫, (৩) ২০ পি ইউ। ১২ জন্য ডি ভি সি বা দুর্গাপুরে কর্মরত অগ্রগণ্য। বক্স নং ৫৪৪৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৫৫)

কুমিল্লার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কাশ্যপ বি এস-সি কে জি স্কুল শিক্ষিকা সংগীতজ্ঞা উঃ শ্যামবর্ণা ১·৫২ মিঃ (২৩) একমাত্র কন্যার শিক্ষিত উপার্জনী উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৫৪)

পাত্রী (৩২) পঃ বঙ্গ সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সূচীশিল্পে গৃহকর্মনিপুণা, উপার্জনশীল কর্মকার/অসবর্ণ পাত্র (৩৭) চাই। বক্স নং ৫৪৪৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৫৩)

পাবনার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস গোত্র আই এ ট্রেনিং সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী মধ্যমবর্ণা শিক্ষয়িত্রী (৩০) উপযুক্ত ৩৫/৩৮ পাত্র চাই। তদীয় ভগ্নী (২০) কেঃ সরকারী চাকরীরতা এম এ পরীক্ষার্থিনী (৫'-৫") ১·৬৫ মিঃ সুশ্রী স্লিম পাত্রীর উপযুক্ত অফিসার/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/ডাক্তার/অধ্যাপক/পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৫২)

পঃ বঙ্গ মাহিষ্য (২৪) শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য বয়স্ক, অনূর্ধ্ব (৩৫) শিক্ষিত পাত্র চাই। রং ফর্সা উচ্চতা মাঝারি ও সকল কাজে পারদর্শী, বক্স নং ৫৪৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৬৩)

বিদেশ প্রত্যাগত অফিসারের ভগ্নী গ্র্যাজুয়েট সুশ্রী শিক্ষিকা ২৬ বঃ ব্রাহ্মণ সুপাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৬২)

শিক্ষিত উপার্জনশীল তিলি পাত্র চাই। পাত্রীর বয়স ৩১ বৎসর। এস এফ পাশ। পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের চাকুরীয়া। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। স্বাস্থ্য মোটামুটি। গৃহকর্ম নিপুণা। বক্স নং ৫৪৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৬৯)

পাত্র চাই

"পাত্রী রাঢ়ী শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ। বি-এ (অনার্স) ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। সম্ভ্রান্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রভাকর; সুকণ্ঠী ভজন ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে। বয়স ২০। সুন্দর মুখশ্রী, তন্বী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। নিজ বাড়ী—অতীন্দ্র কাজ; উপর চেলিডাঙ্গা, পোঃ আসানসোল। এ এন ব্যানার্জি।" (সি/এম ৫৩৫৮)

"সাহিত্যে ও গানে বি এ পাশ শ্যামবর্ণা, রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। পূর্ববঙ্গীয় বাঞ্ছনীয়। যোগাযোগ করুন। N. Chanda, Shiv Nandan Palace, MONGHYR, Bihar." (সি /এম ৫৩৬৭)

শিক্ষিত পরিবারের শ্যামবর্ণা, সুন্দর মুখশ্রী গ্রাজুয়েট কন্যা (২২)-র জন্য সু-উপায়ী উপযুক্ত অভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩২০ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৫০৩)

পাত্রীদ্বয় সুশ্রী, ফর্সা রং, বি-এনাস ও পি-ইউ (মৌদ্গল্য), ভ্রাতারা সুপ্রতিষ্ঠিত। পঃ বঃ কুলীন সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র ৩০/৩২ মধ্যে চাই। লিখুন। বক্স নং ৫২৩৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৫২)

পঃ বঙ্গ মুখার্জী সুন্দরী, পি-ইউ পরীক্ষার্থী ১৯ (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ পাত্রীর জন্য দাবিহীন সুউপায়ী শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫২৪১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৫৪)

পাত্রী (২৪) গাঙ্গুলী, ফর্সা বি-এ পাঠরতা, খুব পরিশ্রমী, ডান চোখটার সামান্য খুঁত। মোটামুটি উপার্জনক্ষম ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। সামান্য শারীরিক ত্রুটিতেও চলিবে। বক্স নং ৫২৩৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৫০)

পাত্রী পঃ বঃ উঃ রায় ২৮, অনার্স বি-এড শিক্ষিকা (২০০), বাৎস্য সুশ্রী গৃহকর্ম-নিপুণা। উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৫২৩৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৪৭)

বারুজীবি পাত্র চাই

পাত্রী সুশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, সুগায়িকা, গৃহ-কর্ম্মনিপুণা/ ম্যাট্রিক মান উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী, বয়স ২৫। বক্স নং ৫১৭৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪২৯)

বি এ পাশ সুশ্রী মধ্যমবর্ণা বয়স ২০ একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫১৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২১৮)

পাত্রী (২৪) যশোহরের বসু, মধ্যম শিক্ষিতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, সাংসারিক কাজে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫০৫)

সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, ফর্সা, সুশ্রী, স্কুঃ-ফাঃ অনুঃ পাত্রীর (২২) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৮১৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৮০৯)

কুম্ভকার পাত্রী—বাইশ বি-এ অনার্স (৫'—৫") ১·৬৫ মিঃ সুশ্রী শিল্প গান সেলাই অভিজ্ঞা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৭৮৮ আনন্দবাজার, কলি-১।

বিরাট ধনী ইঞ্জিঃ বসুর কন্যা (২৯) গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা স্বাস্থ্যবতীর অফিসার, ডাঃ ইঞ্জিঃ সি-এ, পাত্র চাই। বক্স নং ৫৭৯১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৯৫)

কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী ব্যানার্জির (২৯) ফর্সা, সুশ্রী, বি-এ, পাঠরতা কন্যার উচ্চস্তরের পাত্র চাই। বক্স নং ৫৭৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৯৬)

এম বি বি এস ও বি এ (সঙ্গীত ও নৃত্য পারদর্শিনী) পাত্রীদ্বয়ের (২৩ এবং ২০) জন্য অধ্যাপক, ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার, সি এ এবং উচ্চ সরকারী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়/অসবর্ণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৭২৭ আনন্দবাজার, কলি-১ (সি ১৭৬৬)

পাত্রী পূঃ বঙ্গ কায়স্থ, কাশ্যপ, বি-এ, শিক্ষিকা (৩০/৩১), পরমা সুন্দরী, খুব ফর্সা (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ, সঙ্গীতজ্ঞা। ৩৫-র ঊর্দ্ধে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, সি-এ বা সু-প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৭৮৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৯৩)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পাত্রী সুশ্রী ব্রাহ্মণ ১·৬ মিঃ/২৮ ট্রেন্ড সরকারী স্কুলের শিক্ষিকা অসবর্ণেও চলিবে। বক্স নং ৫৭৫১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বিও ৪৫৪৩)

গন্ধবণিক/উচ্চ অসবর্ণ পাত্র চাই

মধ্যম শিক্ষিতা শ্যামবর্ণা গৃহকর্মনিপুণা কাটিং ও এমব্রয়ডারীতে প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা সেলাই শিক্ষিকার (২৮/২৯) জন্য সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৫৭৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৫৫৩)

পাত্রী পদস্থ অফিসারের একমাত্র কন্যা সম্ভ্রান্ত পূঃ বঃ বসু বি এ ২২ অতীব সুশ্রী লম্বা মধ্যম বর্ণা সূচীশিল্পে-নিপুণা সঙ্গীতজ্ঞা। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৭০৯ আনন্দবাজার, বাজার, কলি-১। (বিও ৪৩৬৩)

পাত্র চাই—সুশ্রী ও গুণান্বিতা পাত্রীর জন্য সুশিক্ষিত প্রতিষ্ঠাবান মোদক/মধুমোদক পাত্র (২৯/৩০) চাই। এবং পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদী পরিবারের সুশ্রী এম এস-সি পাঠরতা ব্রাহ্মণ (শাণ্ডিল্য) পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৭৩৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৮২)

পঃ বঙ্গীয় কায়স্থ দঃ রাঢ়ী সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকের সুশ্রী ফর্সা তন্বী মার্জিতরুচি বুদ্ধিমতী (শিক্ষা দশম উচ্চতা ৫' ১·৫২ মিঃ বয়স ২৩) কন্যার জন্য ভদ্র পরিবারের মার্জিত-রুচি সুউপায়ী উদার পাত্র চাই। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক এম বি বা অনুরূপ পাত্রও বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৫৭৩৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৭৫)

পাত্র চাই

তিলী পাত্র চাই

ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী ফর্সা বি এস-সি (২১) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫২০৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২২৭)

সদ্গোপ/যাদব পাত্র চাই

২২/২৩ বি-এ পাশ সুন্দরী ৫'—৩" (১·৬০ মিঃ) রং পরিষ্কার পাত্রীর জন্য এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ার এ্যাঃ সারজেন বা সমতুল সদ্গোপ চাকুরিয়া পাত্র চাই। যাদবেও আপত্তি নাই। বক্স নং ৫৩৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

তিলী পাত্র চাই

বি-এ পাঠরতা গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী অভিজাত বংশীয়া সুন্দরী পাত্রীর (২২) জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি-এ, প্রফেসর, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত পাত্র চাই। উপেন্দ্রলাল কুণ্ডু, ১১ডি, বলাই মিস্ত্রী লেন, পোঃ বোটানিক গার্ডেন। (সি ১২৬৫)

যাদব পাত্র চাই

পাত্রী পূঃ বঃ (৫') ১·৫২ মিঃ এম-এ পাঠরতা সুন্দরী সুশ্রী, ফর্সা দোহারা, গৃহকর্মনিপুণা (২০) শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫২৮৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৭৯)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

পূঃ বঃ মধ্যমবর্ণা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী (১·৫৭ মিঃ) রাঢ়ী শাণ্ডিল্য বি-এ ব্রাহ্মণ পাত্রীর (২৫) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫২৮৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৩৭৫)

পাত্রী পূঃ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ রাঢ়ী (২৩) কাশ্যপ (৫'—২") ১·৫৭ মিঃ সুশ্রী উঃ শ্যামবর্ণা এস-এফ মান স্বাস্থ্যবতী গান-বাজনা গৃহকর্ম সুনিপুণা সুউপায়ী স্বাস্থ্যবান পাত্র চাই। বিস্তারিত লিখুন। বক্স নং ৫২২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৩৫)

পঃ বঃ কলিকাতার মিত্র ২৭ পর্দা (২০) বি এ অনার্স ইংরাজী স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী (৫'—৩") ১·৬০ মিঃ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫২৫)

বৈদ্য পাত্র চাই। পাত্রী (২৯) ৫' ৩" (১·৬০ মিঃ) লেডি ব্রাবোর্ন ফাঃ ডিঃ, মাদার ট্রেনিং পাশ স্কুঃ ফাঃ অনুত্তীর্ণা শিক্ষিকা, সুশ্রী ফর্সা স্বাস্থ্যবতী। পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৩৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫২১)

বনেদি ও কৃষ্টিসম্পন্ন কায়স্থ এম এ শিক্ষয়িত্রী, সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর (২৬) উপযুক্ত ৩২-এর ঊর্দ্ধে পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫২০)

ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত শিক্ষিত, উপার্জনশীল। পাত্রী ব্যানার্জী (ঢাকা), ২১½ বঃ (৫' ১"), ১·৫৫ মিঃ, ফর্সা, সুশ্রী, বি-এ ফাইনাল দেবে। বক্স নং ৫৩২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫০৭)

পূঃ বঃ কুলীন কায়স্থ সুগায়িকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৩৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫১৫)

মাহিষ্য পাত্র চাই—সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, ফর্সা, সুশ্রী, তন্বী, গৃহকর্মে সুনিপুণা, বি-এ পাশ পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, সি-এ বা গেজেটেড অফিসার পাত্র চাই। পাত্রের বয়স ৩২/৩৫ বৎসর বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৫৫১৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬২৬)

পাত্রী (২৩) ১·৫৭ মিঃ (৫'—২") ম্যাট্রিক অনুত্তীর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, উঃ শ্যামবর্ণা, সম্ভ্রান্তবংশীয়া। শিক্ষিত চাকরীজীবী তিলি পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৬২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৭১)

পাত্রী (৩৪) মধ্যম শিক্ষিতা, ফর্সা, গৃহকর্মনিপুণা, কর্মকার / অসবর্ণ উপার্জনশীল পাত্র চাই। দ্বিতীয়পক্ষও চলিবে। বক্স নং ৫৪৩৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৪৩)

পূঃ বঃ বাৎস্য স্কুঃ ফাঃ অনুত্তীর্ণা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতীর (৩১) ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৩০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৩৭)

পশ্চিমবঙ্গীয় কায়স্থ ৪১/৪২ বয়সের অন্তত ম্যাট্রিক পাশ পাত্র চাই। পাত্রী সুশ্রী, উঃ শ্যামবর্ণা, স্কুল ফাইনাল। বক্স নং ৫৪১০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫০০)

পাত্রী বৈদ্য (২২) পঃ বঃ বরিশাল, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সঙ্গীত প্রভাকর বি-এ (২) অনুত্তীর্ণা, সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৮৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৯৭)

সূত্রধর/অসবর্ণ

পাত্রী সম্ভ্রান্ত স্বাস্থ্যবতী নার্স, সরকারী চাকুরিয়া, শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান চাকুরিয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬০৮)

বারুজীবী পাত্র চাই

ঢাকা বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত বংশের স্বাস্থ্যবতী অতি উজ্জ্বল পরমা সুন্দরী (২১ বৎসর, ৫ ফুঃ ১ ইঃ) ১·৫৫ মিঃ স্কুল ফাইন্যাল পড়া পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ভাল উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৭৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৮৫)

পূঃ বঃ রাঃ ব্রাহ্মণ কাশ্যপ সুন্দরী ২২ দীর্ঘাঙ্গী স্কুঃ ফাঃ অনুত্তীর্ণা পাত্রীর জন্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬০৬)

পূর্ববঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারের শান্তিনিকেতনের ৬ষ্ঠ বার্ষিক ছাত্রী (২৩ বৎসর, ৫'-২") ১·৫৭ মিঃ ভরদ্বাজ গোত্র পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৪৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬০২)

পাত্রী (২৫) গৌরবর্ণা মুখশ্রী সুন্দর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বাৎস্য, গ্র্যাজুয়েট, গৃহ-কর্মনিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। রাঢ়ীতে আপত্তি নাই। বক্স নং ৫৪৯৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬০৩)

মোদক পাত্রী (২৩) বি-এ সুন্দরী বৈশাখেই বিবাহেচ্ছু, সদুপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬২৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭০২)

চিত্র চর্চনিকা ॥ ১৪

কলকাতা '৭১ ॥ শিল্পী মুকুন্দলাল ভাদুড়ি

পাত্র চাই

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ সিংহ ফর্সা সুশ্রী গ্র্যাজুয়েট পাত্রীর (২৩) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫১৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২১৭)

বৈশ্য সাহা পূঃ বঃ, প্ল্যাণ্টের কয়সংক্রমণ-মুক্ত, নীরোগ, ফর্সা, সুন্দরী, স্বাস্থ্য-বতী (২৭), এম-এ পাঠরতা, গৃহকর্ম-নিপুণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৫২৭৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৭১)

কর্মকার পাত্র চাই—পাত্রী (১৭) স্কুল ফাইনাল ছাত্রী, শ্যামবর্ণা সুস্বাস্থ্য। বক্স নং ৫২৭৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৭৩)

পরমাসুন্দরী অতীব ফর্সা, বি-এ পার্ট-টু পরীক্ষার্থিনী ১·৫৮, স্লিম (১৯), কলিকাতাবাসী মুখোপাধ্যায় ডাক্তারের কন্যার সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫২৮২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৭৭)

সুন্দরী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (২৪/২৫) গ্র্যাজুয়েট, সর্বকর্মনিপুণা সম্বংশীয়া দঃ রাঢ়ী কায়স্থ পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। বক্স নং ৫২৬১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৬৭)

গাঙ্গুলী, এম-এ শিক্ষিকা, সুন্দরী ২৬½ সঙ্গীতজ্ঞা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। বক্স নং ৫২৬৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৬৯)

পাত্রী (২৮), বি-এ পাশ, টিচার্স ট্রেনিং-রতা সুশ্রী মধ্যমবর্ণা গৃহকর্মে নিপুণা। শিক্ষিত উপার্জনশীল ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫২৩৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৪৩)

যাদব পাত্র চাই—পাত্রী সুশ্রী শ্যামবর্ণা, ১·৫৫ মিঃ (৫ ফুট ১ ইঞ্চি), বি-এসসি ডিসটিংসন। উপযুক্ত শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৫১৯৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২২০)

মধ্যবিত্ত পরিবারের পিতার একমাত্র কন্যা সুশ্রী ফর্সা বি-এ পাশ, পঃ বঃ মুখার্জী রাঢ়ীশ্রেণী, ভরদ্বাজ গোত্র পাত্রীর জন্য উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৫২২৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৩৭)

পাত্রী পঃ বঃ মুখোপাধ্যায় (২২), বি-এসসি (অনার্স), সুশ্রী ফর্সা স্লিম দীর্ঘাঙ্গী (১·৬০ মিঃ), ভ্রাতা নাই, কলিকাতায় নিজেদের বাড়ী। পঃ বঃ উচ্চ-পদস্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৫২১৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৩২)

রাঢ়ী, পঃ বঙ্গীয় ব্যানার্জী, বি-এসসি, ফর্সা সুশ্রী ৫'-৪" পাত্রীর (২৩) সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫২০১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২২২)

সম্ভ্রান্ত পঃ বঙ্গীয় বসু (২২), সুশ্রী স্কুল ফাঃ প্লাকড পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পঃ বঙ্গীয় কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৫১৪৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪০৭)

পাত্রী (২৪) সম্ভ্রান্ত দঃ রাঃ কায়স্থ, এম-এসসি পরীক্ষার্থিনী, উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণা, মুখশ্রী ভালো, উপযুক্ত পাত্র চাই। বৈশাখেই বিবাহ। বক্স নং ৫১৪৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪০৬)

এম-এসসি ফার্স্ট ক্লাস, সুশ্রী সুগঠনা, বারেন্দ্র কায়স্থ (মৌদ্গল্য) শিক্ষিকা পাত্রীর (২২) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫১৩২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১১৯৬)

পূঃ বঙ্গীয় (ত্রিপুরার) রাঢ়ী ব্রাহ্মণ কাশ্যপ (২৭), এম-এ ফর্সা গান জানা পাত্রীর (৪'-১১") ১·৫০ মিঃ প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫১৪৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪০৯)

সুশ্রী ফর্সা ৫'-১" (১·৫৫ মিঃ) ২৫, গৌতম, এস-এফ অনুত্তীর্ণা পাত্রীর শিক্ষিত সুউপায়ী সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৫০৮৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১০৪৯)

অধ্যাপিকা (২৫), কলিকাতার সন্নিকটে, ব্রাহ্মণ রাঢ়ী বাৎস্য ঢাকা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুন্দর মুখশ্রী, দোহারা চেহারা ১·৬০ মিঃ। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫০৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৩০৮)

পূঃ বঃ দত্ত কায়স্থ, এম-এ সুন্দরী (২৪), উঃ শ্যামবর্ণা (১·৬২ মিঃ)। উচ্চশিক্ষিত উপার্জনশীল সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৪৭৫৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১০৬৭)

পূর্ববঙ্গীয় বসু (গৌতম) পাত্রীর ১৯ জন্য যে কোন বংশের শিক্ষিত সুউপায়ী পাত্র চাই। পাত্রী ১·৫২ মিঃ (৫') সঙ্গীতজ্ঞা (রেডিও আর্টিস্ট), সুন্দরী ফর্সা এবং অতীব লাবণ্যময়ী, পিতার একমাত্র কন্যা। বক্স নং ৫২৩২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্রী (৩০) সুশ্রী লাবণ্যময়ী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা, বি-এ, বি-টি অনার্স শিক্ষিকা, ব্রাহ্মণ রাঢ়ী ভরদ্বাজ, পঃ বঃ ১·৬০ মিঃ। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫২৫৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৬৪)

উগ্র ক্ষত্রিয় (২৩) প্রঃ সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রীর সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। উচ্চবর্ণে চলিবে, শিববাবু, ১১৫ ই, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিঃ। (সি ১৫৯৭)

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন ঘোষবংশীয় (বঙ্গজ) সুন্দরী গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী এম এ পরীক্ষার্থিনী, সুগায়িকা (সঙ্গীত ভারতী), গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী (২৪) জন্য উচ্চশিক্ষিত স্বাস্থ্যবান প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বঙ্গজ কায়স্থ অগ্রগণ্য। ২৩।এ ইন্দ্রাণী পার্ক, কলিকাতায় যোগাযোগ করুন। (সি ১৭২৫)

শ্যামবর্ণা, মুখশ্রী সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, নম্রস্বভাবা, গৃহকার্যে নিপুণা সূচী শিল্পে পারদর্শিনী বি এ ফাইনাল ইয়ার-এ অধ্যয়নরত বারুজীবী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান এবং উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পূঃ বঃ কুলীন বসু বি-এ পাশ উজ্জ্বল গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মেনিপুণা বয়স ২৩ উচ্চতা ৫'-৩" ১·৬০ মিঃ গানজানা পাত্রীর জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার অথবা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। লিখুন বক্স নং ৫৬৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৩১)

উচ্চ শিক্ষিত কায়স্থ পরিবারের অধ্যাপক কন্যা (২২), কাশ্যপ। বি-এ (১) ছাত্রী, সুশ্রী (৫ ফুঃ ৩ ইঃ) ১·৬০ মিঃ। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৬১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭২৮)

মাহিষ্য পাত্র চাই

পাত্রী (২৬) সুন্দরী ফর্সা অবস্থা-পন্ন বি-এ অনুত্তীর্ণা। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬০০, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ১২৮৬)

সদ্গোপ পাত্র চাই

পাত্রী মৌদগল্য ২১ গৌরবর্ণা সুশ্রী এম এ পাঠরতা সুগায়িকা। তাহার জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। পি কে সুর, ৪৪সি এগ্রিকালচার ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ। (সি ১৭১৯)

বি-এ পাঠরতা মধ্যম বর্ণা সুশ্রী স্বাস্থ্য-বতী কন্যার পঃ বঃ অশাণ্ডিল্য পাত্র চাই শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেদেরপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। (বি ও ৩৬৮)

কায়স্থ সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী মধ্যম শিক্ষিতা লেডি ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমাপ্রাপ্তার পূঃ বঃ প্রতিষ্ঠিত পাত্র (৩৬—৪০) চাই। বক্স নং ৫৫৬৮, আনন্দবাজার, কলি-কাতা-১। (সি ১৬৬৩)

কর্মকার পাত্র চাই

পাত্রী (৩২) শিক্ষিকা (২৭৫), ফর্সা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী। বক্স নং ৫৫৮৯, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বি ও ৩৭৭)

বি-এ সুশ্রী দোহারা গঠন মধ্যম গৌর-বর্ণা পাত্রীর (২২) জন্য প্রফেঃ ইঞ্জিঃ সি-এ অফিসার অভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পাত্রীর জমি আছে। এস গোস্বামী স্যানিটারি প্লাম্বিং, ১৪৬, এস পি মুখার্জি রোড, কলিঃ-২৬। (সি ১৬৫৫)

পাত্রী পূর্ববঙ্গীয় সাবর্ণ গোত্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সুদর্শনা স্বাস্থ্যবতী (২৪) ৫'-২" (১·৫৭ মিঃ), বি-এ, গৃহ ও সূচিকর্মে নিপুণা, উচ্চপদস্থ অফি-সারের কন্যার জন্য শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৫০, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ১৬৪৩)

সুবর্ণ বণিক পাত্র চাই

গৌরবর্ণা সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা শহরে শিক্ষিকা অনার্স বি-টি পঃ বঃ পাত্রীর (৩০) জন্য। বক্স নং ৫৫৫১, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৬৪৪)

পাত্রী (২৪) পশ্চিমবঙ্গীয়া ব্যানার্জী বি-এ উঃ শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী গৃহ-কর্মে সুনিপুণার জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৪৭, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ১৬৪০)

পাত্রী (২৪) বি-এ পার্ট ওয়ান সুশ্রী ফর্সা দোহারা রাঢ়ী সাবর্ণ ব্রাহ্মণ যশোর খুলনা ও পঃ বঙ্গীয় পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৪৮, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ১৬৪১)

শিক্ষয়িত্রী (২৬) বি-টি পড়ছে মধ্যম বর্ণা স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৪৪, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ১৬৩৭)

পাত্রী (২৩) সুশ্রী শ্যামবর্ণা শিক্ষিতা গৃহকর্মে নিপুণা বৈশাখে বিবাহ। উপার্জনক্ষম বৈশ্য সাহা পাত্রপক্ষ যোগা-যোগ করুন। বক্স নং ৫৫৪৫, আনন্দ-বাজার, কলিঃ-১। (সি ১৬৩৮)

পূঃ বঃ কুলীন কায়স্থ শিক্ষিত উপযুক্ত চাকুরিয়া পাত্র চাই। পাত্রী পূঃ বঃ গৃহ (২৫) ফর্সা সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষয়িত্রী। বক্স নং ৫৫৩৮, আনন্দ-বাজার, কলিঃ-১। (সি ১৬৩০)

বি এস-সি বি-টি (পাঠরতা) সুশ্রী সুগায়িকা ব্যানার্জী পাত্রীর (২১) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। আবেদন, বক্স নং ৫৫৩৯, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৬৩২)

৩৪ ঊর্দ্ধে সুউপায়ী কুম্ভকার পাত্র চাই। পাত্রী সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিতা। বক্স নং ৫৬১৮ আনন্দবাজার, কলি--১। (সি ১২৯২)

পাত্র চাই

কায়স্থ, সুশ্রী, এম-এ (৩৩) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উচ্চপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫১৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬২৪)

"১৯ বছরের সুশ্রী উত্তম শ্যামবর্ণ কায়স্থ গ্রাজুয়েট মেয়ের জন্য চাকুরে পাত্র চাই।" বক্স নং ৫৮৪৬ আনন্দ-বাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্র চাই—মাহিষ্য বংশীয় বি এ পাশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর (২৬) জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৫৮২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-১৮১৩)

গৌরবর্ণ (৩৩), দোহারা (৫'-৭") ১·৭০ মিঃ, ইঞ্জিনিয়ার (আই এসসি, এল সি ই, এ এম আই ই আই) পাত্রের (৫০০) ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, অভরদ্বাজ পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৭৮৭, আনন্দবাজার, কলি-১।

উচ্চশিক্ষিত পদস্থ পাত্র (৩২ অনূর্দ্ধ) চাই। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বাঞ্ছনীয়। জাতিগত বাধা নাই। পাত্রী (২৬/১·৫২ মিঃ) অবস্থাপন্ন মিত্র প্রঃ সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী সঙ্গীতজ্ঞা বি-এস-সি ছাত্রী শীঘ্র বিবাহেচ্ছুক। বক্স নং ৫৪৮৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৯৯)

ময়মনসিংহের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, বাৎস, বি-এ, গভঃ চাকুরীরতা পাত্রীর (৩০) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭০৩)

সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সুশ্রী, মধ্যমবর্ণা গৃহকর্মনিপুণা গ্র্যাজুয়েট পাত্রীর জন্য ৩২-৩৫ মধ্যে উপার্জনশীল অশাণ্ডিল্য পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬২৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭০১)

পাত্রী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কুমিল্লার কায়স্থ (২০) অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণা সুন্দরী প্রি-ইউ পরীক্ষার্থিনী। সরকারী চাকুরে পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭০৫)

পূঃ বঃ ভরদ্বাজ এম-এ শিক্ষিকা (২৫) মধ্যমবর্ণা বৈদ্য পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৩৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭০৮)

বন্দ্যোপাধ্যায় (২৮) অভিজাত সুপুরুষ শিক্ষিত ব্যবসায় নিযুক্ত গাড়ী বাড়ী সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৬৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭১২)

পঃ বঃ বনেদী সচ্ছল গাঙ্গুলী ২৩—১·৫২ মিঃ প্রকৃত সুন্দরী প্রি-ইউ গৌরবর্ণার সচ্ছল সুউপায়ী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৫৬৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭১১)

সদ্গোপ পাত্র চাই

পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত পরিবারের বি-এ পাশ, ফর্সা, সুশ্রী (২৫) পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বড় অফিসার, সুপ্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র (৩১/৩৫) চাই। বৈশাখেই বিবাহ। লিখুন, বক্স নং ৫৬৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

পাত্রী চাই

সুন্দরী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাত্রী

সম্ভ্রান্ত কাশ্যপ উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত (১০৫০) স্বাস্থ্যবান সুদর্শন পাত্রের (৩৪) স্বাস্থ্যবতী দীর্ঘাঙ্গী বারেন্দ্র পাত্রীই বিবেচ্য। বক্স নং ৫৬৫৫ আনন্দ-বাজার, কলিকাতা—১। (সি ১৭২৭)

সম্ভ্রান্ত বৈদ্য কায়স্থ সুশ্রী (৫'-২") ১·৫২ মিঃ বি-এ/বি-এ শিক্ষিকা (২৫) পাত্রী চাই। পাত্র বি-কম, চুঁচুড়া সরকারী ব্যাঙ্কে (৬০০) স্থায়ী চাকুরী। কুমিল্লা, সিলেট অগ্রগণ্য। বক্স নং ৫৬৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭২১)

পাত্র কুমিল্লার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ দত্ত বয়স ৩৫ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা সুশিক্ষিত মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভ বেতন ৬০০, সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী অন্তত ম্যাট্রিক পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৬৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৩৩)

দিল্লি প্রবাসী বরিশালের কায়স্থ দত্ত (কাশ্যপ) কেঃ সঃ কর্মচারীর বি এস-সি (২৮) কেঃ সঃ টেক পদে স্থায়ী চাকুরীরত (৫২০) পুত্রের জন্য সুশিক্ষিতা, ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী, প্রকৃত সুন্দরী, ২৩ অনূর্দ্ধা পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৫৬৪ আনন্দ-বাজার, কলি-১। (সি ১৬৫৯)

পাত্রী চাই—উদার সংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মণ (৩৩) গ্র্যাজুয়েট কেঃ সঃ চাকুরিয়া (৫০০) সুশ্রী স্বাস্থ্যবান পাত্রের জন্য উপযুক্ত গ্র্যাজুয়েট পাত্রী আবশ্যক। পাত্র রেজিস্ট্রেশন বিবাহে ইচ্ছুক। অসবর্ণেও আপত্তি নাই। বক্স নং ৫৬৪৫ আনন্দ-বাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৭১৬)

বৈদ্য পাত্রী চাই

দীর্ঘাঙ্গী চাকুরিরতা ফর্সা পাত্র (৩৭) আই এ কলিকাতায় রেলে ইউ ডি (৩৭৫) বক্স নং ৫৭২৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৬৫)

গৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়/ মাহিষ্য পাত্রী চাই

পাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ৩২, গভঃ চাকুরে ৭৫০। সুশ্রী, ফর্সা, সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের উপযোগী পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৫৩৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬২৯)

পাত্রী চাই

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ পাত্র ২৮ (৫'-৯") ১·৭৫ মিঃ বিহারে গেজেটেড অধ্যাপক, ৬০০। মাতা পূর্বে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী পরে আর্যমতে হিন্দুকরণ ও বিবাহ। সংস্কারমুক্ত পরিবারের গৌরবর্ণা, সুন্দরী শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না অনধিক ২১/২২ পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৭৭৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৮০)

পূর্ববঙ্গের কায়স্থ, চাকুরিরত ৩৭৫, বয়স ৩৮। চাকুরিয়া পাত্রী চাই। বৈশাখেই রেজেস্টারি বিবাহে আপত্তি নাই। পাত্রীও যোগাযোগ করিতে পারেন। বক্স নং ৫৬০৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪৫৬)

বৈদ্য পাত্রী চাই—পাত্র ৩২ (৫'-১০") সরকারী চাকুরে (৫০০)। সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৫৯১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬৪২)

বিক্রমপুর গুহবংশ, ২৫ বৎসর ৫ মাস (৫'-৯½") ১·৭৬ মিঃ, গ্র্যাজুয়েট, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারী, পিতামাতার একমাত্র সন্তান, বালিগঞ্জে নিজস্ব বাড়ী। পাত্রী গ্র্যাজুয়েট ও অন্তত (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ হওয়া চাই। কোন দাবী নাই। বক্স নং ৫৭২২, আনন্দ-বাজার, কলি-১। (সি ১৭৬০)

পঃ বঃ বাগচী (২৭), সুদর্শন (৫'-১০") ১·৭৭ মিঃ গ্রাজুয়েট, বহরমপুরে নিজস্ব বাড়ী, সরকারী চাকুরে (৪৫০) পাত্রের জন্য যে কোন শ্রেণীর শিক্ষিতা, প্রকৃত সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত বংশের অশাণ্ডিল্য পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৭৫৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৭০৮)

প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা, দীর্ঘাঙ্গী, অভিজাতবংশের পঃ বঙ্গীয়া কায়স্থ পাত্রী চাই। পাত্র ঘোষ (২৮), ৫'-১০½", পূঃ রেলের চার্জম্যান (৫৫০), পঃ বঙ্গে নিজ বাটী ও জমি। বক্স নং ৫৭৪১, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৩৬৬)

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে, ৩৩, স্বাস্থ্যবান, কায়স্থ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সাক্ষাৎ করুন : বি বি ভট্টাচার্য, নেভাল আর্মামেন্ট ইনস্পেক্টরেট, গান শেল ফ্যাক্টরি, কলকাতা-২। (৫২৪৪)

পঃ বঃ মোদক পাত্রী চাই

পাত্র সেন (২৫) স্নাতক, নিজ ব্যবসা, জমি ও বাড়ী আছে। মধ্যম শিক্ষিতা, প্রকৃত সুন্দরী গৃহকর্মেনিপুণা পাত্রী কাম্য। বক্স নং ৫৭১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬০০)

যশোহরের বসু (৩২) শিক্ষক এম কম, বি টি। সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৭৭৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৮৩)

পাত্র ঘোষ, (৩৫) সুপ্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রি-ক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডিপ্লোমা)। পরমা-সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। দাবী নাই। শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ, ১৬ উমাচরণ বসু লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া-২। (সি ১৫৭৬)

"অধুনা মধ্যপ্রদেশ নিবাসী পূর্ববঙ্গীয় বসু (৩২) ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সাংবাদিক অথবা সমাজসেবাপ্রিয়া শিক্ষিতা বাঙ্গালী পাত্রী আবশ্যক। বয়স অনূর্দ্ধ ২৪।" বক্স নং ৫৮৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬৯৩)

পাত্রী চাই

ইঞ্জিনীয়ার ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত (৩১), উঃ ১·৮০ মিঃ (৫'-১১") পাত্রের ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা, ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") মৌদ্গল্য ভিন্ন বৈদ্য পাত্রী চাই। গান জানা বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৫৭১৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৭৮১)

ঢাকা কায়স্থ, আলিম্যান, (১) গ্রাজুঃ, কলিকাতার বাহিরে ব্যাঙ্ক অফিঃ (৪০) মাঃ আঃ ১৬০০, পাত্রের প্রঃ সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, গ্রাজুঃ ও (২) ঐ ভ্রাতা (৩৩) মাঃ আঃ ৬০০, বোম্বে ব্যবসায়ে ম্যানেজারের প্রঃ সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, হাঃ সেঃ/প্রিঃ ইউ পাত্রী চাই। বৈশাখেই বিবাহ। বক্স নং ৫৬১৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪৬৩)

পাত্র পূঃ বঃ (ঘোষ, ৩৪) ডবল এম এ বি টি শিক্ষক। সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী গ্রাজুয়েট স্ব/অসবর্ণ পাত্রী চাই। দাবী নাই। বক্স নং ৫৭৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৭৭)

পঃ বঃ সুবর্ণবণিক ফর্সা পাত্রী চাই। পাত্র ২৬, আয় ৩০০, ভাড়া বাড়ী নিতাই ব্যানার্জি, ১৬ খিলাত ঘোষ লেন কলকাতা—৬। (সি ১২১৩)

পূঃ বঃ কায়স্থ প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী (২০—২২) চাই। পাত্র (৩০) বি এস-সি ব্রিটিশ ফার্মে কর্মরত বেতন ৫০০। সমরেন্দ্র রায় ১১নং রাজ কুমার বসু লেন, কলিকাতা-১৩। (সি ১০৯১)

পঃ বঃ মাহিষ্য মেঃ ইঞ্জিঃ ডিপ্লোমা কেঃ সঃ চাকুরে ১·৬৮ মিঃ বালিগঞ্জে নিজস্ব বাড়ী পাত্রের (২৫) জন্য প্রকৃত সুন্দরী হাঃ সেঃ / স্কুঃ ফাঃ পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৩১৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১০৯৬)

মাহিষ্য পাত্রী চাই—পাত্র (৩১) বি এ (অনার্স) বি টি, গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষক। সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৩১৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১০৯৭)

বৈদ্য, ধন্বন্তরি (৩৪), কেঃ সঃ উচ্চ চাকুরীয়া ৫৫০। ফর্সা সুন্দরী শিক্ষিতা পূঃ বঃ পাত্রী চাই। দাবী নাই। বক্স নং ৫৪৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৫০)

সুপুরুষ, সুদর্শন (৩০) পি ইউ পাশ, স্ববাটী, ৫০০ চাকুরিয়ার স্কুল ফাইনাল পাশ, ফর্সা সুন্দরী কায়স্থ পাত্রী চাই। ফটো সহ লিখুন। দমদম সু স্টোর্স, ৫৯, মনুজেন্দ্র দত্ত রোড, কলিকাতা-২৮। (সি ১৪৬৭)

পূঃ বঃ সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘাকৃতি বি,এ ৩১ রাঢ়ী, কাশ্যপ, ব্রাহ্মণ এল আই সি, পাঁচ শত। সুন্দরী, শিক্ষিতা দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই। কলিকাতার উপকণ্ঠে পিতার নিজ বাড়ী। বক্স নং ৫৪৪০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৪৭)

রূপবান গুণবান উচ্চাভিলাষী ডাক্তার, বর্তমানে আর্মি ক্যাপটেন পাত্রের জন্য সুন্দরী গ্রাজুয়েট গান জানা (২১।২২) ব্রাহ্মণ অভরদ্বাজ পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৪১৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪১৬৭)

সম্ভ্রান্ত পরিবারের ফর্সা সুদর্শন এম বি বি এস, টি টি ডি ডাক্তার পাত্রের (২৯) জন্য ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী গ্রাজুয়েট (২০।২২) অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৪২৫, আনন্দ-বাজার, কলি-১। (সি ১৪৩৩)

পাত্রী চাই

পূঃ বঃ বরিশাল কায়স্থ (৩৫) গ্রাজুয়েট সরকারী ব্যাঙ্কে কর্মরত (৮৫০) পাত্রের জন্য সুন্দরী ও শিক্ষিত পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৪০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৬৫)

পাত্র স্থায়ী সরকারী চাকুরিয়া (৩৩ অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ ম্যাট্রিক সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৪০২ আনন্দবাজার কলিকাতা-১। (সি ১৫৬৩)

লণ্ডনে চাকুরী ও অধ্যয়নরত, পূঃ বঃ কায়স্থ পাত্র (২৫)। মধ্যম শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। মিঃ রায়। পি ১১৫ সি আই টি রোড, কলিঃ-১৪। (সি ১৪৪৪)

পূর্ববঙ্গীয়া গৌরবর্ণা সুশ্রী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ গ্র্যাজুয়েট পাত্রী (২২।২৪) চাই। বরিশাল/ফরিদপুর অগ্রগণ্য। পাত্র গ্র্যাজুয়েট। স্টীল কোম্পানীর স্থায়ী টেকনিক্যাল চাকুরে (৫২৫)। বক্স নং ৫৩৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

মাহিষ্য পাত্রী চাই। পাত্র পঃ বঃ গেজেটেড অফিসারের পুত্র (২৭) কলিকাতায় বাড়ী। বি এস-সি ইঞ্জিনীয়ার ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৩৬৪, আনন্দবাজার কলিকাতা—১। (সি ১৫৩৩)

বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পঃ বঃ সরকারের সাবঃ এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার (২৮) পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৩৬৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৩২)

এম-এ, শিক্ষক, ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র, বাৎস্য পাত্রের শিক্ষিতা, সুশ্রী, চাকুরে পাত্রী চাই। গণেশ মজুমদার, ৭১/এ, কাঁসারি-পাড়া রোড, কলিকাতা-২৫। (সি ১৫৩৫)

কায়স্থ পাত্রী চাই। পাত্র ভাগলপুর (বিহার) নিবাসী দঃ রাঃ ভরদ্বাজ গোত্র (২৮), মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ফার্স্ট ক্লাস, ম্যানেজার (১৫০০) সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। ঐ ভ্রাতা (৩২) জামসেদপুর টেলকোতে সুপারভাইজার (৫৫০) সুপাত্রী চাই। বক্স নং ৫৩৬৭ আনন্দ-বাজার, কলিকাতা—১। (সি ১৫৩৬)

পাত্র সরকারী স্কুল শিক্ষক (অনার্স বি টি), (বঃ ৩০, উঃ ১·৭৪ মিঃ) রাঢ়ী শাণ্ডিল্য নৈকষ্য (মাসিক আয় ৫০০)। দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী, সুগঠনা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৩৭১ আনন্দবাজার, কলিকাতা—১। (সি ১৫৪০)

এফ সি আই করণিক (৩৭৫), বৈদ্য মৌদগল্য পাত্রের (২৯) জন্য ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী, অনূন স্কুঃ ফাঃ পাশ পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৫০১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৬১১)

পাত্র বসু (২৮), কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, কলিকাতায় নিজবাটী লণ্ডনে চাকুরীরত। বিলাতে গমনেচ্ছু সুন্দরী সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হওয়া বাঞ্ছনীয়। বৈশাখেই বিবাহ। বক্স নং ৫৪৬৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৭৩)

তিলি পাত্রী চাই, পাত্র (২৯) ইন্জিনীয়ার কেঃ সঃ চাকুরিরত উপযুক্ত শিক্ষিতা সুন্দরী লাবণ্যময়ী পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৪৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৭৭)

মাহিষ্য শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। পাত্র (২৮) প্রি-ইউ সরকারী চাকুরে (৪৫০) কলিকাতায় নিজের বাড়ী। বক্স নং ৫৪৭৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৪৮৬)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আজ যে সংকট তা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নয়—সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক ও আত্মিক। এই সংকটের কারণগুলি কোন্ গভীরে নিহিত, এবং কিভাবেই বা এর হাত থেকে পরিত্রাণ সম্ভব, সে বিষয়ে সাহিত্য-সংখ্যায় আলোচনা করছেন:

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদাশঙ্কর রায় অম্লান দত্ত অসিত ভট্টাচার্য নির্মলকুমার বসু বিক্রম-কেশরী রায় বর্মণ বিশ্বকর্মা সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুশীল দে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও অনেকে।

এ ছাড়া থাকছে

সম্পাদক ও কবি : পুলিনবিহারী সেন

মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের (১৯০৩-০৪) সম্পাদক-রূপে খ্যাত; শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বে একদা তিনি তার অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বল্পস্থায়ী জীবনে মোহিতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একজন বিশিষ্ট সুহৃদরূপে গণ্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও মোহিত-চন্দ্রের পত্রাবলীর ভিত্তিতে তাঁদের সহযোগ ও সৌহৃদ্যের একটি সুদীর্ঘ বিবরণ নানা চিত্রে শোভিত হয়ে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।

সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৭৮

কবিতার শত্রু ও মিত্র : একটি খোলা চিঠি : বুদ্ধদেব বসু

কাব্য-সরস্বতীর বিরুদ্ধে ২৫০০ বছর আগে প্লেটো এক মামলা রুজু করে গিয়েছেন—যা আজও চলছে। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে সন্ত অগাস্টিন, রুসো, টলস্টয় এবং আরও অনেকে যোগ দিয়েছেন ফরিয়াদী পক্ষে। আসামী পক্ষ সমর্থনেও অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন।

মামলার বিষয় হল : কবিতা কি সমাজের পক্ষে হিতকারী? মানুষের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ? যাঁরা কাব্য ও শিল্পকলার চর্চায় জীবন কাটান, তাঁরা কি নন কোনো মহত্তর কর্তব্য থেকে পলাতক?

কবিতার ভাগ্য, কবিতার শত্রু ও মিত্র, জয় ও পরাজয় প্রসাঙ্গত এই প্রাচীন মামলায় কাব্য-সরস্বতীর পক্ষে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে সওয়াল করেছেন কবি বুদ্ধদেব বসু।

গত এক বৎসরে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য-গ্রন্থের একটি সুনির্বাচিত তালিকাও এই সংখ্যায় অনুমোদন করা হবে।

দুই শতাধিক পৃষ্ঠা ॥ দাম দু' টাকা

বন্দে মাতরম

আনন্দবাজার পত্রিকা

রবিবার, ২৮ চৈত্র, ১৩৭৭

দিনের বাণী

প্রাণ জাগিলেই কাহারো পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয়; তখন সে চলার পথের সমস্ত বাধাগুলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে গম্ভীরভাবে সিঁদুর চন্দন মাখাইতে বসে না, কিম্বা তাহাকে লইয়া বসিয়া বসিয়া সুনিপুণ তত্ত্ব বা সুচারু কবিত্বের সূক্ষ্ম বুনানি বিস্তার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। —রবীন্দ্রনাথ

নূতন এই উদ্বাস্তু-প্রবাহ

পিণ্ডির খাঁ সাহেবেরা দাবি করিতেছেন পূর্ব-বাংলার অবস্থা স্বাভাবিক। সেটা যে ধোঁকা মাত্র, সে বিষয়ে দুনিয়ার কাহারও মনে সংশয় নাই। সম্ভবত ইয়াহিয়া খাঁর দোস্তদের মনেও। বাংলা দেশের আগুনের শিখা কাহারও চোখ এড়াইবার কথা নয়। অবশ্য অন্ধদের কথা স্বতন্ত্র। পশ্চিম-পাকিস্তানের হানাদারদের ধ্বংসলীলার চিহ্ন সর্বত্র। সীমান্তের এপারেও জলজ্যান্ত প্রমাণ; বাংলা দেশে যদি জীবনযাত্রা স্বাভাবিকই থাকিত তবে কেন এই উদ্বাস্তুস্রোত? ঘরবাড়ি ছাড়িয়া এইসব অসহায় মানুষ নিশ্চয়ই হাওয়া খাইবার জন্য এপার বাংলায় পাড়ি জমাইতেছেন না। পশ্চিম-বাংলা সরকার জানাইয়াছেন, ইতিমধ্যেই প্রায় ছয় হাজার মানুষ এই রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। পূর্ব-বাংলা এবং ভারতের দীর্ঘ সীমান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই হিসাবকে চূড়ান্ত বলা যাইতে পারে না। পশ্চিম-বাংলা ছাড়াও বিস্তর শরণার্থী আশ্রয় লইয়াছেন ত্রিপুরা এবং আসামে। ত্রিপুরার ট্রানজিট ক্যাম্প রীতিমতো বোঝাই। অথচ সবে কলির সন্ধ্যা, মুক্তিযুদ্ধ তৃতীয় সপ্তাহে পড়িল মাত্র, এবং পর্যবেক্ষকদের ধারণা এই ঐতিহাসিক লড়াই দীর্ঘ হওয়ারই সম্ভাবনা।

এবারকার উদ্বাস্তু-প্রবাহ অবশ্য একটু অন্য ধরনের। আগন্তুকদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই আছেন। ইয়াহিয়ার লড়াই এবার বাঙালীর বিরুদ্ধে। হিন্দু তাঁহার ফৌজের বিশেষ লক্ষ্য হইলেও মুসলমানকেও বাদ দেওয়া হইতেছে না। সুতরাং হিন্দু-মুসলিম একযোগে যেমন জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছেন তেমনই একসঙ্গে সীমান্ত পার হইতেছেন। তৎসহ কিছু কিছু অবাঙালী আশ্রয়প্রার্থীও জুটিতেছেন। সব মিলাইয়া এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। ইহার পরও কি বলা চলে বাংলাদেশে যাহা হইতেছে তা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার? শুধু এই উদ্বাস্তু উপলক্ষ্যেই ভারত পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক জনমতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবার অধিকারী। এই পরিস্থিতি ক্রমে আরও জটিল রূপ লইতে বাধ্য। কেন না, লড়াইয়ের জের হিসাবে বাংলাদেশে ক্রমে অন্য সমস্যাও দেখা দিবে। কিছু মানুষ যেমন পশ্চিমী ফৌজের হাত হইতে প্রাণ-মান বাঁচাইবার জন্য এ দেশে আসিতেছেন, তেমনই অনেকে আসিবেন ক্ষুধার তাড়নায়। "অক্সফাম" প্রভৃতি বিদেশী ত্রাণসংস্থা বলিতেছেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অন্তত পনেরো লক্ষ মানুষ অনাহারের কবলে। সুতরাং, সীমান্তের এপারে ভিড় আরও বাড়িল বলিয়া।

ভারত বাংলাদেশের মানুষের এই মুক্তিযুদ্ধে নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছে। সেই নৈতিকতাই মানবিকতার দাবি মানিয়া লইয়া সীমান্তের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে। সেটা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু সে দায়িত্ব শুধু রাজ্য সরকারগুলির ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে চলিবে কেন? পশ্চিম-বাংলা সরকার সীমান্তে তিনটি আশ্রয়কেন্দ্র খুলিয়াছেন। ত্রিপুরা এবং আসামও আগাইয়া আসিয়াছে। সকলেরই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। পশ্চিম-বাংলার তরফ হইতে কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত চাল ইত্যাদি দাবি করা হইয়াছে। আশা করা যায়, এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সাড়া মিলিবে। বিশেষত, এবারকার উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে পুনর্বাসনের ভাবনা কম; অনেকেরই মনোগত বাসনা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ, সাময়িক ব্যবস্থাদির বেশী কিছু এই মুহূর্তে প্রয়োজন নাই। কথা এই, সেটুকুই-বা একা ভারত করিবে কেন? আমাদের মনে হয়, এ ব্যাপারে সহানুভূতিশীল দেশগুলিকেও আহ্বান করা প্রয়োজন। ইহা কোনও রাজনৈতিক প্রস্তাব নয়, স্রেফ মানবিকতার ডাকে সাড়া দেওয়ার আহ্বান। ইহার জন্য নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া খাঁর অনুমতি প্রয়োজন হইবে না। আন্তর্জাতিক রেডক্রস ঢাকায় যাইতে পারেন নাই বলিয়াই হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া থাকা কেন,—তাঁহারা নিশ্চয় বেনাপোল, গেদে এসব জায়গায় আর্তের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন।

'রেল কম্ ঝমাঝম্'

কে জানে সে কোন্ যদু মাস্টার, যাহার নাম আজিও একটি ছড়ার মধ্যে থাকিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের লুকোচুরি খেলিবার একটি পদ্ধতিকে সাহায্য করিয়া থাকে। ছড়াটির ভাব ও ভাষার রূপ দেখিয়া মনে হইতে পারে, ইহা বস্তুত রেলের ছড়া। ট্রেন আসিয়া পড়িয়াছে, ট্রেনের যাত্রী হইবার জন্য বিপুল এক ব্যস্ততার সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে। ছড়াটি যেন সেই ব্যস্ততাকে লক্ষ্য করিয়া কৌতুক করিয়াছে। 'আই কম্ বাই কম্ তাড়াতাড়ি, যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ি'—ছড়ার কথাগুলিতে যদু মাস্টারের অত্যন্ত ব্যস্ত অবস্থার টুকরা টুকরা ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে। তাহার পরের ঘটনা হইল:

"রেল কম্ ঝমাঝম্
পা পিছলে আলুর দম।"

আগন্তুক ট্রেনের হর্ষ ঝমাঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। এবং অনুমান করিলে ভুল হইবে না, বেচারা যদু মাস্টারেরই পা পিছলাইয়াছে এবং পড়িয়া গিয়া তিনি আলুর-দম অবস্থা লাভ করিয়াছেন।

নৌকা বাহিবার গান আছে, গরুর গাড়ি চলিবার গান আছে, এবং পাল্কিরও চলিবার ছড়া আছে। বুঝিতে পারা যায়, এইসব যান-বাহন মানুষের প্রয়োজনের সহিত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া যুক্ত থাকিয়া সাহচর্যের একটি অন্তরঙ্গ ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। মানুষের অনুভূতির সহিত তাহারা সহজ সম্বন্ধ লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা মানুষের মনোরম হইয়াছে। সুতরাং, তাহাদের সম্পর্কে মানুষের অনুভূতির প্রসন্নতা যে গানে ও ছড়ায় উৎসারিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে 'রেল সপ্তাহ' পালন করিতেছেন। সপ্তাহের শেষ দিনের অনুষ্ঠানে ছাপ্পান্নজন রেলকর্মীকে পুরস্কৃত করা হইবে। কোন সন্দেহ নাই, রেলওয়ে আজিকার জনজীবনের অজস্র ও বিপুল প্রয়োজনের সহিত একটি আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লাভ করিয়াছে। রেল-সপ্তাহের উদ্‌যাপন রেল-পথের গুরুত্বেরও একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।

ভারতে রেলওয়ের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পার হইয়া গিয়াছে বটে, তবু মনে করিতে হয়, ট্রেন যেন রূপকথার প্রাণের জগতে চলিবার সেই সংকেত আজিও পায় নাই, যাহা পাল্কি গো-গাড়ি ও নৌকা অনেককাল আগেই পাইয়া গিয়াছে। ট্রেনকে বোধ হয় নিতান্ত প্রয়োজনের চোখে দেখা হইয়াছে। সন্দেহ হয়, ট্রেন আজিও লোকের মনোরম সত্য হইয়া ভাবের আবেশ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কি না!

শোনা যায়, দক্ষিণ ভারতে রেল-পথ স্থাপিত হইলে প্রথম ট্রেন চলিবার দৃশ্য দেখিতে গিয়াছিল যে-সকল উচ্চ বর্ণের হিন্দু, তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করিবার প্রশ্ন মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। জঙ্গলের হাতীরাও ট্রেনকে ভাল চোখে দেখে নাই। তাহারা নূতন রেল-পথের উপর ভিড় করিয়া ট্রেনের গতিরোধ করিত। সন্দেহ সংশয় ও ভাল চোখে না দেখিবার সেই আদিম অধ্যায় কবেই শেষ হইয়া গিয়াছে। এবং প্রমাণ পাওয়া যায়, ট্রেন তাহার ব্যবহারিক গুরুত্বের মূর্তি লইয়াই মানুষের আন্তরিক আবেগের কাছে আসিয়া পড়িতেছে। আসাম লিঙ্ক লাইনে চলিবার জন্য শিয়ালদহ হইতে প্রথম যে-ট্রেন ছাড়িয়াছিল, জনতা তাহাকে ফুলের মালা দিয়া সাজাইয়াছিল। নারীর কণ্ঠের উলুরব ও শঙ্খধ্বনির সহিত মিশিয়া সে-ট্রেনের ইঞ্জিনের বাঁশি বাজিয়াছিল! দূরায়াত ট্রেনের ইঞ্জিনের বাষ্প-বাঁশিকে একটি মায়িক সত্য বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সুপ্তি ও তন্দ্রাকে সচকিত করিয়া যেন কালেরই আবেদনের শিহরিত ধ্বনি ছুটিয়া যায়—আমি আছি, আমি জাগিয়া আছি, আমি ঘুমাই না।

যৎকিঞ্চিৎ

গত একপক্ষকাল যাবৎ ডায়মণ্ডহারবার হইতে দক্ষিণাঞ্চলে যাতায়াতের বাসগুলি বন্ধ আছে। ঐ সব এলাকায় যাত্রীপরিবহণের অন্য কোন বিকল্প নাই। নামখানা হইতে নৌকায় করিয়া সুন্দরবন এলাকার যাত্রীদের যাওয়ারও কোন উপায় নাই। কারণ ডায়মণ্ডহারবার হইতে কাকদ্বীপ, নামখানা, কুলপী, রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি এলাকায় কোন বাসই যাইতেছে না। গ্রামাঞ্চলে বাসগুলি যাত্রী-পরিবহণ ছাড়া মাল-পরিবহণের কাজও করিয়া থাকে। এজন্য ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক অসুবিধাও ভোগ করিতে হইতেছে। বাস বন্ধ থাকায় ডাক-চলাচলও বন্ধ। দুঃখের বিষয়, বাস বন্ধ থাকায় ডাক চলাচলের কোন বিকল্প ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে ডাক-বিভাগ এখনও উদ্যোগী হন নাই। ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমা-শাসক ধর্মঘট-নিষ্পত্তির চেষ্টা করিয়া এখনও সফল হন নাই। আশা করি, জনসাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া বাস-কর্মী ও মালিকেরা অবিলম্বে বাস-চলাচলের ব্যাপারে উদ্যোগী হইবেন এবং ডাক-বিভাগ বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হইবেন।

বাংলাদেশে গণহত্যা: বিশ্ব-বিবেক নিদ্রামগ্ন

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা গৃহীত হল। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীমতী রুজভেল্ট মানবাধিকারের সনদকে সমগ্র মানব জাতির "ম্যাগনা কারটা" বলে অভিহিত করলেন। ঐদিন সাধারণ পরিষদের সভায় পাকিস্তানের প্রতিনিধি সব চেয়ে বেশি সোচ্চার হয়ে উঠলেন। মানবাধিকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বললেন, সাধারণ পরিষদ ইতিপূর্বে গণহত্যা নিবারণ ও অপরাধীর শাস্তিদান সম্পর্কে যে কনভেনশন গ্রহণ করেছেন, মানবাধিকার ঘোষণার সনদকে কেবলমাত্র তারই সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গণহত্যা নিবারণ সংক্রান্ত কনভেনশন এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা—দুই-ই যুগান্তকারী ঘটনা। গণহত্যা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের ধিক্কার জানিয়ে তিনি বললেন, গণহত্যা মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম অপরাধ। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গণহত্যার প্রতি ঘৃণা ও সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে পাকিস্তানের প্রতিনিধি সেদিন সাধারণ পরিষদের সদস্যদের হাততালি কুড়িয়েছিলেন।

১৯৪৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গণহত্যা নিবারণ ও নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে এক চুক্তির (কনভেনসন) খসড়া পেশ করা হয়। ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে গণহত্যা নিবারণ ও নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত চুক্তি গৃহীত হয়। এবং ১৯৫১ সালের ১২ জানুয়ারি তা বলবৎ হয়।

ঐ চুক্তিতে গণহত্যার সংজ্ঞায় দেখা যায়, কোন এক জাতি, রক্ত ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ মানব গোষ্ঠী বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে পুরোপুরি বা আংশিক নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মতলব নিয়ে যে সব কাজ করা হয় তাই গণহত্যা।

গণহত্যার কাজের মধ্যে রয়েছে একটা জাতি বা গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, ঐ উদ্দেশ্যে গুরুতর ধরনের শারীরিক ও মানসিক আঘাত, জন্ম প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা এবং জোর করে শিশুদের অন্যত্র প্রেরণ। গণহত্যা নিবারণ সংক্রান্ত চুক্তিতে বলা হয়েছে, যুদ্ধ বা শান্তি, যে সময়েই গণহত্যা ঘটুক না কেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তা দণ্ডনীয় অপরাধ। গণহত্যার জন্য যারা দোষী, তারা দায়িত্বশীল শাসক, বেসরকারী ব্যক্তি বা রাজনীতিবিদ, যাই হোন না কেন, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। গণহত্যার জন্য দোষী প্রধান অপরাধীরাই যে কেবল শাস্তি পাবেন, তা নয়, এই ঘৃণ্য অপরাধে সাহায্যকারী সকলেরই দণ্ডবিধান করা হবে। সমগ্র সভ্য জগৎ গণহত্যার বিরোধী। চুক্তিতে ঘোষণা করা হয় রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরা গণহত্যা নিবারণ ও নিষিদ্ধ করার এবং গণহত্যার জন্য দায়ি ব্যক্তিদের শাস্তি বিধানের সংকল্প গ্রহণ করলেন। এই চুক্তির ফলে কেবল রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তিও আন্তর্জাতিক আইনের আওতার মধ্যে এসে পড়ল।

অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বর্ণনা করে গণহত্যাকে চাপা দেওয়ার অধিকার কোন রাষ্ট্রের নেই। ঐ চুক্তিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরা গণহত্যার ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপের অধিকার মেনে নিয়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ যে-সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, সেইসব ব্যাপার কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় হতে পারে না। গণহত্যা ঐগুলির অন্যতম।

চুক্তিতে গণহত্যার অপরাধকে রাজনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়নি। সুতরাং ঐ অপরাধে কোন দেশকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বহিষ্কার করা চলে না। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ গণহত্যার অপরাধে অপরাধী দেশকে রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্তৃত্বাধীন বিভিন্ন সংস্থা থেকে বাদ দিতে পারেন। গণহত্যা নিবারণ ও বন্ধের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ আরও কয়েকটি কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারেন। এ ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব কম নয়। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে গণহত্যা ঘটলে, যে কোন সদস্য-রাষ্ট্র সেইদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং গণহত্যা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে দাবি জানাতে পারেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশ্বের সামনে গণহত্যার বিবরণ দিয়ে বিশ্ব-বিবেক জাগ্রত করতে পারেন এবং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে শুধু গণহত্যা বন্ধ নয়, গণহত্যার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের শাস্তির জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কয়েকটি দেশের সর্বোচ্চ আইন সভায় গণহত্যা নিবারণ করা সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদিত হয়েছে। কয়েকদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ঐ চুক্তি অনুমোদন করেছেন।

*

এখন প্রশ্নঃ বাংলা দেশে কি গণহত্যা হচ্ছে? লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী ও শিশুকে নির্বিচারে হত্যা করাকে কি গণহত্যা বলা চলে? রক্তপিপাসু ইয়াহিয়া খাঁ ও তাঁর বিবেক-বর্জিত অনুচরেরা বাংলা দেশে যে রকম সুপরিকল্পিতভাবে নরহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির খুঁজে বের করা কঠিন।

ইয়াহিয়া খাঁর পদলেহনকারী নরপশুর দল প্রতিদিন গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে স্ত্রী পুরুষ, ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে বাঙালীদের নির্বিচারে হত্যা করছে। বাঙালীদের একটা জেনারেশনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পাশবিক মতলব নিয়েই বাংলা দেশে হত্যাকাণ্ড চালান হচ্ছে। নরপশুদের হাতে হাজার হাজার মা-বোনের লাঞ্ছনার খবর প্রতিদিন সভ্য জগতে এসে পৌঁছচ্ছে। নরপশুদের হাত থেকে মহিলা শিশু ও বৃদ্ধরাও যে রেহাই পায়নি, বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখ থেকেই তা জানা গিয়েছে।

ইয়াহিয়া খাঁর শয়তান অনুচরদের কামানের গোলায় ঢাকা, রাজসাহী এবং বাংলা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনার দল বেছে বেছে বাঙালী শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের হত্যা করছে। ঢাকা ও রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য অধ্যাপকদের প্রায় সকলেই আজ নিহত। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। নরপশুদের হাত থেকে ইজ্জৎ রক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ জন ছাত্রী ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। ঢাকা চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় মৃতদেহের স্তূপ সাজিয়ে ব্যারিকেড রচনা করে পাকিস্তানী সেনারা ধ্বংস লীলায় মেতে উঠেছে।

একমাত্র ঢাকা ও তার চারপাশে দু'লক্ষ লোক নিহত হয়েছে। সারা বাংলা দেশে নিহতের সংখ্যা কম করেও পাঁচ ছ'লক্ষ। এ হোল মাত্র দু' সপ্তাহের খতিয়ান। বাংলাদেশে গণহত্যার পাকিস্তানী সেনাদের উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমেনি। তারা আকাশ থেকে নাপাম বোমা ফেলছে। বিমানের সঙ্গে যুক্ত মেশিনগান থেকে যথেচ্ছ গুলি চালাচ্ছে। জাহাজ ও গান বোট থেকে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করছে। এ ছাড়া ট্যাংক ও মরটার থেকে সমানে গুলি গোলা বর্ষণ চলেছে।

এই সুপরিকল্পিত নরমেধ যজ্ঞের একটি মাত্র উদ্দেশ্য: বাঙালী জাতিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত করে দেওয়া। রাষ্ট্রপুঞ্জে গণহত্যা নিবারণ ও বন্ধ সংক্রান্ত চুক্তিতে গণহত্যার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, বাংলা দেশের হত্যাকাণ্ড সেই সংজ্ঞাকে বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। এ গণহত্যা তো বটেই, তার চেয়েও বেশি, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। তবুও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, বাংলা দেশে কি গণহত্যা চলছে? বাংলা দেশে গণহত্যা ঘটে থাকলে বিশ্ব-বিবেক এখনও ঘুমিয়ে আছে কেন? পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি মাইনের সিভিল সারভেণ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থানট বলেছেন, পাকিস্তান সরকার যদি তাঁকে অনুরোধ করেন তাহলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত নরনারীর সাহায্যার্থে হাত বাড়াতে পারেন। বৃহৎ শক্তি সমূহের কাছে নতজানু রাষ্ট্রপুঞ্জ যে কতখানি অকেজো ও অন্তঃসারশূন্য সংস্থায় পরিণত হয়েছে উ থানটের উক্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

*

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র রাশিয়াই বাংলাদেশের ব্যাপারে কিছুটা জোরালো ভাষায় পাকিস্তানের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমেরিকার কণ্ঠ এখনও ক্ষীণ, মিনমিনে। বাংলা দেশের ব্যাপারে বৃটেন যে মনোভাব অবলম্বন করেছে তাতে এই সত্যই প্রকট হয়ে উঠেছে যে বৃটেন এখন তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্র! কোদালকে কোদাল বলে স্বীকার করা তো দূরে থাকুক, কোদালকে চামচে বলার আগেও তাকে দশবার এগোতে পিছোতে হয়।

লক্ষ্য করার বিষয়: রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং কোন বৃহৎ রাষ্ট্র এখনও বাংলা দেশে গণহত্যা চলেছে, এই সত্য স্বীকার করে নিলেই তা বন্ধ করার এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব এসে পড়ে। কিন্তু সত্যের খাতিরে দায় বহন করতে কেউ রাজি নয়।

অথচ দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর ইহুদী নিধনের ব্যাপারে হিটলার ও নাৎসীদের বিরুদ্ধে যখন গণহত্যার অভিযোগ ওঠে, তখন পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

আজ যখন বাংলা দেশে গণহত্যা চলেছে, তখন বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কম বেশি পরিমাণে নীরব—বিশ্ব-বিবেকও নিদ্রিত। বাঙালীদের গায়ের রঙ কালো—এইটাই কি বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের যোগনিদ্রার কারণ?

—ইন্দুনীল

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য ঃ মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

ভারতেরও বিপদ

মুজিবর যদি স্বাধীন বাঙলারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন তাহলে ভারতের সমূহ বিপদ ঘটবে। মুজিবর পরাস্ত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে দেড় হাজার মাইল দূর থেকে পূর্ববাঙলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়ে রাজত্ব করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। সে কথা সে ভাল করেই বুঝেছে, তাই যাবার আগে পূর্ববাঙলার সব কিছু ধ্বংস করে দিয়ে যেতে চায়। স্বাধীন বাঙলা-রাষ্ট্র না থাকলে, পশ্চিম পাকিস্তানের সক্রিয় সহায়তায় ও পূর্ববাঙলার চীন-পন্থীদের সমর্থনে, চীন স্বনামে বা বেনামে রাজ্যপাট দখল করে বসবে এবং তার ফলে, উত্তরবঙলা, মায় পশ্চিম-বাঙলা ও আসাম তার গ্রাস করতে দেরি হবে না। অতএব মুজিবরের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু পূর্ববাঙলার আত্মরক্ষার সংগ্রাম নয়, ভারতেরও আত্মরক্ষার সংগ্রাম। আমরা যদি সত্যই স্বাধীন জাতি হই, তাহলে রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেন কি ভাববে তাই মনে করে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করার কোনই দরকার নেই। যখন চীন ও পরে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছিল তখন তারা কোথায় ছিলেন? ইউ এন ও তখন কিছুই করেনি। ঐটি একটি আন্তর্জাতিক ডিবেটিং ক্লাব ও 'ফিলানথ্রপিক' প্রতিষ্ঠান, ওর কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। তার প্রমাণ, পশ্চিম আফ্রিকা ও রোডেশিয়াকে বাগ মানাতে পারেনি, হাঙ্গেরী পোলান্ড তিব্বতকে রক্ষা করতে পারেনি, আরব ইজরাইল সংঘর্ষ বন্ধ করতে পারেনি। সুতরাং ঐ সব কুকুরদের ভয়ে ভারতের নিজের স্বাধীনতা বিপন্ন করা কিছুতেই উচিত নয়। —গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা—১৯।

প্রগতি ও দুর্নীতি

গত শুক্রবারে ১৯-৩-৭১ তাং "দুগ্ধ প্রকল্পে দুর্নীতি" এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ। বিপ্লবী শ্রমিক ইউনিয়ন তো আজ সব অফিসেই। যেমন ধরুন আয়কর অফিস, বিক্রয়কর অফিস এবং আদালত। অথচ এইসব অফিসে ঘুষ না দিলে কোন কাজই হয় না। প্রগতিবাদী বিপ্লবী এই কর্মচারীরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠেন, যানবাহন স্তব্ধ ক'রে রাস্তা জুড়ে মিছিল বার করেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের উপরিওয়ালা অফিসারদের ঘেরাও ক'রে রাখেন, গৃহাভিমুখী কর্মক্লান্ত লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোকের অসুবিধার কথা একবারও চিন্তা করেন না। বরং কেউ প্রতিবাদ ক'রে কিছু বলতে গেলে উদ্ধতভাবে তেড়ে আসেন। ফৌজদারী অপরাধযোগ্য অপরাধে কোন কর্মচারী যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন অমনি সবাই কাজ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকেন, থানা ঘেরাও করেন। দুগ্ধ প্রকল্পেই কিছুদিন আগে এইরকম ঘটনা ঘটেছে। অথচ হাজার হাজার শিশু, হাসপাতালের রোগী এবং বৃদ্ধের পথ্য দুধের সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ ক'রে দিতে এতটুকু বিলম্ব হয় না এবং এর জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ অনুভবও করেন না। মাঝে মাঝেই সাধারণ ধর্মঘট ডেকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের রোজগার বন্ধ করতে পরমবন্ধু সাম্যবাদী নেতাদের বিবেকে বাধে না। অথচ এঁরাই প্রশাসনে দুর্নীতি ব'লে সরকারী অফিসারদের তীব্র সমালোচনা করেন। রাজনীতির বুলি আউড়িয়ে অফিসের কাজে ফাঁকি দিয়ে জনসাধারণের দেওয়া পয়সার মাহিনা নিতে এঁরা লজ্জা বোধ করেন না। বরং গর্বভরে বলেন—বেকার ভাতা নিচ্ছি। সরকার যা মাইনে দেয় তাতে এর বেশী কাজ করা পোষায় না। অথচ দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক ছুটোছুটি করছেন একটা সামান্য কাজ পাবার আশায়। এই যখন দেশের অবস্থা তখন নিজেদের মাইনে বাড়াবার জন্য স্বার্থপরের মত এঁরা আন্দোলন করছেন। করপোরেশনের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেপিয়ে মিছিল ক'রে যান ধাওয়ানের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য। অথচ বকেয়া কর আদায়ের ব্যবস্থা হয় না, রাস্তার স্তূপীকৃত আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করতে পারেন না। অফিসের কাজে ফাঁকি দেওয়া বন্ধ এবং অন্যান্য দুর্নীতি দূর করবার জন্য বিশেষ ক'রে ঘুষ নেওয়া বন্ধ করতে কি এইসব সাম্যবাদের প্রবক্তারা একটু সচেষ্ট হয়ে ইউনিয়নের সদস্যদের কাছে আবেদন করবেন অথবা দূর করবার চেষ্টা করবেন? —পুরঞ্জয় প্রামাণিক, হাওড়া।

ভোটের পর বেকার

গত সেপটেম্বর মাসে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রায় ৬০০ প্রার্থীর মধ্য থেকে আমরা ৫১ জন বা ততোধিক উত্তীর্ণ হয়ে দীর্ঘ সাড়ে সাত মাস চাকুরী করে গত ১৭-৩-৭১ তারিখে বরখাস্ত হয়েছি।

কেবলমাত্র মহিলা জব-ওয়ার্কার ব্যতীত আমরা সকলেই প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারের কার্য সম্পাদন করেছি, যেখানে অন্য কেউ যেতে চাননি। আমরাও জানতাম সেইসব জায়গাগুলি খুবই ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল এবং প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষও খুন হয়, তবু আমরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও নির্বাচন কাজ সমাধা করেছি। এখন তার প্রতিদানস্বরূপ চাকুরী থেকে বরখাস্ত হলাম। আমরা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে আশা করেছিলাম, আমাদেরও সরকার যে কোন অফিসে পুনর্নিয়োগ করবেন। —শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর ও অন্যান্য।

এ ছাড়া ...

আমি আপনার পত্রিকা মারফত কলকাতা পরিবহণ সংস্থার প্রধান কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের এই এলাকার (মাণিকতলা কেন্দ্র) উল্টাডাঙ্গা, মুরারীপুকুর বাগমারী রোড, বি আর এস প্রভৃতি অঞ্চলের নাগরিকগণ আজ বহুকাল যাবৎ শহরের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে বঞ্চিত হয়ে আসছে। পূর্বে এই এলাকা থেকে সরাসরি 'এসপ্ল্যানেড' পর্যন্ত বাস সারভিস ছিল। পূর্ত বিভাগের নির্দেশে আর জি কর হাসপাতাল এবং উল্টাডাঙ্গার মধ্যবর্তী সেতুটি (গজনেভ ব্রীজ) বন্ধ করে দেওয়ার ফলে জনসাধারণের যাতায়াতের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে উল্টাডাঙ্গা কাঠের সেতু থেকে মাণিকতলা মোড় পর্যন্ত একটি শাটল সারভিস চালু আছে। কিন্তু জনসাধারণের দুর্গতি তাতে বিন্দুমাত্র কমেনি।

অন্ততপক্ষে যতদিন পর্যন্ত সেতুর সংস্কার সাধন করা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বর্তমান শাটল সারভিসটিতে আরও বেশি পরিমাণে বাসের ব্যবস্থা করে সকাল ৯টা থেকে ১১টা অবধি উল্টাডাঙ্গা কাঠের পুল থেকে ভি আই পি রোড, মানিকতলা মেন রোড, আমহার্স্ট স্ট্রিট হয়ে ৩বি রুট ধরে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত চালু করা হোক। আবার বিকাল ৪টা থেকে ৬টা অবধি অনুরূপ সারভিসের ব্যবস্থা করা হোক। —নৃপতি ঘোষ, কলকাতা।

'বাংলাদেশের' সমর্থনে ছাত্র যুব সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ছাত্র যুব সভার 'বাংলাদেশের' স্বীকৃতি, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সাহায্য ও সীমান্তের বেড়া খুলে দেওয়ার জন্য 'ইন্দিরা সরকারের' কাছে দাবি জানানো হয়। ছাত্র ফেডারেশন (বাম) ও গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের সমর্থনে এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুব ফেডারেশন সভাপতি শ্রীদীনেশ মজুমদার, এম এল এ। বিভিন্ন বক্তা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থন ও ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহীর প্রতি ধিক্কার জানিয়ে মুক্তিসংগ্রামীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য ছাত্র-যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানান।

সভায় গৃহীত আর একটি প্রস্তাবে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে রাজ্য সরকারের 'চক্রান্তের' বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিভিন্ন দমনমূলক আইন, ১৪৪ ধারা, সি আর পি সেনাবাহিনী প্রভৃতি প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

প্রস্তাবগুলির সমর্থনে সর্বশ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু, শ্যামল চক্রবর্তী ও সদ্য জামিনে মুক্ত ছাত্রনেতা সুভাষ চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সভাশেষে একটি বড় মিছিল বের করা হয়। বিভিন্ন পথ ঘুরে মিছিলটি রাজভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। রাজ্যপাল না থাকায় মিছিলকারীদের এক প্রতিনিধিদল তাঁর সহকারী সচিবের হাতে একটি স্মারকলিপি দিয়ে রাজ্যপাল কলকাতায় ফিরলে তাঁদের সঙ্গে একবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়ে ফিরে আসেন।

পাক দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ

বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করা ও পাক সামরিক বাহিনী কর্তৃক সীমান্ত থেকে গ্রেফতার হওয়া সাংবাদিকদের অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে অমৃতবাজার পত্রিকা-যুগান্তর-অমৃত কর্মচারী সমিতির পথ থেকে শনিবার কলকাতার পাক ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সমিতির সভাপতি শ্রীহরিদাস ঘোষ ও সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লরতন গাঙ্গুলী ডেপুটি হাই-কমিশনারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

স্টেট গভরনমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শনিবার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের অফিসের সামনে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষদের ওপর জঙ্গীশাহীর বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ জানানো হয়। একটি প্রতিনিধিদল দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর হাতে প্রতিবাদজ্ঞাপক স্মারকলিপি দেন।

হাওড়ার বাকসাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে বাংলা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানান এবং বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তোলেন।

সারা পঃ বঙ্গে আংশিক রেশন চালু করা হবে — খাদ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

আগামী ১ মে থেকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, বিশেষ করে ঘাটতি জেলাগুলিতে আংশিক রেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে। এজন্য মাসে চালের বরাদ্দ সতের হাজার টন থেকে আগামী মাসে আটাশ হাজার টনে বৃদ্ধি পাবে। পরে এ বরাদ্দ ক্রমশঃ আরও বাড়ানো হবে।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র শনিবার সাংবাদিকদের এখবর দিয়ে বলেন, মূল উদ্দেশ্য চালের দর স্থির রাখা। প্রসঙ্গত তিনি বলেন যে, এবছর সংগ্রহ মাত্র দুই লক্ষ টন হওয়ায় রেশনিং ব্যবস্থার জন্য চালের যে অভাব দেখা দেবে তা নিয়েও তিনি কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

খাদ্যবাহী ট্রেন নিয়ে বৈঠক

ট্রেন চলাচলের গোলমালের জন্য খাদ্যবাহী ট্রেন সময়মত আসতে না পারায় যে অসুবিধা হয় শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে তা দূর করার জন্য করণীয় ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। স্থির হয় যে, এ ব্যাপারে রেল, পুলিশ, খাদ্য দফতর সকলে মিলে মিলিত উদ্যোগ চালানো হবে। এবং প্রতি সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এ নিয়ে বৈঠক করবেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

পাক সরকারের নিন্দা করে প্রেস এসোসিয়েশনের প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংবাদদাতাদের সংস্থা প্রেস অ্যাসোসিয়েশন বাংলা দেশ থেকে সংবাদ প্রেরণে 'নির্লজ্জ বিধি-নিষেধ' আরোপ এবং বিদেশী সংবাদদাতাদের ঐ দেশ থেকে বহিষ্কার করার আজ পাক সরকারের কার্যের তীব্র নিন্দা করেছে।

আজ এখানে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শ্রী ডি ব্যানার্জি ও শ্রী এস ঘোষালকে পাক সেনারা গ্রেফতার করায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়। ঐ দু'জন সাংবাদিক পেশাগত কাজে ত্রিপুরার সোনামুড়াতে গিয়েছিলেন। পাক সেনাবাহিনীর লোকেরা সাদা পোশাকে তাঁদের ভারতীয় এলাকা থেকে কুমিল্লায় জোর করে ধরে নিয়ে যায়।

প্রস্তাবে ঐ ২জন সাংবাদিকের নিরাপত্তা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং তাঁদের নিরাপত্তা ও মুক্তির উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়।

অ্যাসোসিয়েশন গণতন্ত্র এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য সাংবাদিকদের সব আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে আবেদন জানিয়েছে। —পি টি আই

অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—আজ নিয়ে তৃতীয় দিন, পাক বেতার এখানকার পাক-হাইকমিশনের দু'জন পূর্ব বাংলার কূটনীতিকের ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণ সম্পর্কে নীরবতা বজায় রাখেন। ও'রা দু'জন বাংলা দেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছেন।

এখানকার বহির্বিষয়ক মন্ত্রকে পাঠানো একটি নোটে পাক হাইকমিশন বলেছেন, ঐ দু'জন কূটনীতিক 'নিখোঁজ'। ও'রা ভারত সরকারকেও বলেছেন, বাঙালী পাক কূটনীতিকদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার রিপোরট অস্বীকার করুন। সরকারী পাক-বেতার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার খবরটুকুও দেয়নি।

—ইউ এন আই

রাষ্ট্রপুঞ্জ সমিতির ভারতীয় সংস্থার আবেদন

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—জেনিভায় রাষ্ট্রপুঞ্জ সমিতির ভারতীয় ফেডারেশন রাষ্ট্রপুঞ্জ সমিতির বিশ্ব ফেডারেশনের কাছে বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধের জন্য বিশ্ব গণমত গড়ে তোলার আবেদন জানিয়েছে।

ভারতীয় সংস্থার সভানেত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী নিগম জানান, বিশ্ব ফেডারেশনের আসন্ন সম্মেলন বসবে লুকসেমবারগে মে মাসের কোন সময়ে। এখন বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গণহত্যার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব তোলার চেষ্টা করা হবে।

ভারতীয় সংস্থা রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনারেল সেকরেটারি উ থানটের কাছেও বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। —ইউ এন আই

ইয়াহিয়ার চর কলকাতায় ও সীমান্তে?

অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রের খবর: নয়াদিল্লীতে ইয়াহিয়ার বিশ্বস্ত এজেন্ট পাক হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দার ঘাতক ও অন্তর্ঘাতক দুইয়েরই একটা দল কলকাতায় ও পশ্চিম বাংলা—বাংলা দেশের সীমান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এদের অনেকে ভাড়াটে গুপ্তচর আবার অন্যেরা পশ্চিম পাকিস্তানী—যারা বর্তমান সংকটের আগে আত্মীয়স্বজনকে দেখবার অছিলায় পাসপোরট-ভিসা করে ভারতে এসেছিলেন কিন্তু কিছুতেই আর তাঁদের ফিরে যাবার কোন লক্ষণ দেখাচ্ছেন না।

এরা হায়দারের নির্দেশে কলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাই-কমিশনে যে সব বাঙালী অফিসার আছেন, তাঁদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে এবং পালা করে রোজই একজন বা দু'জন দিল্লি গিয়ে রিপোরট দিয়ে আসছে।

নয়াদিল্লির পাক-দূতাবাসের সঙ্গে দু'জন বাঙালী কূটনীতিবিদ সম্পর্ক ছেদ করার পর থেকে পিনডির নিদারুণ আশংকা যে একই ধরনের বিদ্রোহ তাদের কলকাতার অফিসে ঘটতে পারে। এ ছাড়া ইসলামাবাদ তাদের এ সব চরের মাধ্যমে ঘটনা সাজানোর চেষ্টা করছে যে তাদের কলকাতা দূতাবাসের বাঙালী কর্মচারীদের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা দেশের আন্দোলনকারীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, অতএব তারাও 'দেশের শত্রু' এবং শাস্তি পাবার যোগ্য।

তাই 'বাংলা দেশের' ভিতর থেকেই দাবি উঠেছে: পশ্চিম পাকিস্তানীদের বর্তমান ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তা যেন একদিনের জন্যও বাড়ানো না হয়।

পঁপিদুর সেবাকাঙ্ক্ষা

প্যারিস, ৯ এপ্রিল—পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ফ্রানসের প্রেসিডেন্ট পঁপিদু একটি চিঠি পাঠিয়েছেন বলে আজ ঘোষণা করা হয়। চিঠিতে পঁপিদু বলেছেন, পাকিস্তান যদি চায় তবে কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, ফ্রানস "মানব সেবামূলক কাজে" সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে।

বাংলা দেশ সম্পর্কে ফ্রানসের মনোভাব জানতে চেয়ে দিন কয়েক আগে ইয়াহিয়া যে চিঠি লিখেছিলেন তারই জবাবে পঁপিদুর এই প্রস্তাব। পঁপিদু তার চিঠিতে সমস্যাটির মানবিক দিকের উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। —এ এফ পি

চীনের মনোভাবে বাংলাদেশ দুঃখিত

চুয়াডাঙা, ১০ এপ্রিল—বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, বাংলাদেশের এই মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে চীনের মনোভাবে আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত। মুখপাত্রটির নাম ডাঃ আশাবুল হক। তিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন পরামর্শদাতা। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের এই গণহত্যা নিছক পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই উদ্বেগের কারণ। চীন ব্যাপারটাকে কেবল আভ্যন্তরীণ ঘটনা বলে বোঝাবার চেষ্টা করে আসছে।

ডাঃ হক বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান সরকার সমস্ত বিশ্বকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত করছে। চীন ওই মিথ্যা প্রচার গিলে খাচ্ছে। 'আমরা আশা করি, বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র চীন শীগগীরই পশ্চিম পাকিস্তানের মিথ্যাচারে বিশ্বাস না করে, আমাদের ন্যায়সঙ্গত লড়াইয়ের প্রতি সমর্থন জানাবে।' — ইউ এন আই

'সন্দেহভাজন' বিদেশীদের বিরুদ্ধে

করাচি, ১০ এপ্রিল—প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ হচ্ছে এই সন্দেহে যে কোন বিদেশীকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা সরকারী কর্মচারীদের দিয়েছেন।

গতকাল রাত্রে সরকার ঘোষণা করেন প্রেসিডেনট সামরিক আইনের ৭৬নং ধারাটি জারি করেছেন। এর দ্বারা সন্দেহভাজন বিদেশীদের বহিষ্কার এবং দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক যে কোন পাক নাগরিককে আটক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। —এ পি

সিংহলে বহু বিদ্রোহী নিহত

কলম্বো, ১০ এপ্রিল—গতকাল এক বেতার ভাষণে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসিরিমাভো বন্দরনায়ক বলেছেন, ক্ষমতা দখলের জন্য বিভিন্ন থানার উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে বহু সন্ত্রাসবাদী প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, তাঁর সরকার সর্বত্র সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করবেন, তাদের কোনমতেই মাথা তুলতে দেবেন না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি এখন ষোলআনা সরকারের আয়ত্তে।

ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ, গত চারদিনে প্রায় ১২৫ জন বিদ্রোহী নিহত হয়েছেন, আহতের সংখ্যা কয়েক শত। —রয়টার

প্রত্যক্ষদর্শী বিদেশী নাবিকের বিবরণ

পাক ফৌজ চালনা বন্দর জ্বালিয়ে দিয়েছে

'পাক ফৌজ ৪ এপ্রিল বিকালে চালনা বন্দর জ্বালিয়ে দিয়েছে। বন্দরের ছোট শহরটি এখন শ্মশান। ৫ এপ্রিল সকালে সেখানে আমি জনপ্রাণী দেখিনি। তবে বন্দরের অদূরে চারটি জাহাজ নোঙর করে দাঁড়িয়েছিল। আর ছিল একটি ডেসট্রয়ার। কিন্তু স্থলের সংগে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সম্পর্ক ছিল না আমাদেরও। এদিকে রসদ ফুরিয়ে আসছিল। দু দিনের মত পানীয় জলও ছিল না আমাদের। বাধ্য হয়ে চালনায় সব মাল খালাসের আশা ছেড়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে বে-আইনীভাবে বিশাখাপত্তনমের উদ্দেশ্যে রওনা হই। মাঝপথে ওয়ারলেসে নির্দেশ আসে, 'তোমরা কলকাতায় যাও'। তাই এখানে।' শনিবার সন্ধ্যায় খিদিরপুর ডকে একটি ফিলিপিন জাহাজের ক্যাপটেন (জাহাজটি করাচির হেগেল কোমপানির ভাড়া করা বলে ক্যাপটেনের অনুরোধে তাঁর ও জাহাজের নাম প্রকাশ করা হল না।) তাঁর কেবিনে বসে কথাগুলি বললেন।

৩৬ বছর বয়স্ক ক্যাপটেন ইতিমধ্যে পৃথিবীর বহু বন্দরে গিয়েছেন; কিন্তু ৪ এপ্রিল চালনায় যা দেখেছিলেন তাতে শিউরে ওঠেন। এই ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম তাঁর। বললেন, 'জীবনে আর চালনায় যাচ্ছি না।'

জাপান থেকে চাল নিয়ে জাহাজটি প্রথম চট্টগ্রামে গিয়েছিল। সেখানে মাল খালাসের পর ১৬ মারচ চালনায় পৌঁছায়। তারপর মাল খালাস করতে থাকে। কিন্তু ২৩ মারচ থেকে চালনায় আর কোনও [illegible] যায়নি। ফলে চাল খালাস বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বন্দরের [illegible] অফিসাররা কাজ ছেড়ে চলে যান। কাজ বন্ধ করেন অন্য কর্মীরাও। ক্যাপটেন বললেন, '২৫ মারচ রাতে বন্দরের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার আমাকে বললেন, পরিস্থিতি খুব খারাপ, যুদ্ধ বেধেছে। এখানে গানবোট এলে আমরা লড়াই করব পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংগে।'

আমি বললাম—তোমাদের অস্ত্র আছে? পুলিশ অফিসার রাইফেল দেখিয়ে বললেন, এই ত।

ক্যাপটেন ওই খবর বন্দরে নোঙর করা ৩টি জাহাজকে (চীনা, গ্রীক ও ইংল্যানডের) জানিয়ে দেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন না।

ক্যাপটেন স্টিভেডরদের সংগে দেখা করেও যুদ্ধ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু নৌবাহিনীর অফিসাররা লাউডস্পিকার দিয়ে বলতে থাকেন, 'সব স্বাভাবিক, সব স্বাভাবিক।' অথচ এর আগে পাইলটরা (সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী) ভয়ে বন্দর ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

তেসরা এপরিল পেটরল বোট এল। গান বোট ভেবে হইচই হল তীরের লোকের মধ্যে। পেটরল বোট থেকে গুলি ছোঁড়া হল তাদের লক্ষ্য করে।

৪ এপরিল সকালে এল ডেসট্রয়ার দুপুর পর্যন্ত সব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বিকালে এই ডেসট্রয়ার থেকে প্রচণ্ডভাবে গুলি ছোঁড়া হল এক কিলোমিটার দূরে ছোট শহরের দিকে। অফিসারস কোয়ারটার ছাড়া বাকি বাড়িগুলি তখন দাউ দাউ জ্বলছে। তীর থেকে ডেসট্রয়ারের দিকেও গুলিবর্ষণ হতে থাকে, তারা গ্রেনেডও ছোঁড়ে। কিন্তু তা মাঝ নদীতেই পড়ে। তীরে চীৎকার। আগুনের আলোয় দেখলাম লোকজন ছুটে পালাচ্ছে। ওই রাত্রেই দেখি করাচি থেকে আগত মালবাহী জাহাজ থেকে ডেসট্রয়ারের গান বোটে পেটি নামছে। চীনা জাহাজের ক্যাপটেন জানালেন, ওগুলি অস্ত্রশস্ত্র। তখনও মাঝে মাঝেই বুম্ বুম্ শব্দ। কী করব বুঝতে পারছি না। গণ্ডগোল হতে পারে জেনে করাচিতে খবর পাঠিয়েছিলাম হেগেল কোমপানিকে। তারা কোনও উত্তর দেননি। খুলনা শহর থেকেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। 'অবস্থা স্বাভাবিক' সত্ত্বেও সব মাল খালাস না করে ফিরলে আমার কোমপানিকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কিন্তু রসদ নেই। কী করে আর থাকব! এদিকে সংগে অফিসার, ক্রু সহ ৪২ জন লোক আমার জাহাজে।

পাইলট ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে ৫ এপরিল চালনা বন্দর ছেড়ে এসেছি।

ফিলিপিনের এই জাহাজে এখনও ১,৪০০ মেট্রিক টন জাপানী চাল। কোমপানির অনুমতি পেলে এখানে ওগুলি খালাস করা হবে।

চট্টগ্রাম থেকে আরও চারটি জাহাজ কলকাতায়

বৃহস্পতি-শুক্রবারে চট্টগ্রাম থেকে চারটি মালবাহী জাহাজ কলকাতায় এসেছে। জাহাজগুলি চট্টগ্রামে মাল খলাস করতে পারেনি। তারা এখন এখানে শুল্ক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষায়।

বেসরকারি উদ্যোগে আরও অর্থ নিয়োগ করতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, সং গণতন্ত্রী হিসাবে আমাদের এমন একটা কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হবে যার প্রতি জনগণের সমর্থন আছে। ইতিহাসের গতি থেমে থাকে না এবং ইতিহাসের নির্দেশ অমান্য করা চলে না। তা করতে গেলে ঘটনাপ্রবাহ আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে।

মূল্যমান বজায় রাখার উপর শ্রীমতী গান্ধী জোর দেন তবে সংগে সংগে তিনি বলেন যে, ব্যাপারটি জটিল। উৎপাদন ব্যয় ও মূল্যাহারের বিস্তারিত সমীক্ষার পরেই তা করা সম্ভব।

লাইসেনস, বৈদেশিক মুদ্রা। শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দলের বিপুল নির্বাচনী সাফল্যের জন্য সমিতি-সংঘের বিদায়ী সভাপতি শ্রী ডি সি কোঠারী শ্রীমতী গান্ধীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

শ্রীকোঠারী তাঁর ভাষণে রাজ্যগুলিকে শিল্প লাইসেনস ও বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দের ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করেন।

শ্রীমতী গান্ধী দুটি সুপারিশই অগ্রাহ্য করেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, লাইসেনস-এর বাইরে বহু শিল্প আছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যগুলি যা করতে চাইবেন কেন্দ্র তাতে সাহায্য দেবেন। ভারতের একটি জাতীয় বাজার আছে। শিল্প উন্নয়নের কথা ভাববার সময় সেকথা ভেবে বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দ করতে হয়। কাজেই লাইসেনস ও বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দের ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয়।

বিকেন্দ্রীকরণ চাই

ভারতীয় বণিক ও শিল্পসভা সংঘের সভাপতি শ্রী ডি সি কোঠারী বলেন, আংশিকভাবে শিল্পসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া উচিত। রাজ্যগুলি যাতে লাইসেনস্ দিতে পারে এবং বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দ করতে পারে—এমন কিছু কিছু ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা সরকারকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

খানিকটা বিকেন্দ্রীকরণ হলে আরও দ্রুতগতিতে শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ ঘটবে। কেননা তখন শিল্প স্থাপনার আবেদনগুলির আরও দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। তবে দেখতে হবে এর ফলে যেন সামগ্রিক শিল্পোন্নয়ন নীতি ব্যাহত না হয়।

শ্রী কোঠারী আরও বলেন, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে যুক্তিনির্ভর করে তুলতে হবে। এখন যা নিয়ন্ত্রণ আছে—তা অতিরিক্ত জটিল। লাইসেনস্ দেওয়ার ব্যাপারটি সরল করে তুলতে হবে।

বেসরকারী কোমপানি সংস্থাগুলির উপর নতুন করে করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি সরকারকে পরোক্ষে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, সংস্থাগুলির কিছু উদ্বৃত্ত হলে তা ফিরে লগ্নী করার সুযোগ থাকা দরকার। সরকারী উদ্যোগের উদ্বৃত্ত থাকলে তাও যেন ওই উদ্যোগগুলির নিজের বিবেচনামত লগ্নী করার অধিকার থাকে।

—ইউ এন আই, পি টি আই

কামান গর্জনে মাটি কাঁপছে

মৃণাল দত্ত

রাণাঘাট, ১০ এপরিল—আজ সকাল সাতটা থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকার প্রায় আট-নয় মাইল পর্যন্ত অনবরত কামানের গর্জন শোনা যায় ও মাটি কাঁপতে থাকে। ঐ সীমান্ত রাণাঘাট থেকে নয় মাইল দূরে। সীমান্ত পেরিয়ে যাঁরা আসছেন, তাঁদের মুখ থেকে জানা গিয়েছে, পাকিস্তান বাহিনীতে আরও সৈন্য এসে যোগ দেওয়ার পর মাগুরা এলাকায় বোমা বর্ষণ হয়েছে। দর্শনা ও গেদের মধ্যে রেল লাইন চালু করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও ও'রা জানান।

এবারের আনন্দ পুরস্কার

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

সন্স প্রাইভেট লিমিটেড শিশুদের মাসিক পত্রিকা 'মৌচাক'-এর পক্ষ থেকে ওই পুরস্কারটি দেন।

বেঙ্গল পাবলিসারস প্রাইভেট লিমিটেড এবার থেকে 'জয় বাংলা' পুরস্কার দিচ্ছেন। এবার ওই পুরস্কার পেলেন 'বাংলা দেশে'র শহীদেরা সমসাময়িক।

শনিবার ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প সমিতি সংঘের ৪৪তম বার্ষিক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সংগে নতুন সভাপতি শ্রী এস এস কানোরিয়া (বামে) এবং বিদায়ী সভাপতি শ্রী ডি সি কোঠারী (দক্ষিণে), শ্রীমতী গান্ধী উদ্বোধন করেন।

মুখে হাসি বুকে অনমনীয় মনোবল নিয়ে মুক্তি সেনানী এগিয়ে চলেছেন শত্রুকে আঘাত হানবার জন্য। বাংলা দেশের পূর্ব রণাঙ্গনে তোলা ছবি।

অবরুদ্ধ পাক সৈন্যের উদ্ধারে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, আজ সকালে শ্রীহট্টে পশ্চিম পাকবাহিনী ও মুক্তি ফৌজের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

পাকবাহিনীর গোলন্দাজ দলের গোলাবর্ষণের মুখে মুক্তিফৌজকে কিছুটা পিছু হটতে হয়েছে। তাঁরা সুবিধাজনক স্থান থেকে পালটা আঘাত হানার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

মুক্তিযোদ্ধারা বরায়া, লালমণিরহাট ও কুড়িগ্রাম থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি ফৌজের তিনটি দলকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে। লালমণিরহাট থেকে কুড়িগ্রামের দিকে একটি পাক বাহিনী যাচ্ছিল। পথের মধ্যে তারা মুক্তিফৌজের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। প্রচুর পাক সৈন্য হতাহত হবার পর পাকফৌজ ছত্রভংগ হয়ে যায়।

উত্তরবংগের বিভিন্ন স্থানে সৈন্যদের রসদ সরবরাহ করার জন্য পাক সেনাবাহিনী রংপুর থেকে লালমণিরহাট ট্রেন চালু করার চেষ্টা করে। পাক বিমানগুলি এখন সেনানিবাসগুলিতে বিমান থেকে খাদ্য নিক্ষেপ করছে। রংপুর থেকে সৈদপুরে আরও সৈন্য পাঠানো হয়েছে।

আক্রমণ প্রতিহত

বাংলা দেশের বিভিন্ন রণাংগনে পাক বাহিনী নতুন করে যে পালটা আক্রমণ চালিয়ে ছিল মুক্তিফৌজ সুন্দরভাবে তা প্রতিহত করেছে। মুক্তিফৌজের দক্ষিণ-পশ্চিম কম্যানডের সদর দফতর থেকে সর্বশেষ পাওয়া খবর, যশোর রণাংগনে ঝিকরগাছি ও কাশীনাথপুরে জোর লড়াই চলেছে। লড়াই চলেছে রাজশাহীতে।

কুষ্টিয়ার মহকুমা শাসক শনিবার রাত্রে জানান, ঝিকরগাছি ও রাজসাহী এই দুই জায়গাতেই মুক্তিফৌজ হানাদারদের ঘিরে ধরেছে। কাশীনাথপুরে মুক্তিফৌজের প্রতিরোধের সামনে পাক সেনাবাহিনী রীতিমত হিমসিম খাচ্ছে। হানাদাররা আজ সকাল থেকেই রাজসাহী, রংপুর, শ্রীহট্ট, বগুড়া, যশোর ও কুমিল্লা রণাংগনে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের ভরসা দিতে আকাশে উড়ছিল জংগী বিমান। শুধু ওর্ডোন, রাজসাহী, রংপুর ও যশোরে তারা জোর বোমাও ফেলে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা আড়িরাঘাট থেকে গোয়ালন্দে পাক সেনা অবতরণের একটি চেষ্টা বানচাল করে দেয়। তবে তারা নেমেছে। গোয়ালন্দে নয়, পাবনা জেলার নগরবাড়ি ঘাটের কাছে একটি জায়গায়।

শ্রীহট্ট রণাংগন

শিলং থেকে খবর—শ্রীহট্ট শহরে এখন হানাদারদেরই প্রাধান্য। মুক্তিফৌজ ওখানে একটু পিছিয়ে।

হানাদাররা সাঁজোয়া গাড়ি চড়ে ডেপুটি কমিশনারের আদালত পর্যন্ত এগিয়ে যায়। এটি শহরের একেবারে মাঝখানে। কেউ ওদের বাধা দেয়নি।

জাতীয় পরিষদের সদস্য হুবিবুর রহমান জানিয়েছেন, শ্রীহট্ট শহর খাঁ খাঁ করছে। সাড়া দেওয়ার কেউ নেই। দোকানপাট বন্ধ। মাঝে মাঝে শুধু ঘুমন্ত শহরের নীরবতা ভংগ করছে হানাদারদের গাড়ি।

শ্রীহট্ট শহরের পতনের পর থেকেই জংগী সেনারা ছিল শালুটিকর বিমানবন্দরের মধ্যে বন্দী। তাদের কেউ কেউ গা ঢাকা দিয়েছিল কাছের জংগলগুলিতে। আজ আবার তারা তাদের তৎপরতা শুরু করে দেয়। শহরটি পুনর্দখলের চেষ্টায়, তাদের বন্দীত্ব ঘোচাবার প্রানান্তকর প্রয়াসে আজ তারা মুক্তিফৌজের উদ্দেশে কামান দাগে।

সীমান্তের ওপার থেকে খবর, গতকালই পাক বিমানবাহিনীর একটি বিরাট পরিবহণ বিমান ওখানে নেমেছে। তাতে ছিল কোণঠাসা হানাদারদের জন্য গোলাবারুদ ও খাবারদাবার। এই মদত পেয়েই ওদের বুকের বল বাড়ে। শুরু করে দেয় নতুন করে আক্রমণ।

আগরতলা থেকে খবর, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একজন করনেল ও একজন মেজর গতকাল বিলোনিয়ার কাছে একটি জায়গায় মুক্তিফৌজের কাছে ধরা দেয়।

বিমানযোগে সৈন্য ও রসদ প্রেরণ

গৌহাটি, ১০ এপরিল—পূর্ববংগে সামরিক প্রশাসন কর্তৃক ধুপুরিরয়া বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে দশটি বিমানে করে সৈন্য ও রসদ পাঠিয়েছে। পরিবেষ্টিত ময়নামতী ছাউনির সংগে ঐ বিমানঘাটিটিই পশ্চিম পাকিস্তানিদের একমাত্র যোগাযোগ সূত্র।

দুইদিন আগে মুক্তিফৌজ ঐ বিমান অবতরণ ক্ষেত্রটির ক্ষতিসাধন করায় এতদিন সেটি অকেজো হয়ে পড়ে ছিল। —পি টি আই

২৮ জন পাক সৈন্য নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাসনাবাদ(?), ১০ এপরিল—আজ মুক্তিযোদ্ধারা লালমনিহাটের বড়বাড়ি রোডে ২৮ জন পাক সেনাকে গুলি করে মেরেছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

পাক সেনারা যখন বড়বাড়ি রোড ধরে যাচ্ছিল, মুক্তিযোদ্ধারা হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দখলদারদের সব অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেন। এবং পরে তাদের গুলি করে মারা হয়।

নদীবক্ষে সংঘর্ষ

গৌহাটি থেকে পি টি আই পরিবেশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, পাবনা এলাকার দেশী নৌকা নিয়ে গঠিত মুক্তিফৌজের নৌবাহিনী পদ্মার পশ্চিম পাকিস্তানীদের একটি গানবোটের সংগে লড়াই করে তাকে তাড়িয়ে দেয়।

করিমগঞ্জ থেকে পাওয়া এক সংবাদে জানা যায় যে, তিনটি পাক লড়াইয়ে বিমানসাজ বিকালে করিমগঞ্জ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে চুরমাই-এর উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় একটি বাসের উপর মেশিনগানের গুলি চালানোর ফলে কয়েকজন হতাহত হয়েছে। ঐ বাসে শ্রীহট্ট থেকে আশ্রয়প্রার্থীরা করিমগঞ্জ যাচ্ছিলেন। আহতদের সুতারকান্দিতে প্রাথমিক চিকিৎসা করে পরে করিমগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আজ পর্যন্ত করিমগঞ্জে দুই হাজার আশ্রয়প্রার্থী এসেছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য তিনটি শিবির খোলা হয়েছে। —পি টি আই

শ্রীহট্টের পথে তামাবিলে

ধ্রুব মজুমদার

ডাউকি, ১০ এপরিল—আমরা শ্রীহট্টের পথে তামাবিলে পৌঁছলাম। সেখানে আবদুল নামে এক তরুণের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। সে পায়ে হেঁটে শ্রীহট্ট যাচ্ছিল। তামাবিল থেকে শ্রীহট্টের দূরত্ব ৩২ মাইল। আমরা পায়ে হেঁটে শ্রীহট্টের দিকে এগিয়ে চললাম। ৩ মাইল পথ পার হতেই শ্রীপুর চা বাগান। শ্রীপুর চা বাগানের শ্রমিকরা পানজাবী মালিক ক্যাপটেন রসিদের উপর নজর রেখেছিল। তারা তাঁকে এই কথাই বুঝিয়ে দিতে চাইছিল, গত দু' দশকে বাঙ্গালীরা কি পরিমাণ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেছে।

আবদুল আমাদের বলল, তার পরিবারের লোকজন কোথায়, সে তা জানে না। তবে, এ কথাও জানাল যে শ্রীহট্টে এবার প্রচুর শস্য জন্মেছে। একটা জীপ এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। জীপটা কিছুক্ষণ ঘুরে আসবার পর আমরা তাতে চড়ে শ্রীহট্টের দিকে এগিয়ে চললাম। জীপে একজন লুংগি পরা ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর চাদরের তলায় মেশিনগান। জীপ চলল। কিছুক্ষণ পরে আমরা জয়ন্তীয়ার-পার নামে একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম। আমাদের যিনি শ্রীহট্টে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একজন। এর নাম ইউনুস ভাই। ইনি খাদিমনগরে ছিলেন।

ইউনুস জানালেন যে, হানাদাররা ৩১ মারচ খাদিমনগর আক্রমণ করে। আমরা সাময়িকভাবে খাদিমনগর ছেড়ে চলে যাই। ৪ এপরিল আমরা খাদিমনগরে শত্রু ঘাটি আক্রমণ করি। যুদ্ধে আমাদের পক্ষে ৩০ জন এবং শত্রু পক্ষে ৫৩ জন নিহত হয়। শত্রুপক্ষ ইদগায় টি বি হাসপাতালে আশ্রয় নেয়। আবার আমাদের সংগে ওদের সংঘর্ষ বাধে। আমাদের ২০ জন এবং ওদের ৪৫ জন নিহত হয়। হানাদাররা শ্রীহট্টে ব্যাঙ্ক, গয়নার দোকান, বড়-লোকের বাড়ি—সবকিছুতে হানা দিয়ে লুঠতরাজ করে। ইউনুস আমাদের বললেন, ওরা হয়ত শ্রীহট্টের উপর আরও অত্যাচার চালাবে। আমাদের হাতে মরটার ও হালকা মেশিনগান থাকলে আমরা ২ ঘণ্টার মধ্যে ওদের উৎখাত করতে পারতাম। আমরা বৃহস্পতিবার শ্রীহট্টে গিয়ে দেখি, রাস্তা ঘাটে স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধরা চলাফেরা করছে। সুরমা নদী অতিক্রম করে উদ্বাস্তুর দল এগিয়ে চলেছে। নদীর অপর তীরে সব দোকান বন্ধ। আমরা খুঁজে পেতে একটা চায়ের দোকান বের করে পরোটা ও চা খেলাম। বানদর মোড়ে একটা ছোটখাট জনতা দেখা গেল। নিকটেই পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ১২ জন লোককে হত্যা করা হয়েছে। ঐ সময়ে ওরা ঘুমোচ্ছিলেন। ইউনুস ভাই আমাদের নায়েরপোলে নিয়ে গেলেন। সেখানে চারটে আগুনেপোড়া মৃতদেহ দেখলাম। মৃতদেহগুলো দেখেই বুঝলাম নাপাম বোমার কাজ। আমরা ফিরে এলাম।

পূর্ব রণাঙ্গনে পাক আক্রমণ

তুষার পণ্ডিত

আগরতলা, ১০ এপরিল—ছাউনিতে বন্দী পাক সেনাদল মুক্তি যোদ্ধাদের কবল থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য, পূর্ব রণাংগনের এক বিরাট এলাকায় নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে।

সর্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে জানা যায় যে, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্টে প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

পদ্মানদীতে জলযুদ্ধ

গৌহাটি, ১০ এপরিল—খুব বিশ্বস্তসূত্রে এখানে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ, পাবনা শহরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পাদ্মা নদীতে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। দ্বিতীয় দিনের এই জলযুদ্ধে একদিকে মুক্তি ফৌজের দেশী দ্রুতগামী নৌকা আর অন্যদিকে পশ্চিম পাক সৈন্যের গান-বোট।

—পি টি আই

ফেণীতে গুলিবিদ্ধ পাক বিমান

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

সমুদ্র থেকে কর্ণফুলি নদীতে ঢুকতে পারছে না। সেনাবাহিনী বন্দর এলাকায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করতে থাকে। নৌপরিবহণ কর্মীরা তার আগেই বন্দর ত্যাগ করে চলে যান। আরও খবর: চট্টগ্রাম সহ অন্যান্য শহরে নতুন সৈন্য আমদানি করা হয়েছে। সেনাবাহিনী স্থলপথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য পথ কর্মীদের দ্রুত কাজে যোগ দিতে আদেশ দিয়েছেন।

পূর্ব বাংলার পক্ষে রুশ সাপ্তাহিক

মসকো, ১০ এপরিল—সোভিয়েট রাশিয়ার সংবাদ সাপ্তাহিক 'নিউ টাইমস' আজ দু পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে জোরালো মত উপস্থাপন করেছেন।

এই পত্রিকার মতে, পাকিস্তানের যুদ্ধবাজ সেনা নায়করাই ইয়াহিয়া খাঁর পদচ্যুতির হুমকি দিয়ে ঢাকার আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়েছে। এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা এখন জটিল।

রাশিয়া ইন্দিরা গান্ধীর মন্তব্য এবং সংসদের প্রস্তাবটি সবিস্তারে আলোচনা করে ভারতীয়দের মনোভাবের কথা প্রকাশ করেছে এবং বিশ্বের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক জনগণ পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

এই পত্রিকায়, পূর্ব বাংলার রক্তপাত বন্ধ করে অবিলম্বে রাজনৈতিক সমাধান আনার জন্য প্রেসিডেনট পদগরনির আবেদনটিও সবিস্তারে প্রকাশ করা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে স্বর্থবাজ ব্যক্তিরাই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবির বিরোধী। —পি টি আই

মুজিব কোথায়? জল্পনা অনেক, স্পষ্ট জবাব নেই

অমিয় দেবরায়

আগরতলা, ১০ এপরিল—বাংলা দেশের অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবর রহমান কোথায়?—আওয়ামি লীগের অনেক নেতা এবং অন্যান্যদেরও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু সঠিক কোন উত্তর মেলেনি।

এ বিষয়ে উত্তর, রটনা এবং গুজবগুলি (স্পষ্টতই পরস্পর-বিরোধী) এই রকম—(১) ইয়াহিয়া রাওয়ালপিনডিতে ফিরে যাওয়ার সময় মুজিবকে সংগে নিয়ে গিয়েছেন। (২) মুজিব মুক্তই আছেন। (৩) পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর কিছু লোক তাঁর ধানমণ্ডির নিবাস থেকে তাঁকে নিরাপদ কোন স্থানে নিয়ে গিয়েছেন। (৪) পাক ফৌজের কিছু লোক গুলি চালাতে চালাতে তাঁর নিবাসে ঢোকে এবং তাঁকে নিয়ে চলে যায়।

একটি বিষয়ে সকলে একমত: ২৫ মারচ রাত নটার পর মুজিবকে আর দেখা যায়নি।

এ কী সাজানো?

রাওয়ালপিনডি, ১০ এপরিল—পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবর রহমানের একটি ফোটোচিত্র আজ প্রকাশ করেছেন। 'ধৃত' অবস্থায় তাঁর এই ছবিটি তোলা হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, শেখ একটি ঘরের মধ্যে সোফায় উপবিষ্ট, দুজন পুলিশ কর্মচারী তাঁর দু' পাশে দাঁড়িয়ে। পরিবেশটি একেবারে করাচি বিমান বন্দরের ভি আই পি লাউনজের অনুরূপ।

ছবিটি অবশ্য কখন নেওয়া হয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই। ছবিটির শিরোনামে রয়েছে: শেখ মুজিবর রহমান (কয়েদ অবস্থায়)।

—রয়টার

নে উইন অসুস্থ

নয়াদিল্লি, ১০ এপরিল—ব্রহ্মের বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইনকে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়ানসেস-এর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

ফেবরুয়ারি মাসে চিকিৎসার জন্য লনডন যাত্রা করার আগে তিনি যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবারকার আক্রমণও সেইরূপ।

জেনারেল নে উইন লনডন থেকে রেংগুনে ফিরে যাওয়ার পথে বৃহস্পতিবার এখানে আসেন। আজই বিকালে তাঁর রেংগুন যাত্রা করার কথা ছিল। তাঁর যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মেডিকেল ইনসটিটিউটে জেনারেল নে উইনকে দেখতে যান। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ কে পি মাথুর জেনারেল নে উইনকে পরীক্ষা করেন।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

বর্শার ঘায়ে একজন নিহত

শনিবার বাউড়িয়া থানার সন্তোষপুরে বর্শার আঘাতে এক ব্যক্তি মারা যান বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

মাছধরা নিয়ে দু' দলের মধ্যে সংঘর্ষের সময় ওই ব্যক্তি বর্শাবিদ্ধ হন বলে পুলিশ জানায়।

পাকিস্তানে মারকিন সাহায্য বন্ধ হতে পারে

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৯ এপরিল—বাংলা দেশের ব্যাপারে একটা শান্তিপূর্ণ ফয়সালায় না পৌঁছলে পাকিস্তানকে দেউলে করে ছেড়ে দেবেন বলে মারকিন সরকার জংগীশাহীকে সাবধান করে দিয়েছেন।

ওয়াশিংটনের ইভনিং স্টার-এর এক খবরে এটা জানা গেল। খবরে আরও বলা হয়েছে, আগামী জুনে যে দেনা শোধ করার কথা ছিল তার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য পাকিস্তান বিশ্বব্যাংকের কাছে আবেদন জানায়। কিন্তু সে আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। মারকিন সরকারও তাদের দেনার ব্যাপারে এই পথই নিচ্ছেন।

খবরে আরও প্রকাশ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত সাহায্য আর না দেওয়ার কথা মারকিন সরকার ভাবছেন। এবং এখন যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তাও দেওয়া হবে যদি দেখা যায় যে তাতে পূর্ব ও পশ্চিম দুই পাকিস্তানই উপকৃত হবে।

সংবাদপত্রের এই খবরটা যে সত্যি রাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র শ্রীচারলস ব্রের আজকের কথাবার্তায় তা বেশ বোঝা গেল। শ্রীব্রে বলেন, পাকিস্তানকে সাহায্য দানের সবগুলি পরিকল্পনা নতুন করে ভেবে দেখা হচ্ছে। —পি টি আই

আসাম ও মেঘালয়ে বাংলাদেশের চার হাজার উদ্বাস্তু

শিলং, ১০ এপরিল—এই সপ্তাহে বাংলা দেশে পাক বিমানের ব্যাপক বোমাবর্ষণের দরুন প্রায় চার হাজার বাংগালী উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে আসাম ও মেঘালয়ে প্রবেশ করেছেন। তাঁদের ১৫টি ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে। এই ত্রাণ শিবিরগুলি স্থাপন করেছেন আসাম ও মেঘালয় সরকার। ৬২০ মাইল দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর এই ত্রাণ শিবিরগুলি অবস্থিত। এই উদ্বাস্তুরা এসেছেন বাংলা দেশের শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলা থেকে। উদ্বাস্তুদের বিবরণ অনুযায়ী পাক বিমান থেকে বোমাবর্ষণের দরুন বহু নাগরিক হতাহত হয়েছেন এবং অসংখ্য গৃহ ধূলিসাৎ হয়েছে।

কোচবিহারের খবর অনুযায়ী রংপুর জেলার নীলফামারী মহকুমা শহর থেকে প্রায় তিনশত উদ্বাস্তু গতকাল হলদিবাড়ি হয়ে কোচবিহারে প্রবেশ করেছেন। তাঁদের অনেকের শরীরে বুলেটের আঘাত রয়েছে। ও'দের জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

পশ্চিম পাক সৈনারা নীলফামারী শহরে অযথা অগ্নিসংযোগ করে, গুলি চালায় এবং লুঠ করে।

কৃষ্ণনগরের খবর, পাক জাতীয় পরিষদের সদস্য শ্রীসাইদুদ্দিন আমেদকে অনেকটা শেখ মুজিবরের মত দেখতে। তাঁকে দেখে মুক্ত বাংলা দেশে সফররত প্রেস ফটোগ্রাফাররা ঘন ঘন ক্যামেরায় ছবি তোলেন। বাংলা দেশ সরকারের একজন অফিসার জানান, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গত ৯ এপরিল টিক্কা খানের মত দেখতে একজন লোক যদি গভরনর হিসাবে শপথ নিলে সবাই হতচকিত হন। এ ব্যাপারটাও তেমনি। —পি টি আই

কাশ্মীর বনধের ডাকে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি

শ্রীনগর, ১০ এপরিল—এখানে নির্ভরযোগ্য মহলে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে যে কয়েকজন পাকিস্তান সমর্থক নেতা আজ কাশ্মীর "বনধের" যে ডাক দিয়েছিলেন তাতে জনসাধারণ বিশেষ সাড়া দেননি।

কয়েকটি স্থান ছাড়া শ্রীনগরে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছিল। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

শেখ আবদুল্লা এবং গণভোট ফ্রনটের নেতাদের বহিষ্কারের আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশের প্রতিবাদে "বনধের" ডাক দেওয়া হয়।

রায়গঞ্জে রাইফেল লুঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা

রায়গঞ্জ, ১০ এপরিল—গতকাল রাত প্রায় ৮টার সময় রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুরে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ছোরা ও লোহার রড নিয়ে দুজন পুলিশ কনস্টেবলকে আক্রমণ করে তাদের কাছ থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা প্রথমে ট্রাফিক কনসটেবল ছুটে এলে তাদের কাছ থেকেও রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চলছে।

হলদিবাড়ী এলাকায় দু'হাজার উদ্বাস্তুর প্রবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

হলদিবাড়ী, ১০ এপরিল—নিলফামারি ও ডোমার এলাকা থেকে ভারত-বাংলা দেশ সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় দু' হাজার উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করেছেন। জেলা কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে রিলিফ ক্যাম্প খোলার নির্দেশ দিয়েছেন।

দেওগঞ্জে ভারতীয় সীমান্ত অফিসারদের নিযুক্ত করা হয়েছে যাঁরা বাংলা দেশ থেকে চলে আসছেন তাঁদের নাম রেজিস্টার করার জন্য।

প্রতিবেশী দেশগুলির ঘটনাবলী ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী দিল্লীর পুলিশের লোকদের পদক বিতরণ করেন। তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলিতে যেসব ঘটনা ঘটছে, ভারতের ওপর সেগুলির প্রতিক্রিয়া পড়তে বাধ্য।

সাম্প্রদায়িক এবং সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অভ্যন্তরীণ বিপদসমূহের আশংকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সে সম্পর্কেও জনগণকে সতর্ক করে দেন।

তিনি বলেন, একেবারে উপায়ান্তর না দেখলে পুলিশ তখনই কেবল শক্তি-প্রয়োগ করবে। আইনশৃংখলা অব্যাহত রাখার জন্য জনগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। —পি টি আই

অন্যান্য চিত্রগৃহে

জয়া ৩৯৩৫ ১, ৪, ৭
আনন্দ

জেম প্রত্যহ বেলা ১১টায় নূতন, সঞ্জীব, স্নেহময়
দেবী (রঙীন)

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩১৭ ১ ৪, ৭টায়
এন্টনী ফিরিঙ্গী

বিনোদিনী বাগুইআটি ১, ৪, ৭টা
মুক্তিস্নান

পূর্বাশা ৪৬-২০০২ ১ ৪॥, ৭॥টা
হামজোল

নবীনা প্রত্যহ ১২, ৩॥, ৬॥ তাপনিয়: ৪৬-৮০৯১
গ্যাম্বলার (২য় সপ্তাহ)

রাধাশ্রী (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩০০০ ১॥, ৪॥, ৭॥টা
গ্যাম্বলার

অতীন্দ্র বাতানুকূল, ব্যারাকপুর ব্যারাকপুর-৩৪০ প্রত্যহ ১॥ ৪॥ ৭॥
আই মিলন কী বেলা

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০৯২ ১২॥ ৩॥ ৬॥
চৈতালী (তনুজা - বিশ্বজিৎ)

অলকা শিবপুর ৬৭-২০২৭ আজ সকাল ১০টায়
Daniel Boone—Frontier Trail Rider (রঙীন)

নারায়ণী তাপনিয়: ৫৬-৩৩০৮ ১॥, ৪॥, ৭॥টা
আনন্দ

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১ ১, ৩॥, ৬টায়
RETURN OF RINGO

সুরশ্রী ৩৫-৩৪০৩ ১২, ৩, ৬
রাজতিলক

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২ ৩ ৬
সোনা বৌদি (৩য় সপ্তাহ)

রূপায়ন সেনেমা ৪৫ ২৭০৩ ১॥, ৪॥, ৭॥
দি ট্রেন (হিন্দি)

শ্যামলী ৬৭-২০৫৮ ১, ৪, ৭টা
চারুলতা

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৫ ১॥ ৪॥ ৬॥
20,000 Leagues under the Sea

আভিজাত্যের অন্তরালে বর্তমান সমাজের এক নগ্ন চিত্র
বি. আর. ইশারার
চেতনা
নীতিন ফিল্মসের
ইস্টম্যানকালার
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
এ। লট প্রত্যহ ৩, ৬, ৯

উত্তেজনাপূর্ণ ৩য় সপ্তাহ
আশা পারেখ ও রাজেশ খান্না
যৌবনদীপ্ত অভিনয়ধন্য
আন মিলো সজনা
প্যারাডাইস — ম্যাজেস্টিক
(২, ৫-৩০, ৮-৪৫) (২-৩০, ৫-৪৫, ৯)
উজ্জলা (কেবল বেলা ১১-৪৫টা)
প্রভাত (২॥, ৫৸, ৯) - খান্না (১॥, ৪৸, ৮)
রূপালি (২।, ৫॥, ৮৸) -ভবানী (২, ৫, ৮)
বঙ্গবাসী ॥ অজন্তা ॥ অশোক ॥ গাতুনমহল
লক্ষ্মী ॥ শ্রীলক্ষ্মী ॥ রজনী ॥ স্বপ্না
আরতি ॥ চলচ্চিত্রম ॥ বোম্বে (খড়াপুর)
রূপক (পাটনা) এবং
নবীকৃত লিলুয়া (১, ৪-৩০, ৮)
অতিরিক্ত মর্নিং শো
রবিবার বেলা ১০-৩০টা প্যারাডাইস ও ম্যাজেস্টিক এবং বেলা ১১টা প্রভাত

বিশ্বরূপা ফোন- ৫৫-৩২৬২)
আমার লেখা 'কোথায় পাবো তারে' একটি ভ্রমণ কাহিনী। কেউ কেউ ভ্রমণোপন্যাস আখ্যা দিতে চেয়েছেন। জানি না, এরকম আখ্যা দেওয়া যায় কী না। বাঙলা দেশের বিবিধ স্থান, মেলা, বহু ঘটনা, তার সঙ্গে বহু চরিত্র এই সুদীর্ঘ কাহিনীতে সন্নিবেশিত হয়েছে।
এ বইয়ের নাট্যরূপ দান করা আমার চিন্তায় অকল্পনীয়। কিন্তু সেই অকল্পনীয়কে কল্পনীয় করে তুলেছেন নাট্যকার শ্রীরাসবিহারী সরকার। তাঁর কৃত 'কোথায় পাবো তারে'—এর নাট্যরূপ আমি শুনেছি। শুনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। তিনি একটি বিশেষ ধারায় নাট্যরূপটিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, এবং সন্দেহ নেই সার্থক হয়েছেন। বিশাল কাহিনীর কোথাও মূল সুরটি কেটে যায়নি, ব্যাহত হয়নি। অথচ কাহিনীর সর্বত্র তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয়নি। সেখানেই তাঁর দক্ষতা।
রাসবিহারীবাবুকে আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।
কালকূট (সমরেশ বসু)
আজ ২॥ ও ৬টায়
বৃহস্পতিবার ও শনিবার ২॥ ও ৬টায়
কোথায় পাবো তারে
নাট্যক নির্দেশনা রাসবিহারী সরকার
কাহিনী/কালকূট (সমরেশ বসু)
বাউল সুর : পূর্ণদাস বাউল
আলো : তাপস সেন, মঞ্চ : সুরেশ দত্ত
অন্যান্য সুর : সুধাংশু মাইতি
ধ্বনি : কমল চৌধুরী, রূপসজ্জা : শক্তি
— শ্রেষ্ঠাংশে —
জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, নির্মল ঘোষ, মনু মুখার্জী, সুধাংশু মাইতি, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, সঙ্গীতা কর, গীতা নাগ, উমা পালচৌধুরী, ব্রতী দত্ত এবং কণিকা মজুমদার ও দিলীপ রায়

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক!
সীমা
আজ : বেলা ২॥ ও সন্ধ্যা ৬টায়
বৃহস্পতিবার ১৫ই [বাং নববর্ষ] ২॥ ও ৬টায়
॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, বাসন্তী চট্টো, সুখেন দাস, পঞ্চানন ভট্টা, দীপিকা দাস, কল্পনা মুখো, কালিদাস গাঙ্গুলী, মেনকা দাস, শৈলেন মুখো, করুণ বন্দ্যো, সুশীল চক্র, প্রিয়া চট্টো, সুশীল দে, কুমারী রিঙ্কু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
আজ : ২॥ ও ৬টায়
বৃহঃ ২॥ ও ৬টা * শনি : ৬টা
সমরেশ মিত্রের
বাবা বদল
শ্রেঃ জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, ইন্দিরা, রমা, সাধনা ও সরযূ দেবী

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী সহযোগিতায়
নান্দীকার
শুক্রবার মুক্ত অঙ্গনে ৭টায়
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ মুক্ত অঙ্গনে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ॥

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতি ২॥ ও ৬টায় শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্ত অঙ্গন ৪৬-৫২৭৭ শৌভনিক
আজ সন্ধ্যা ৬/৩০টায়
এ্যালবি অনুপ্রাণিত
মলাটের রঙ মুহূর্ত
প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য

শতাব্দী
আজ সন্ধ্যা ৬টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
শতাব্দী'র ॥ বাদল সরকারের
বল্লভপুরের রূপকথা
১, থেকে ৫, ছাত্র ৫০ পঃ ৯টা থেকে হলে
উত্তর কলকাতায় আর একটি সুযোগ
শনি, ১৭ই এপ্রিল : প্রতাপ মেমোঃ হল
টিকিট : দেবী পুস্তকালয় (হেদুয়া মোড়)

বিশেষ অনুরোধে তৃতীয় সপ্তাহ
মিনার্ভা ৩, ৬ ও ৯টা
প্রকৃত প্রেম ও রোমান্সের অপরূপ কাহিনী!
কলাম্বিয়া পিকচার্সের নিবেদন
গ্রেগরি পেক - ওমর শরিফ অভিনীত
ম্যাককেনাজ' গোল্ড (ইউ)
টেকনিকলার। সপরিবারে উপভোগ্য।

নটরাজ নিবেদিত
রবীন্দ্রনাথের
ফাল্গুনী
১৩ এপ্রিল ॥ সন্ধ্যা ৭টা
রবীন্দ্র সদন
হলে টিকিট ॥ ৫, ৩, টাকা

বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে রবীন্দ্র সদনে ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৬॥টায়
নাট্যভারতী
থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টির ফোন—২৪-৩২৬৯
(১০৭ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলি-৫
ব্রাঞ্চ অফিস—৩৮এ ক্রীক রো, কলি-১৪)
বিনয়-বাদল দীনেশ
শ্রেঃ পঞ্চু সেন-জ্যোৎস্না দত্ত
সংগৃহীত সমস্ত অর্থ মুক্তি যোদ্ধাদের দেওয়া হবে এবং শিল্পীরা কোন পারিশ্রমিক নেবেন না।
অন্যান্য পালা — সংগ্রামী মানুষ;
বাঁচার লড়াই — অভিসারিকা
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের বুকিং চলিতেছে।

রবীন্দ্র সদনে
মাদার্স স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের সাহায্যার্থে
নান্দীকারের
তিন পয়সার পালা
২১শে এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬টায়
টিকিটের হার—৩, ও ৫,
প্রাপ্তিস্থান:—রবীন্দ্র সদন, বসুশ্রী, স্টাইলো (গড়িয়াহাট) ও মুক্ত অঙ্গন
(সি ১৯০৭)

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম (তাপনিয়:)
আজ : নূতন সূচী
ইংরেজি : বেলা ১০টা ও বিকাল ৫-১৫টা
হিন্দি : বেলা ১১টা, ১-৩০টা, বিকাল ৪টা ও রাত্রি ৮টা
বাংলা : বেলা ১২-৩০, ২-৪৫টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

মুক্ত অঙ্গন মঙ্গলবার ১৩ই
প্রয়াসী নাট্যসংস্থা প্রযোজিত
পরশুরামের
ভুশণ্ডীর মাঠে
সঙ্গে প্রজ্ঞানবাবু বিবেকবান
সন্ধ্যে ৭টা হল-এ টিকিট
(সি ১৮১০)

● শেষ সপ্তাহ ●
প্রতিবাদ
॥ পরিচালনা : তপেশ্বর প্রসাদ ॥
রাধা ● পূর্ণ
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫৸, ৮৸)
রানাঘাট টকীজ ॥ লক্ষ্মী সিনেমা ॥ বনশ্রী
ডানলপ ॥ ফাল্গুনী (২য়) ॥ অরোরা (২য়)
চিত্রবাণী (২য়) ॥ রূপছায়া (২য়)
রূপকথা (২য়) ॥ শান্তি (২য়) ॥ বলাকা
শ্রীদুর্গা ॥ স্বর্ণঘর (আগরতলা)

দি লাইট হাউস—প্রত্যহ ৩, ৬টা ও রাত ৮-৪৫
আজ সকাল—১০-৩০টায় (এ)
গণ বিদ্রোহ! অস্ত্র ডাকাতি! বিশ্বাসঘাতকতা!
CROSS FIRE IN CARACAS

* রবার্ট এ্যান্থনী * হেলেন চ্যানেল *
গুডউইনের টেকনিকলর ছবি!

জনপ্রিয় ৩য় সপ্তাহ!
বর্তমান গলিত অবহেলিত সমাজ ব্যবস্থার রূঢ়-বাস্তব কাহিনী আর সেই নির্মম সত্যের নির্মল রূপায়ণ
প্রতিটি ঘরের মমতাময়ী বৌদিদেরই একজন
সোনা বৌদি
যার পরিচয় পাবেন
বসুশ্রী-বীণা-মিত্রা
৩-৬-৮৸-২॥-৫-৭॥-২-৫-৭৸
পদ্মশ্রী (৩য়) সুচিত্রা (৩য়) শ্যামাশ্রী (৩য়) মায়া (৩য়) নেত্র (৩য়) শ্রীমা (৩য়) শ্রীরামপুর টকীজ (৩য়) নৈহাটী সিনেমা (৩য়) অলকা (২য়) নিউ তরুণ (২য়) ইন্দ্রধনু (২য়) শ্রীদুর্গা (চন্দননগর, ২য়) কৈরী (চুঁচুড়া, ২য়)
॥ দীপেশ চিত্র পরিবেশিত ॥

যাদুকর সুবীর সরকার দেশবিদেশের বিভিন্ন মঞ্চে অদ্ভুত পূর্ব সাফল্যের সাথে যাদু-প্রদর্শন করায় আন্তর্জাতিক যাদুকরী সংস্থার পক্ষ থেকে পেয়েছেন "মরেল মাল্য" (পৃথিবীর সেরা যাদুকরের স্বীকৃতি)। আসছে ১৩ই, ১৪ই, ১৯শে এপ্রিল জলপাইগুড়িতে জনগণের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর সদলবলে আবির্ভাব।
(সি ১৬২৩)

কথাকলি প্রযোজিত 'সীমাসমুদ্র' (অস্কার ওয়াইল্ডের আইডিয়াল হাসব্যান্ড-এর অনুসরণে) ১১ই এপ্রিল, ৭১ ॥ রবিবার ॥ রবীন্দ্র সদন ॥ ১০, ৫, ৩, ও ২, টাকার টিকিট পাওয়া যাচ্ছে।
(সি ১৩৮১)

রাধাচরণ স্মৃতি পাঠাগারের সাহায্যকল্পে
২৭শে মার্চের পরিবর্তে
আগামী ১৭ই এপ্রিল শনিবার
সারারাত্রব্যাপী বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান
অংশ গ্রহণ করছেন : মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ললিতা ধরচৌধুরী, পূর্ণদাস বাউল, মন্টু ভট্টাচার্য (হরবোলা), রাধাকান্ত নন্দী আরও অনেকে।
স্থান :—ভদ্রকালী খেলার মাঠ,
আপার হরনাথপুর রোড।
মিহির ধরচৌধুরীর সৌজন্যে
(সি ১৮১৮)

বাংলা দেশের সংগ্রামী মানুষ
জিন্দাবাদ
স্বাধীন বাংলা দেশের জনসাধারণ শোষণ পীড়নের অবসানকল্পে সামরিক বর্বরতার বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছেন অভিনেতৃ সংঘ তাকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছে। সেই সংগ্রামের সঙ্গে একান্ত হয়ে তাকে সর্বতোভাবে সহায়তার উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছি:—
১। শিল্পিদের রক্তদান
২। নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ—
অভিনেতৃ সংঘের সভ্যবৃন্দ

মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯
— নতুন নাটক —
প্রশান্ত
উদ্বোধন : আগামী বৃহস্পতিবার ৬॥টায়
শনি ৬॥ : রবি ৩ ও ৬॥
অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

রঙ্গপীঠ
প্রযোজিত
— মৃগয়া —
মুক্ত অঙ্গন—১৩ই এপ্রিল, সন্ধ্যা ৭টা
— হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে —
(সি ১৭৫৩)

'....entertainment in picturesque setting.'
—অমৃতবাজার পত্রিকা
চৈতালী
সংগীত : শচীন দেববর্মণ
শ্রী : প্রাচী : ইন্দিরা
(১২, ৩, ৬) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৮৸)
অশোকা (বেহালা) - রূপনারায়ণ - শ্রীমতী
শ্রীলক্ষ্মী - বাণী - ছায়াবাণী (আরামবাগ)
বিশ্বকর্মা - ছায়াবাণী (কৃষ্ণনগর)

বসুশ্রী শীততাপনিয়ন্ত্রিত
আজ সকাল ১০-৩০
Stan Laurel ও Oliver Hardy -র
অফুরন্ত হাসি ও মজার ছবি!
"BEST OF LAUREL AND HARDY"
—বাচ্চাদের নিয়ে দেখুন!

১৫শ জনসম্বর্ধিত সপ্তাহ
রাজ কাপুরের
মেরা নাম জোকার
টেকনিকলার
লোটাস তাপনিয়ন্ত্রিত ১টা ও ৫-৩০টা

সুচিত্রা উত্তম
গিরিজা সিংহ প্রযোজিত
নবরাগ
৩টা, ৬টা, ৮-৪৫
মিনার • বিজলী • ছবিঘর
বাটা • জয়ন্তী • ছায়াবাণী • চিত্রভানু
চিত্রমন্দির • আমতলা টকীজ

আজ ৫টায় ও আগামী
রবিবার সন্ধ্যা ৬টায়
এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসে
বহুরূপী প্রযোজনা ॥ বাদল সরকারের
পাগলা ঘোড়া
মঞ্চ : খালেদ চৌধুরী ॥ আলো : তাপস সেন
আবহ : অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়
● নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র ●
॥ হলে টিকিট আজ সকাল ১০টা থেকে ॥

তরুণ অপেরা ৫৫-৭১২১
বহির্বঙ্গে ও বঙ্গে
১৪ই এপ্রিল ডি, আই, পি, মোড়
প্রফুল্ল কল্যাণী
১৯শে বসিরহাট ২০শে বেলদা ২১শে বনগাঁ
২৪|২৫ ভিলাইনগর মিলন সংঘ
২৬|২৭ রায়পুর রবীন্দ্র ভারতী
২৮|২৯ রাউরকেল্লা প্রবাসী ক্লাব
১লা মে বাসুদেবপুর ২রা খালিশানি
মনসাতলা
৩|৪ গাবরোড়িয়া ৭|৮|৯ বোম্বাই মারুছায়া
পিকচার্স আমন্ত্রিত

লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা
দেখবি যদি আয়
ধাঁই ধাপ্পা ধাঁই ধাপ্পা
আন্টি আছাড় খায়
উত্তম অপর্ণা সম্রাট-সুচেতা মধুমিতা-পাপিয়া টিঙ্কু
জীয়ন জিয়ন্তী
পরিচালনা এস মল্লিক
সঙ্গীত মানবেন্দ্র
উত্তরা : পূরবী : উজ্জ্বলা
১২টা, ৩টা, ৫৸ — ৩টা, ৫-৪৫ ও ৮-৩০
গৌরী (৪) মানসী (৪) অন্নপূর্ণা (২)
বারুইপুর (২) রূপশ্রী (২) রূপমহল (২)
গ্র্যান্ড কটক - মুকুল - বিচিত্রা - সুভাষ
ইনস্টিটিউট - মগরা সিনেমা - শ্রীদুর্গা

আজ, আজ, আজ

সিনবাদ জাহাজে প্রমোদ ভ্রমণ করুন
আউটরামঘাট ছাড়ছে প্রথম ট্রীপ বিকাল ৪টা দ্বিতীয় ট্রীপ বিকাল ৬-৩০টায়। সুন্দর দৃশ্য, সঙ্গীত, নৃত্য, অর্কেস্ট্রা ক্যাবারে উপভোগ করুন। বয়স্কদের—১০, টাকা, শিশু—৫, টাকা। টিকিট :—অজন্তা রেস্টুরেন্ট, এসপ্ল্যানেড। আউটরামঘাট ৩টা হইতে।

চলুন যাই
ফিরপো'র
মহারাজায়
সুলভ মূল্যে
সর্বোৎকৃষ্ট
ভারতীয়
খাদ্যসম্ভার
সংরক্ষণের জন্য ফোন ২৩-৬০৩২
(৫৬০৩)

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
(নবরূপে সুসজ্জিত। ৩৫-৫৫১৮)
আজ ও বৃহস্পতিবার
(নববর্ষ) ২॥টা ও ৬টা
আলোড়ন সৃষ্টিকারী সমরেশ বসুর
সওদাগর
নাট্যরূপ : সমরেশ চক্রবর্তী
আলো ও মঞ্চ : অমর ঘোষ
বিশেষ আলো : শিবনাথ ব্যানার্জি
॥ নায়িকার ভূমিকায় : তৃপ্তি মিত্র ॥
শ্রেঃ জ্ঞানেশ মুখার্জি, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, শম্ভু বন্দ্যো, ব্রজেন চট্টো, গণেশ শর্মা, পান্না চট্টো, অরিন্দম কুণ্ডু, চিত্ত চট্টো, সতীকান্ত, শোভেন, ঋষি, অলকা গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা মুখার্জি, তাপসী চক্র, আরতি দাস ও তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী এবং বিশিষ্ট চরিত্রে রবি ঘোষ।
— কণ্ঠসঙ্গীতে মঞ্চে প্রথম —
হেমন্ত মুখার্জী, সতীনাথ মুখার্জী ও শ্যামল মিত্র
গান : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : নচিকেতা ঘোষ
তত্ত্বাবধায়ক : তৃপ্তি চ্যাটার্জী

রূপকার প্রযোজিত
ব্যাপিকা বিদায়
নির্দেশনা—সবিতাব্রত দত্ত
মুক্ত অঙ্গন সন্ধ্যা ৭টা ১২|৪|৭১
হলে টিকেট

সম্মিলিত ৩৪ সপ্তাহ
উত্তম-অপর্ণার শ্রেষ্ঠ অভিনয়-ধন্য

যাত্রিক পরিচালিত
এখানে পিঞ্জর
প্রত্যহ বেলা ১২, ৩-১৫ ও ৬-১৫ মিঃ
রূপবাণী ● ভারতী ● অরুণা
গোধূলি (২য়), শিবানী (২য়)
কল্পনা, অমর টকীজ, শঙ্কর
নিউ সিনেমা (কোচবিহার)
নিউ সিনেমা (ব্যারাকপুর)

২য় জনপ্রিয় সপ্তাহ
পরম রমণীয় অত্যাশ্চর্য ছবি
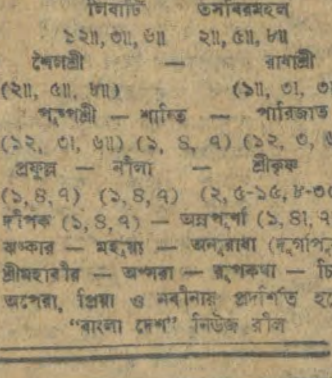
দেব আনন্দ অভিনীত
গ্যাম্বলার
(তাপনিয়ন্ত্রিত)
অপেরা (১১॥, ৩, ৬, ৯) জেম (২।, ৫॥, ৮৸)
প্রিয়া (১১।, ২॥, ৫॥, ৮॥)
কৃষ্ণা (২॥, ৫॥, ৮॥) নবীনা (১২, ৩॥, ৬॥)
লিবার্টি তসবিরমহল
১২॥, ৩॥, ৬॥ ২॥, ৫॥, ৮॥
শৈলশ্রী — রাধাশ্রী
(২॥, ৫॥, ৮॥) (১॥, ৩।, ৩॥)
পুষ্পশ্রী — শান্তি — পারিজাত
(১২, ৩॥, ৬॥) (১, ৪, ৭) (১২, ৩, ৬)
প্রফুল্ল — নীলা — শ্রীকৃষ্ণ
(১, ৪, ৭) (১, ৪, ৭) (২, ৫-১৫, ৮-৩০)
দীপক (১, ৪, ৭) — অন্নপূর্ণা (১, ৪॥, ৭॥)
ঝংকার — মহুয়া — অনুরাধা (দুর্গাপুর)
শ্রীমহাবীর — অপ্সরা — রূপকথা — চিত্রা
অপেরা, প্রিয়া ও নবীনায় প্রদর্শিত হচ্ছে "বাংলা দেশ" নিউজ রীল

রবীন্দ্র জন্মোৎসবে পদাবলীর অর্ঘ্য
রবীন্দ্র সদন ॥ রবিবার ॥ ২রা মে ॥ সন্ধ্যা সাড়ে ছটা
মূকাভিনয় : যোগেশ দত্ত; আবৃত্তি : দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যের দ্বৈত অনুষ্ঠান: দিবস রজনী; শিল্পী : অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুবী দত্ত;
আলো : তাপস সেন; মঞ্চ : সুরেশ দত্ত
টিকেট : ২·০০, ৩·০০, ৫·০০, ১০·০০
প্রাপ্তিস্থান : মেলোডি (রাসবিহারীর মোড়), ট্রেডার্স ব্যুরো (শ্যামবাজার পাঁচ রাস্তার মোড়) এবং বাণীশ্রী বস্ত্রালয় (গড়িয়াহাট)
(সি ১৬৪৯)

চলচ্চিত্রে এর এক বিস্ময়কর আবির্ভাব!
আনন্দ (রাজেশ খান্না)
জীবনের দুরূহতম সংকটকে যে স্বচ্ছন্দে তুচ্ছ করতে পারে।

হৃষিকেশ মুখার্জীর
আনন্দ
ইস্টম্যানকলার
ওরিয়েন্ট ॥ হিন্দ (দুজায়গায় ৩, ৫৸, ৮॥ : এয়ার কণ্ডি)
পূর্ণশ্রী ॥ প্রিয়া ॥ গণেশ ॥ কালিকা
(২॥, ৫॥, ৮) (সকাল ১১॥টায়) (১২॥, ৩॥, ৬, ৮॥) (২॥, ৫॥, ৮)
ছায়া ॥ পার্কশো চিত্রপুরী : পি-সন : পিয়ালী
(৩, ৫॥, ৮) (৩, ৬, ৯) কল্পনা : পিকাডিলি : জয়া
জয়ন্তী ॥ সন্ধ্যা ॥ নারায়ণী ॥ রামকৃষ্ণ ॥ চিত্রালয়
(রিষড়া) (খড়দহ) (১॥, ৪॥, ৭॥) (নৈহাটি) (দুর্গাপুর)
* হিন্দ, আজ সকাল ১০॥টায় অতিরিক্ত শো

পূর্ব বাঙলার মুক্তিফৌজের সাহায্যার্থে নৃত্যনাট্য
রাগিণী
ক্ষুধিত পাষাণ
একক সঙ্গীতে॥
অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্দেশনা ও শ্রেঃ অসিত চট্টোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত—দীনেশ চন্দ। আলো—কণিষ্ক সেন ॥ সংগঠনে—বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়। অংশ গ্রহণে ॥ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, সাধন গুহ, বটু পাল, শ্রীলেখা। রবীন্দ্র সদন : ১৭ই এপ্রিল—সন্ধ্যে ৬-৩০
প্রাপ্তিস্থান : রবীন্দ্র সদন, স্টাইলো
(সি ১৬৯৭)

ইহা একটি সাধারণ প্রেমের গল্প নয়!

আই ফিল্মস (গোয়া)
প্রিয়া
সঞ্জীব • তনুজা
পরিচালনা : গোবিন্দ সরাইয়া
সঙ্গীত : কল্যাণজী আনন্দজী
জ্যোতি নাজ ইন্দিরা
(২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০) (৩, ৬, ৯) (২, ৫, ৮)
তাপ-নিয়ঃ (বাতানুকূল)
ন্যাশনাল — মৃণালিনী — রিজেন্ট — নবভারত — নবরূপম — রুক্মিণী
রামকৃষ্ণ — রূপশ্রী — তটিনী

শুক্রবার ১৬ই এপ্রিল থেকে
বিষয়বস্তু - প্রয়োগসৌষ্ঠব ও আবেদনে বলিষ্ঠ
● আপনার মনের মত ছবি ●
স্ক্রীন জেমস (মাদ্রাজ)
আঁসু আউর মুস্কান
ইস্টম্যানকলার
হেমা মালিনী
অজয় সাহনী
ওম প্রকাশ
...বিনয় শিশু রবি
পদ্মিনী (অতিথি)
মনমোহন (অতিথি)
বিশেষ আকর্ষণ
কিশোর কুমার

পরিচালনা পি. মাধবন • সংগীত কল্যাণজী আনন্দজী
সোসাইটি - জেম - দর্পণা - নবীনা - নাজ - লিবার্টি
(প্রতিটি চিত্রগৃহই তাপ নিয়ন্ত্রিত)
ন্যাশনাল • রাধাশ্রী • রমা নিশাত • নবভারত • নবরূপম
শ্রীকৃষ্ণ • প্রফুল্ল • অতীন্দ্র • রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য চিত্রগৃহে
● মঙ্গলবার ১৩ই অগ্রিম বুকিং শুরু ●

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে
এই ছবি আপনার মনে দেশ মাতৃকার জন্যে মহৎ প্রেরণা উদ্দীপ্ত করবে

ভারত ভূষণ • কল্পনা
শেইজী ইরাণী-জনী ওয়াকার অভিনীত
নবাব সিরাজদ্দৌলা
পরিচালনা রামচন্দ্র ঠাকুর সঙ্গীত মদনমোহন
রিগ্যাল-কৃষ্ণা (তাপ-নিয়ঃ) -বিধুশ্রী-জওহর
১২, ৩, ৬, ৮৸ (কেবল বেলা ১১-৩০টা) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৯)
নূরমহল (৩, ৬, ৯) এবং অন্যত্র

শ্রীরঞ্জিৎমল কাংকারিয়া নিবেদিত
জননী
রচনা-পরিচালনা • অজিত গাঙ্গুলী
পরবর্তী আকর্ষণ : রুদ্ধ - গণ
পদ্মশ্রী ॥ মায়া ॥ অলকা ॥ জয়শ্রী ॥ উদয়ন ॥ যোগমায়া
(যাদবপুর) (সালকিয়া) (শিবপুর) (বরানগর) (শেওড়াফুলি) (হাওড়া)
= বিশ্ব-পরিবেশনা : শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স প্রাঃ লিঃ =

পূর্ববাংলার ব্যাপারে ভূটান উদ্বিগ্ন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—ভুটানের রাজা আজ এখানে সাংবাদিকদের জানান, পূর্ব বাংলার যা ঘটছে তাতে ভুটান উদ্বিগ্ন। আমরা আশা করি যে, এর একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হবে। রাজা আরও বলেন, পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারত যে মনোভাব অবলম্বন করেছে ভুটান তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত হস্তক্ষেপ করছে বলে ভুটান মনে করে না।

ভুটানরাজ জনৈক বিদেশী সংবাদদাতার এক প্রশ্নের জবাবে জানান যে, ভুটান ও ভারতের মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে উভয় দেশের কেউই তার পরিবর্তন চায় না। এই চুক্তি অনুসারে পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে ভারত ভুটানকে নির্দেশ দিতে পারে। তবে সেই নির্দেশ মানা ভুটানের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। তবে উভয় দেশ একই নীতি অনুসরণ করে থাকে।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি দাবি

পুরুলিয়া, ১০ এপ্রিল—এখানকার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে আজ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৪তম অধিবেশন শুরু হয়েছে। শনিবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে বাংলা দেশের জনগণের উপর পাক কর্তৃপক্ষের বর্বর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অধিবেশন আরও দুদিন চলবে।

ওই অধিবেশনে শ্রীতারাপদ লাহিড়ী স্বরচিত একটি সংগীত পরিবেশন করেন। সংগীতটির নাম—জয় বাংলা।

আজকের অধিবেশনে বাংলা দেশের পাঁচজন মহাপুরুষের স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এঁরা হলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, অতুলপ্রসাদ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ও যদুনাথ সরকার। এঁদের জীবনী ও কীর্তি বিষয়ে আলোচনা করেন সর্বশ্রী অপূর্ব সান্যাল, অমিয়সূদন ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ মুখারজি, বিভূতি দাশগুপ্ত, প্রণব কুণ্ডু ও দ্বিজেন সান্যাল।

• প্রতিটি মানুষের অন্তরঙ্গ ছবি •
তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো
দিলীপ • সায়রা • অনিল
সাগিনা মাহাতো

বনগাঁ হাসপাতালে শনিবার : পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর বর্বরতার শিকার। অনেক মানুষ আহত হয়ে এখানে এসেছেন চিকিৎসার জন্য। ভারতীয় ডাক্তার ও সেবিকারা অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের সেবা করে চলেছেন। —নিজস্ব-চিত্র

১০ জন খুন, সুবোধ দত্ত গুলিবিদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিশোরের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এদিন বেহালায় ২ ব্যক্তি খুন হন। এছাড়া এস এন রায় রোডে যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। দমদমে ১জন যুবক এবং হাওড়া শাঁকরাইলে ১জন বৃদ্ধ খুন হন। এদিন দুপুরে মাণিকতলা অঞ্চলে পাঁচনিশর গলিতে ১ তরুণ নিহত হন। এছাড়া কৃষ্ণনগরে ছুরিকাঘাতে ...

গোপাল মিত্র (৩০) শ্রীকাড়েশ্বর ত্রিপাঠী (২৫) ও শ্রীদীনু দে (১৬) ট্রেনে চন্দননগর থেকে হাওড়া যাচ্ছিলেন। পথে হিন্দ মোটর স্টেশনে একদল দুর্বৃত্ত তাঁদের জোর করে নামিয়ে নেয়।

পুলিশসূত্রে জানা যায়, শুক্রবার মাঝ রাতে দুর্বৃত্তরা ওই তিনজনকে খুন করে খালতের মাঠের কাছে একটি পুকুরের পাঁকের মধ্যে পুঁতে ...

স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার

অহিংসা হিংসার চেয়ে বড় শক্তি

'বাংলা দেশে'র মুক্তিসেনাদের জন্য সাহায্য

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেডের অসাংবাদিক অফিসারগণও 'বাংলা দেশের' জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য তহবিলে এক দিনের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাংলা দেশ সংযোগ রক্ষা সমিতি ...

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লিখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

ডাঃ হ্যানিম্যান জন্মোৎসব—৩টায় ৬২ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ ভারতসভা হলে পঃ বঃ রাজ্য হোমিওপ্যাথিক ফেডারেশন, হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞান পরিষদ ও হোমিও ক্লাব (পঃ বঃ)এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠান। সভাপতি—ডাঃ জে এন সরকার। প্রধান অতিথি—ডাঃ মনোরঞ্জনমোহন মুখারজি। নিবেদিতা ব্রতী সংঘ—৫॥টায় বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত সংগীত পরিবেশন। অনঙ্গমোহন হরিসভা—(২৪ ডবলু সি বানারজি স্ট্রীট) উদয়াস্তব্যাপী নাম সংকীর্তন ও শান্তি যজ্ঞ। স্টুডেন্টস হেলথ হোম—(১৪২।২ আচার্য জগদীশ বসু রোড) সকাল ১০টা থেকে ৩টা পর্যন্ত রক্ত গ্রহণ করা হবে। ঢাকা সাম্মিলনী—বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকাল ১০টায় ১২৪ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে জরুরী সভা। শোকসভা—বেহালা পৌরসভা প্রাঙ্গণে ৫টায় সুধাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকসভা। জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস—সকাল ১০টা চাঁপাতলা ইউনাইটেড ক্লাবের উদ্যোগে হেলথ অ্যাসোসিয়েশন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান। স্কুল অব লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড ফোনেটিকস—বেলা ১টায় অধ্যাপক প্রবেশ সিংহরায়ের ইংরাজি ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা। মহাবোধি সোসাইটি—৭টায় ৪এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটস্থ ধর্মরাজিকা বিহারে পূর্ণিমা উৎসব ও বৌদ্ধ সূত্র পাঠ।

'বসুমতী' নিয়ে আলাপ, আলোচনা

স্টাফ রিপোরটার

দৈনিক পত্রিকা 'বসুমতী' খোলার ব্যাপার নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রস্তাব রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন। শনিবার মহাকরণে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিংহ নাহার ও শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপাল দাস নাগ এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে শ্রীঅশোক সেনের সঙ্গে আলোচনা করেন।

আলোচনার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসেন তখনি কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। বসুমতী কর্মী সংঘের পক্ষ থেকে পত্রিকাটি চালু করার ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে এক স্মারকলিপি এদিন পেশ করা হয়।

ডালসিন
নিয়মিতভাবে যে কোন পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে
বিবরণীর জন্য লিখুন
বক্স নং ৫৪০৩ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা-১
(সি ১৫৬৪)

মারফি
মেরো-মুসাফির
প্রত্যেক স্টেশন স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে শোনা যায়
৪-ব্যাণ্ড ডিলাক্স ট্রানজিস্টর
মারফি

NESTLÉ
অভিনন্দন জানাই "মিল্কমেড সঙ্গীত প্রশ্নমালা" প্রতিযোগিতার বিজেতাদের
২৮শে মার্চের প্রতিযোগিতা

Mr. Typist
To please your Boss and to avoid scolding use LION COPY PAPER MANIFOLD available at all leading Stationers Phone: 22-6743

রিডাকশন সেল
তাঁত সিল্ক পোষাক
হাওড়া স্টোর্স

পাত্রী চাই

পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ২৮ গ্রাজুয়েট কেঃ সঃ স্থায়ী কর্মচারী (৬০০,)। টেকনিক্যাল পাত্রের জন্য সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ৪ বরের বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৫৫৮৩ আনন্দবাজার, কলিকাতা—১। (বি ও ৩৭১)

নাপিত পাত্রী চাই

পাত্রদ্বয় বি-এ/আই এস-সি এল সি ই সরকারী চাকুরে ৩০/২৮ সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৫৭৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৩৬৬)

পূঃ বঃ বনেদী বসু পরিবারের পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত কলিকাতার একটি বিশিষ্ট কোম্পানীর অফিসার (৩৬) ...

পাত্রী চাই

তিলী পাত্রী চাই

পাত্র (৩০) বি-এ দুর্গাপুরে চাকুরীরত (৬৫০,)। ফর্সা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৫২০৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২২৪)

কেঃ সঃ ক্লাশ ওয়ান গেজেটেড অফিসার দঃ রাঃ কায়স্থ পাত্রের (৩২) জন্য গৌরবর্ণা সুন্দরী শিক্ষিতা অ-সোকালীন পাত্রী চাই। বক্স নং ৫১৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২১৪)

ডক্টরেট (কেমিস্ট্রী) আমেরিকা প্রত্যাগত মাহিষ্য পাত্রের (৩২) জন্য ফর্সা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা শিক্ষিতা মাহিষ্য বা উচ্চ শ্রেণীর পাত্রী চাই। বক্স নং ৫১৭৩ আনন্দবাজার ...

পাত্রী চাই

চট্টগ্রামের খ্যাতনামা চৌধুরী বংশের সওদাগরী অফিসে কর্মরত বি-কম বি-এ কায়স্থ পাত্রের (৩৪) গৌরবর্ণা ও প্রকৃত সুন্দরী গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। দাবী নাই। বক্স নং ৫৩৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৩১)

স্ব/অসবর্ণা কর্মরতা পাত্রী বাঞ্ছনীয়। পাত্র সংস্কারমুক্ত গন্ধবণিক ৩০ (১·৭০)। কলকাতায় ফ্ল্যাট ও কেঃ সঃ ইউ ডি ক্লার্ক, বক্স নং ৫৩৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫৪২)

বঙ্গজ কায়স্থ (৩৪) বি-কম প্রসিদ্ধ বৃটিশ কোম্পানীতে সুপ্রতিষ্ঠিত (৬৭৫) বালীগঞ্জে নিজ বাটি কলিকাতা অঞ্চলের পূর্ববঙ্গের গৌরবর্ণা সুশ্রী ...

সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই

পাত্র পূঃ বঃ কায়স্থ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বি কম (৩৩) স্বাস্থ্যবান, (৫´-৫˝) ১·৬৫ মিঃ, সুরুচিসম্পন্না। নিজস্ব বাড়ী গাড়ী ও ভূসম্পত্তি। কোন দাবী নাই। বক্স নং ৫৩৭৫, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৫৪৪)

পাত্র পূঃ বঙ্গ বি-কম পার্ট ওয়ান কায়স্থ কেঃ সঃ ক্লার্ক (৩১) ফর্সা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। দাবী নাই। বক্স নং ৫৫১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬২০)

বি, এস-সি (৩০) কায়স্থ সঃ চাকুরের (৪০০,) সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। কলিকাতা/শহরতলীর চাকরীরতা/ ...

পাত্র-পাত্রী চাই

কর্মকার বি-এ চাকুরীয়া পাত্রীর (২৪) জন্য উপার্জনশীল পাত্র এবং ভ্রাতা (৩২) এম-এ সরকারী চাকুরীরত পাত্রের জন্য চাকুরীরতা শিক্ষিকা পাত্রী চাই। বক্স নং ৫৩০৬ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ১৩৮৮)

ঢাকা কায়স্থ, যানবাহন ফ্যাক্টরী মালিকের জন্য সুন্দরী শিক্ষিত পাত্রী চাই। তাহারই ভ্রাতৃকন্যা নার্শারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুগায়িকা লাবণ্যময়ী জন্য শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৫৫৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬৩৬)

বিবাহ-প্রতিষ্ঠান

সন্ধানী শ্রেষ্ঠ বিবাহ প্রতিষ্ঠান

১১৬/ই, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি ...

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

আগরপাড়ায় ১৪০০০, পানিহাটিতে ১২৮০০, পাতিপুকুরে ২৪০০০, মধ্যে ছোট বাড়ি। বক্স নং ৫১৯০ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ১২১২)

জমি বিক্রয়—রাণাঘাট/চাকদহের নিকট পালপাড়া স্টেশন সংলগ্ন বাস্তুজমি ৫ কাঠা নগদে/কিস্তিতে মোট ১২০০, টাকা। বক্স নং ৫২৭৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৭৪)

বাগানবাড়ী ঠাকুরপুকুরে ৩০ কাঠার। ৩এ বাস টারমিনাসের নিকটে। ৮০ হাজার শুধু দালান ও পুকুর ১৪ কাঠায় ৩৫ হাজার। পি সরকার, ঠাকুরপুকুর, গান্ধী রোড, পোঃ অঃ জোকা, ২৪ পরগণা। (সি ১২০৬)

ডানকুনি স্টেশন ৫মিঃ ১২½ শতক জমি সহ ৭ ফুট বেষ্টিত, একতলা বাড়ী ...

বাড়ী ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

বিবাহের জন্য বাড়িভাড়া শিয়ালদহ কোলে বিল্ডিং-এর নিকট ১৫ করডাইস লেন, ফোন ৩৫-০০৫১। (সি ১০৯৪)

চেতলা পার্কের নিকট তিন তলায় দু-কামরার স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক ফ্ল্যাট মাসিক ১৯০,। কুমার। ফোন ৩৫-২৯৭৭। (সি ১৪৪১)

দক্ষিণ নয়াদমের নির্জন এলাকায় দুই ও তিন ঘরের দক্ষিণ-পূর্বে খোলা আধুনিক ফ্ল্যাট ভাড়া, পাম্পজল। চৌধুরী ৫৭২৭৯১। (সি ১১৯৮)

বরানগর রবীন্দ্রপল্লীতে দুই কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া। জলের অসুবিধা নাই। ৩৫/২, যোগেন্দ্র বসাক রোড, ৫৬-৩৪০১। (সি ১২৪০)

পার্কসার্কাসে বিবাহে বা মাসিক ভাড়ায় ফ্ল্যাট প্রামিজেস বাজার ২ মিনিট ...

মোটর কার-লরী

১৯৬৬ মডেল টাটা-বাস বডি চালু অবস্থায় বিক্রয়। কেশশিল্পী হেয়ার কাটিং সেলুন, ১২১/১সি, বিধান সরণী, কলি-৪। (সি ১৮০৬)

চালু অস্টিন-৮ গাড়ী বিক্রয়—শান্তি মিত্র, ৯৪ বকুল বাগান রোড, কলি-২৫, ৪৭-১২৪২। (সকাল ৭টা—৯টা, বিকাল ৩টা—৫টা)। (সি ১৫৭৫)

চালু মিলিটারী জীপ ও ভকসাল গাড়ী বিক্রয়। সুরেন সরকার—৪৪-৪৫৪১। ২৬ নিউ বালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৯। (সি ১৫৮২)

কল-কারখানা

বরাহনগরে কারখানা শেড বিক্রয়/ভাড়া হইবে। ইহা ছাড়া পুষ্করিণী, বাস্তু জমি ...

তীর্থ ও প্রমোদ-ভ্রমণ

জনতা স্পেশ্যাল টুরিস্ট কোচে

ভ্রমণ—কেদারনাথ-বদ্রীনাথ ১৯/৫ ভূস্বর্গ কাশ্মীর-সিমলা ২২/৫ পি-৪০ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি-১। ফোন-৩৪-৯৫০৯। (সি ১৪৬৪)

ভারত তীর্থ দর্শন

টুরিস্ট কোচে ভ্রমণ—(১) ফুল দোল উপলক্ষে—শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম ও সমগ্র উত্তর ভারত সহ শ্রীশ্রীবদ্রীনাথধাম—শুভযাত্রা ৭ মে। (২) শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদ্রীনাথধাম—১৯ মে। (৩) শ্রীশ্রীরামেশ্বরধাম ও সমগ্র দক্ষিণ ভারত —১৮ মে। (৪) ভূস্বর্গ কাশ্মীর সহ মুসৌরী, সিমলা ইত্যাদি—২৪ মে। (৫) কামাখ্যাধাম, শিলং, দার্জিলিং—১৯ জুন। শিবপদ রক্ষিত, ৩৪, স্ট্র্যান্ড রোড (তিনতলা), কলিকাতা-১। ফোন: ২২-৩৮৯৯। (৫৩৫৫ এ)

সর্বভারত তীর্থ দর্শন

১। দার্জিলিং ২৫/৪—১৩৫; ২। ভূস্বর্গ কাশ্মীর মুসৌরী সিমলা; ৩। কেদার-বদ্রী ১৯/৫; ৪। কাশ্মীর ৩১৫, বুকিং চলিতেছে। ঘোষ স্পেশ্যাল, ৩৪, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। ফোন: ২২-৮৬৬৬ (সি ১৬৪৭)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

টেলেক্স/কীপাঞ্চ/টেলিফোন

স্পোকেন ইংলিশ, রেডিও, কম্পটোমিটার, শর্টহ্যান্ড, টাইপিং। "এল-সি-সি" ৩০-এ, লেক রোড, ৫৯ ও ১৪৯, রাসবিহারী এভিন্যু। ৪৬/২/১এ, গড়িয়াহাট রোড (গোল পার্ক) কলি-

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

রয়েল কলেজ

১২ ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, (শিয়ালদহ)। টাইপরাইটিং, শর্টহ্যান্ড, স্পোকেন ইংলিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ও হিন্দি ক্লাশে ভর্তি চলিতেছে। শাখা: ৪৭/২, বিধান সরণি ('দর্পণা'র পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট ('হরলালকা'র পাশে); ১৪৩, সার্কুলার (৪৮৮৭ এ)

ইংরাজীতে কথা বলিতে লিখিতে

অতি অল্প দিনের মধ্যে শিখুন। জীবনে উন্নতি করিবার ইহাই একমাত্র সহজ উপায়। অল্প লেখাপড়া জানা থাকিলেও শিখিতে পারিবেন। মাসিক বেতন ১০·৫০। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বোবাজার স্ট্রীট, দোতলায়, শিয়ালদহ। (৪৮৮২ এ)

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণ শিক্ষা ও সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষে এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিক্ষা বিভাগে ভর্তির জন্য যোগ্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উপাধিযুক্ত প্রার্থীদের নিকট হইতে নির্ধারিত ফর্মে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। দুইটি পুরা ডাকটিকিট যুক্ত নিজের ঠিকানা লেখা ৯"×৪" খাম, একটি ০·১০ ডাকটিকিট এবং A/c B T College University B T & Evening College, Cooohbehar-কে প্রদেয় একটি এক টাকার Crossed Postal Order সহ সাদা কাগজে আবেদন এই অফিসে পাঠাইলে উক্ত ফর্ম পাঠানো হইবে। নির্ধারিত ফর্মে ...

নোটিস

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বর্ধমান বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে ১-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত যাঁহারা ছাত্র/ছাত্রীদের অভিভাবক আছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত দুইজন প্রতিনিধিকে মহাবিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিতে গ্রহণ করা হইবে।

অভিভাবকদের প্রতিনিধিদ্বয় সাধারণত এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদের ছাত্র/ছাত্রী যদি কলেজ পরিত্যাগ করে তাহা হইলে তাঁহারা সদস্যপদে থাকিতে পারিবেন না।

১। কলেজের নোটিস বোর্ডে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়:—২৩-৪-১৯৭১, বেলা ২টা।

২। নির্ধারিত ফরমে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়:—৯-৫-১৯৭১, সকাল ৮টা হইতে দুপুর ১২টার মধ্যে।

৩। নির্বাচনের সময় (প্রয়োজন বোধে) —২৩-৫-১৯৭১, সকাল ৮টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্যন্ত।

এতদ্ব্যাপারে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য ২৩-৪-৭১ তারিখ হইতে কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয়ে, অফিস কার্যালয়ের সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

অনুমত্যনুসারে অধ্যক্ষ,
বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়,
বর্ধমান
(৫১৩৬)

টেণ্ডার

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, নর্থ সার্কেল, কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডিরেক্টরেট, পি ডবলিউ ডি, পি-১২, সি আই টি রোড, কলিকাতা-১৪ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত-মতো বিল্ডিং কাজের জন্য কনস্ট্রাকশন বোর্ড ও পি ডবলিউ ডি-এর ১ম ও ২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার ও প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে এবং ডীপ টিউবওয়েল সংস্থাপনে অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য ও প্রকৃত ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে এবং টিউবুলার ব্রাস সরবরাহের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রকৃত ফেব্রিকেটরদিগের নিকট হইতে পৃথক পৃথকভাবে সীলকরা টেণ্ডার (নির্ধারিত টেণ্ডার ফরমে) আহ্বান করা যাইতেছে। কাজের নাম, নির্ধারিত টেণ্ডার ফরমের নং, অনুমিত ব্যয় এবং বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপ:—(১) "শিলিগুড়িস্থিত মাটিগড়া ডেয়ারী ফ্যাক্টরীর জন্য ১০" ব্যাস টপ হাউসিং সহ ৬" ব্যাসের একটি ৩৫৬ ফুট ডীপ টিউবওয়েল সংস্থাপন"। ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(১); ৪৩,০৬৮ টাকা; ৮৬১ টাকা। (২) "শিলিগুড়িস্থিত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের জন্য ৮" ব্যাস টপ হাউসিং সহ ৩" ব্যাসের একটি ৪০০ ফুট ডীপ টিউব-ওয়েল সংস্থাপন"; ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১ (১); ৩১,৬০০ টাকা; ৬৩২ টাকা। (৩) "কোচবিহারস্থিত এফ সি আই গুদামের জন্য টিউবুলার ট্রাস প্রস্তুত ও সরবরাহ"; ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১ (২); ১,৩০,০০০ টাকা; ২,৬০০ টাকা। (৪) "মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি সার- ...

টেণ্ডার

আণ্ডারটেকিং অফ দি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

১২, আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা-১

টেণ্ডার নং পি ৫/৩/৭১ সম্পর্কে, শেষ তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইল।

উপরোক্তটির জন্য সীলকরা টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৬ই এপ্রিল ১৯৭১ হইতে ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ (বিকাল ৪টা) পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল।

২২শে মার্চ ১৯৭১ তারিখে এই পত্রিকার উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল।

এ কে দত্ত
অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
(৫৭৬৭)

রেলওয়ে

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

খেজুরিয়া ঘাটে পার্সেল এবং মালদহ টাউনে পার্সেল ও গুডস হ্যাণ্ডলিং-এর ঠিকার জন্য সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

টেণ্ডারের ফি হিসাবে অফেরতযোগ্য ৫ টাকা (পাঁচ টাকা) আদায় দিয়া ডিভিসনাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (কমার্শিয়াল) পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে পোঃ অঃ কাটিহার জেলা পূর্ণিয়া (বিহার)-এর অফিসে যে কোন কাজের দিন বেলা ১০টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ঠিকার শর্তাবলীসহ টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৪-৫-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে ১-৭-৭১ তারিখ হইতে কাজ শুরু করিতে হইবে।

ডিভিশনাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (সি)
এন এফ রেলওয়ে/কাটিহার
ডি/৫/১০৭ (৫৪৪৪)

পূর্ব রেলওয়ে

চৈত্র সংক্রান্তি মেলা উপলক্ষে স্পেশ্যাল ট্রেন

তারকেশ্বর চৈত্র সংক্রান্তি মেলা উপলক্ষে তীর্থযাত্রীদের প্রত্যাশিত ভীড় সামলাইবার জন্য হাওড়া ও তারকেশ্বরের মধ্যে প্রচলিত ট্রেন সার্ভিস ছাড়াও ১১-৪-৭১, ১২-৪-৭১, ১৩-৪-৭১, ১৪-৪-৭১ ও ১৫-৪-৭১ তারিখে হাওড়া ও তারকেশ্বরের মধ্যে উভয় মুখে একটি স্পেশাল ট্রেন সমস্ত স্টেশনে থামিয়া যাতায়াত করিবে।

স্পেশাল ট্রেনগুলির সংক্ষিপ্ত সময় তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আপ স্পেশাল			ডাউন স্পেশাল	
৭-৫২	ছাঃ	হাওড়া	পৌঃ	১৭-৫০
৮-৩০	পৌঃ	শেওড়াফুলী	ছাঃ	১৭-১২
৮-৪৭	ছাঃ	"	পৌঃ	১৭-১০
১০-০০	পৌঃ	তারকেশ্বর	ছাঃ	১৬-০৫

স্পেশালগুলির বিস্তারিত সময়-তালিকা স্থানীয় স্টেশন মাস্টারদের নিকট পাওয়া যাইবে।

জি ১০|২|পিআরও এইচডবলিউএইচ-১

ডিভিশন্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/হাওড়া
(৫৪১১)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

দ্রব্যাবলী সরবরাহের জন্য টেণ্ডার নোটিস

নিম্নলিখিতগুলির জন্য সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে:—

ক্রঃ নং | টেণ্ডার নং, দাখিলের শেষ তারিখ ও নন- ... | দ্রব্যাবলীর বিবরণ ও পরিমাণ

[illegible]

মস্তিষ্ক গবেষণা নিয়ে আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি

শনিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ণ বিভাগে (বালিগঞ্জ সারকুলার রোড) ভারতীয় মস্তিষ্ক গবেষণা সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক আলোচনা শুরু হয়েছে। উদ্বোধন করেন ডাঃ পি কে বসু।

'ভারতে মস্তিষ্ক গবেষণার ভবিষ্যৎ এবং সুযোগ'—এ বিষয়ে আলোচনাচক্রে ডাঃ বি মুখারজি, ডাঃ জে জে ঘোষ, ডাঃ এস আর দাশগুপ্ত, ডাঃ বি এন পাইন, ডাঃ এ কে দেব, ডাঃ ডি এন নন্দী, ডাঃ এ কে মাইতি প্রমুখ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

এর সঙ্গে দেখানো হচ্ছে একটি বিশেষ প্রদর্শনী। কেমন করে মস্তিষ্কের স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে নির্দেশ বয়ে যায়, প্রদর্শনীতে তাও দেখানো হচ্ছে। তৈরি করেছেন ওই বিভাগের গবেষক শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আজ রবিবারও আলোচনা বৈঠক চলবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যাপারে সরকারী 'ঔদাসীন্যের' প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার

বর্তমানে চিকিৎসা জগতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্বল্প ব্যয়ে দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধি উপশমে এবং বিনা অস্ত্রোপচারে রোগ নিরাময়ে আধুনিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। অথচ সরকারের কাছে মৌখিক আশ্বাস পাওয়া গেলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁরা একেবারে উদাসীন। শনিবার কলকাতার এক সাংবাদিক বৈঠকে অল ইণ্ডিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন-এর পঃ বঃ শাখার সহ-সভাপতি ডাঃ এম দাস ওই মন্তব্য করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হ্যানিম্যানের ২১৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এদিন ওই সাংবাদিক বৈঠক ছাড়াও কলকাতা ও হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

ডাঃ দাস সাংবাদিক বৈঠকে আরও দাবি করেন, সরকারী পরিচালনায় হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ভ্রাম্যমাণ ইউনিট প্রতিষ্ঠা চাই—যাতে এ সবের মাধ্যমে সুদূর পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা খুব কম খরচে চিকিৎসা করাতে পারেন।

হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও পাঠ্যক্রমকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাবটিকে তিনি স্বাগত জানান।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সম্পর্কে তদন্ত হবে

শিলং, ১০ এপ্রিল—আসামের রাজ্যপাল শ্রী বি কে নেহরু ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া সম্পর্কে তদন্ত করার আদেশ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর অনুরোধেই আচার্য এই সিদ্ধান্ত নেন। —ইউ এন আই

চারণতীর্থ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রচারে উদ্যোগী

বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় বঙ্গে যে দেশাত্মবোধের জোয়ার এসেছে, তাকে একটা স্থায়ী রূপ দেবার উদ্দেশ্যে 'চারণতীর্থের' সভ্যরা চারণকবি মুকুন্দ দাসের আদর্শে একটি ভ্রাম্যমান সংগীত ও নাট্যদল গঠন করে রোজ সকাল বা বিকালে নানা স্থানে দেশাত্মবোধক সংগীত প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। যাঁরা এ ব্যাপারে উৎসাহী তাঁদের ১।৩, নাকতলা কলোনি, কলকাতা ৪৭-এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

সমাজ-বিরোধীদের অত্যাচারে রেল সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত

স্টাফ রিপোর্টার

রেল সপ্তাহ উপলক্ষে শনিবার দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসত্যশরণ মুখারজি এক বেতার ভাষণে সন্তোষজনকভাবে রেল পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য রেল ব্যবহারকারীদের কাছে সক্রিয় সহযোগিতার আবেদন জানান। তিনি বলেন, কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগই যথেষ্ট নয় যদি তা পালনে জনসাধারণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া না আসে।

শ্রীমুখারজি বলেন, আইন শৃঙ্খলা-জনিত পরিস্থিতির অবনতি, মোট ৩০বার বনধ, বৈদ্যুতিক তার চুরি, রেলওয়ে প্রাণকেন্দ্র সেকশন কনট্রোল স্তব্ধ করা, বিনা কারণে শিকল টেনে ট্রেন থামানো, সমাজবিরোধীদের গাড়ী থেকে মাল চুরি প্রভৃতি করার ফলে রেল সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও কতগুলি কারণে ভারতীয় রেলের নীট উদ্বৃত্ত ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

পাক বাহিনী করিমগঞ্জে লুঠতরাজ চালাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি, ১০ এপ্রিল—রংপুরের ডোমারে আওয়ামি লীগের অফিসে যখন আমি ছিলাম তখন ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণের শব্দ শুনেছি এবং নীলফামারি ও সৈয়দপুর এলাকার আকাশে প্রচুর ধোঁয়া দেখেছি। ওখানে মুক্তি ফৌজ সৈয়দপুরের একটা বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছেন। গত ৭ এপ্রিল নীলফামারের যে এলাকাটি পাক বাহিনী দখল করেছিল, মুক্তি ফৌজ তা পুনরুদ্ধার করে নিয়েছেন। আওয়ামি লীগ সম্পাদকের খবরটি নীলফামারি জেল থেকে বাঙ্গালী বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং তারাই আবার ১৫ জন অ-বাঙ্গালী বন্দীকে হত্যা করে এবং অ-বাঙ্গালী রক্ষীদের মেরে তাদের অস্ত্র কেড়ে নেয়।

রংপুরের কাছে আজম কলেজের নাম বদলে 'বঙ্গবন্ধু কলেজ' করা হয়েছে। সৈয়দপুর ও রংপুর ক্যানটনমেনট পাক বাহিনীর দখলে। সৈয়দপুরে ৩০০টিরও বেশী সৈন্যকে হত্যা করা হয়েছে। রংপুর রেডিও স্টেশনের কাছে পাক বাহিনী ১৫ জন যুবককে হত্যা করে বলে প্রকাশ।

এদিকে জলপাইগুড়ি জেলা কর্তৃপক্ষ ৫টি ত্রাণ কেন্দ্র খুলেছেন।

লুঠতরাজ চলছে

আসামের মনিকাচর থেকে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীপ্রদীপ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন: গত বৃহস্পতিবার থেকে পাক জঙ্গী বাহিনী রংপুর জেলার করিমগঞ্জ মহকুমায় লুঠতরাজ চালিয়েছে। গতকাল গারো পার্বত্য ময়মনসিংহ সীমান্ত এলাকায় আওয়ামি লীগের চিলমারি ইউনিয়নের সভাপতি মজু মিঞা ও প্রাদেশিক সভার এম-এল-এ আবদুল্লা সুরাবর্দি আমাকে এই খবর দিলেন। এঁদের মতে পাক বাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর অবলীলাক্রমে গুলিবর্ষণ করেই চলেছে। জাতীয় পরিষদের দুজন সদস্য ভোগা মোকতার ও রিয়াজুদ্দিন আহমেদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। মুক্তি ফৌজ শহরের সব জায়গায় গেরিলা কায়দায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

'পদ্মভূষণ' সম্মানলাভে সম্বর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনস্টিটিউটের সদস্যদের পক্ষ থেকে শনিবার হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়কে তাঁর পদ্মভূষণ প্রাপ্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জানানো হয়। শ্রীরায় ওই ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন।

ইনস্টিটিউটের সভাপতি শ্রী জে এন চৌধুরী শ্রীরায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীরায় জীবন বীমার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন।

জীবন বীমার আঞ্চলিক ম্যানেজার শ্রী জে ব্যানারজি ধন্যবাদ জানান।

জীবন বীমা অফিসারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাব

'বাঙলা দেশে'র সংগ্রামী মানুষের ওপর জঙ্গীশাহীর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে জীবন বীমা ক্লাশ ওয়ান অফিসারস অ্যাসোসিয়েশনের সভায় এক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। সেখানকার দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য সমিতি একটি তহবিল গঠন করেছেন।

তেল ফুরিয়ে গেলে বিমান মাঠে নেমে পড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা

একটি প্রাইভেট বিমানের তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় শনিবার শ্রীরামপুর থানা এলাকায় দীর্ঘাঙ্গী চকার মাঠে নেমে পড়তে বাধ্য হলে বিমান চালক শ্রী এম কর্মকার এবং ২জন আরোহী শ্রী আর এন যাদব এবং শ্রী এস এন যাদব আহত হন। বিমানটি পূর্ণিয়া থেকে দমদম যাচ্ছিল।

চন্দননগরের শিশুশিল্পীদের কৃতিত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর শিশুকলা ভবনের ১১ জন ছাত্রই এ বছর নয়াদিল্লির শংকরের আন্তর্জাতিক শিশুচিত্র প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের ১৬ হাজারেরও বেশি শিশু অংশ গ্রহণ করে এবং ২০০টি পুরস্কার দেওয়া হয়। শিশুকলা ভবনের ১১ জন বিজয়ী শিশুশিল্পীদের মধ্যে আলোকশঙ্কর দাশগুপ্ত চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে এবং শুভাশীষ কুণ্ডু ও সন্দীপন মুখারজি বিশেষ অভিজ্ঞান পত্র পেয়েছে। অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের নাম: সুশোভন কুণ্ডু, সুব্রত কুণ্ডু, প্রদীপ প্রসাদ, অমিতশঙ্কর দাশগুপ্ত, মাধু চ্যাটারজি, বিজলী দাস, সুধীরঞ্জন মুখারজী এবং রেশমা ব্যানারজি।

রবিবারের হকি খেলা

বেটন কাপ

পাঞ্জাব পুলিশ : বি এন আর (ক্যালকাটা ৩-৪৫)

কাইতান কাপ—সেমিফাইনাল—সাউথ উইনড : চিত্তরঞ্জন লোকো (ইস্টবেঙ্গল ২-৪৫)।

ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বার্ষিক সভা

ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা শনিবার, ২৪ এপ্রিল বেলা ৩টায় আনন্দবাজার পত্রিকা স্পোরটস ক্লাবের তাঁবুতে অনুষ্ঠিত হবে।

গোলড কাপ ফাইনালের প্রথম পর্বের খেলায় মোহনবাগান পরাজিত

বোমবাই, ১০ এপ্রিল—গোলড কাপের ফাইনালের প্রথম পর্বের খেলায় সারভিসেস ২—১ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে এগিয়ে গেল। দ্বিতীয় পর্বের খেলা রবিবার অনুষ্ঠিত হবে।

এই খেলাটির আগে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় কোনিয়ার শিখ ইউনিয়ন ১—০ গোলে বোমবাই-এর মাহীন্দ্রার ও মাহীন্দ্রারকে হারিয়েছে। বিজয়ী দলের পক্ষে অধিনায়ক অবতার সিং জয়সূচক গোলটি করেন।

সারভিসেস ও মোহনবাগানের খেলা খুব উঁচুদরের না হলেও বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। প্রথম দিকে মোহনবাগান ভাল খেললেও সামগ্রিক বিচারে সারভিসেসই ভাল খেলেছে এবং যোগ্য দল হিসেবে জয়ী হয়েছে।

প্রথমার্ধের খেলার প্রায় মিনিট ২০ মোহনবাগান আক্রমণ করে যায়। লেফট ইন অশোক কুমার এবং লেফট আউট সঙ্গীদ নূরের মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। প্রথমার্ধের খেলার শেষ দিকে অনেকটা খেলার গতির বিরুদ্ধেই সারভিসেস গোল করে দেয়। গোলটি হবার পরই সারভিসেস খুব অনুপ্রাণিত হয়ে খেলে। এর পর থেকেই তারা বিপক্ষের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে খেলা নিজেদের দখলে এনে ফেলে এবং মোহনবাগানও গোলের ধাক্কায় যে পিছিয়ে পড়ে সেখান থেকে আর সামাল দিতে পারে না।

এইদিন সঙ্গীদনুর লেফট আউটে খেলেন। তাঁর নিজের জায়গায় খেলার দরুন খেলা ভাল হয়। অশোক কুমার লেফট ইনে এবং ওসমান সেনটার ফরোয়ারডে খেলেন। খেলাটিতে সমস্তক্ষণই খেলোয়াড়রা মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে খেলেন, তবে একবার আমপায়ার মোহনবাগানের গুরবকসকে কয়েক মিনিটের জন্য মাঠ থেকে বার করে দেন। ইউ এন আই-এর সংবাদদাতা জানাচ্ছেন গুরবকসকে বার করা ঠিক হয়নি, কারণ গুরবকস ইচ্ছাকৃত ফাউল করেননি। খেলার শেষের দিকে ভারতীয় অলিমপিক দলের খেলোয়াড় সারভিসেসের বলবীর সিং ও শের খাঁর সংগে ধাক্কা লাগে। বলবীর আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ করেন।

গোলের বিবরণ

প্রথমার্ধের ২৫ মিনিটে পেনালটি কর্নার থেকে রামিন্দার সিং গোল করায় সারভিসেস ১—০ গোলে এগিয়ে যায়। এর আগে রামিন্দার পেনালটি কর্নার থেকে আরো একটি গোল করেছিলেন; কিন্তু স্টিক হওয়ায় গোলটি নাকচ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে মোহনবাগানের রাজকুমার 'ডি'-এর ভেতর থেকে গোলে সট করলে সারভিসেসের ব্যাকের খেলোয়াড় কিনডো পায়ে করে বলটি আটকান। আমপায়ার পেনালটি স্ট্রোকের নির্দেশ দেন। রাজকুমার পেনালটি থেকে গোল শোধ করেন ১—১। এই অর্ধের ১১ মিনিটে চিমনির গোলে সারভিসেস জয়লাভ করে ২...১। তবে গোলটি হয় রহিমের ভুলে।

সারভিসেস—বালচন্দ্রন; রামিন্দার সিং ও এম কিনডো; বলবীর সিং, এস মুস্তাফা ও গুমন; এম পি গণেশ, পি এস সুদ, এইচ চিমনি, মদনলাল ও সুরিন্দার সিং।

মোহনবাগান—এস মুখারজি; গুরবকস ও সুবাইয়া; রাজকুমার, ভি পেজ ও রহিম; আর ডিন, টি শের খাঁ, ওসমান, অশোককুমার ও সঙ্গীদনুর।

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ

কলিকাতা—১২

১লা জুলাই, ১৯৭১ তারিখ হইতে আরম্ভমান ডি পি এইচ/এল পি এইচ/ডিআইএইচ, ডিপ-ডায়েট, ডিএইচই, ডিএমসিডব্লু, সিপিএইচএন, ডিএইচএস, এমই (পিএইচ) এবং এমভিপিএইচ কোর্সসমূহে ভর্তির জন্য দরখাস্ত দাখিলের নিমিত্ত এই পত্রিকায় ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত ডিএভিপি ৭০/৬১২ বিজ্ঞাপন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানান যাইতেছে যে, দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫ই মার্চ ১৯৭১ তারিখ হইতে **৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ** পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডিএভিপি ৭১/১৫

ভারত সরকারের মেধা বৃত্তি

ভারত সরকারের মেধা বৃত্তি প্রকল্প অনুসারে যে সকল বালক-বালিকার বয়স ১লা জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে নয় বৎসর পূর্ণ হইবে কিন্তু ১২ বৎসর পূর্ণ হইবে না, তাহাদিগকে সরকার কর্তৃক মেধা অনুসারে মনোনয়নের ভিত্তিতে আবাসিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মেধা বৃত্তি দেওয়া হইবে।

যে সকল বালক-বালিকার পিতামাতা প্রতি মাসে মূল বেতন ও অন্যান্য সূত্র হইতে আয় যোগ করিয়া ৫০১, টাকার কম উপার্জন করেন, তাহারাই এই বৃত্তি পাইবার যোগ্য। যে সকল যোগ্য বালক-বালিকার পিতামাতার মাসিক আয় ৫০১, টাকা ও তদূর্ধ্ব (বেতনভোগীদের ক্ষেত্রে কেবল মূল বেতন তদুপরি অন্যান্য সূত্র হইতে আয়, যদি থাকে, হিসাবে ধরিতে হইবে) তাহাদিগকে ১০০, টাকা ও একটি সার্টিফিকেট অফ মেরিট দেওয়া হইবে।

প্রাথমিক মনোনয়নের জন্য দরখাস্ত ফরম ও "প্রার্থীদের জ্ঞাতার্থ বিবরণী"-এর একটি কপি স্বয়ং আসিলে বা ডাকযোগে লিখিত অনুরোধ জানাইলে **ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের অফিস, পশ্চিমবংগ, রাইটার্স বিল্ডিংস, ব্লক ই, পঞ্চম তল, কলিকাতা-১** ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। যোগ্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে উপরোক্ত অফিসে দরখাস্ত পেশ করার শেষ তারিখ **৩১শে মে, ১৯৭১।**

ডাক বিভাগ মারফত ফরম পাইতে চাহিলে অনুরোধপত্রের সংগে ২৫ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত স্বনাম ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হইবে। সমস্ত খামের উপরই "আবাসিক বিদ্যালয়ে ভারত সরকারের মেধা বৃত্তি" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে।

ডবলিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) আড নং ১২৬৭(৬) আই পি আর/এ/৭১

দিল্লি লটারীজ

নং এক ১০/লট/৬৯-৭০ তারিখ ৯ই এপ্রিল, ১৯৭১

৯-৪-১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত ২২তম খেলার ফলাফল!

নয়াদিল্লিস্থিত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অডিটোরিয়ামে ৯ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত দিল্লি লটারিজের ২২তম খেলার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল:—

প্রথম পুরস্কার : ২,৫০,০০০, টাকা CP 013228

দ্বিতীয় পুরস্কার : ৫০,০০০, টাকা CO 095842

তৃতীয় পুরস্কার : ৫,০০০, টাকা

CO 142499 CP 034473 CQ 037901 CR 137312

চতুর্থ পুরস্কার : ১০০, টাকা (সমস্ত সিরিজের যথা CO, CP, CQ ও CR-এর নিম্নোক্ত নম্বরগুলি)

171359 138208 062359 177776 168127 097396 071797 139109 159150 027892 191479 194709 162187 058958 027083 147307 038449 155297 147279 077292 171944 182909 041559 075357 035356 164767 104259 169481 045267 049668 032295 065208 027658 154014 050179 142154 106814 011802 179307 082212 102792 198763 197252 167746 079404 017966 124134 173208 055907 025004.

নিম্নোক্ত তারিখসমূহে অনুষ্ঠিত অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলার ফলাফল

		15.3.71	18.3.71	22.3.71	25.3.71	29.3.71	1.4.71	5.4.71
FIRST PRIZE	CO	042661	012255	035188	029899	015609	171251	034791
Rs. 3,000/-	CP	079116	120397	114678	065072	078908	082407	062457
	CQ	044904	035498	054412	075068	108308	094158	101609
	CR	012291	071205	023352	077799	022852	051612	111866
SECOND PRIZE	CO	089644	080759	024471	147657	121808	024608	194309
Rs. 1,000/-	CP	025851	085708	035268	125784	074142	069446	037258
	CQ	011151	089310	121616	095467	172662	085487	059998
	CR	017686	015214	035399	088392	046248	014652	067748

THIRD PRIZE Rs. 100/- The following Numbers in all series viz. CO, CP, CQ & CR :

016871	087918	115705	021701	011108	036064	141818
045416	068226	109547	017998	101178	092654	135962
035425	019768	012352	011654	128259	149872	139492
060722	051966	014198	071067	041519	177769	105802

৫০০০, টাকার অধিক পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের হোল্ডারগণকে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে যথাযথভাবে প্রত্যায়িত পাসপোর্ট আকারের নিজ ফটো সহ নিজ নিজ টিকিট স্বয়ং আসিয়া জয়েণ্ট ডিরেক্টর (লটারিজ) দিল্লি ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি, দিল্লি বিকাশ ভবন, ইন্দ্রপ্রস্থ এস্টেট, নয়াদিল্লি সমীপে পেশ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। অন্যান্য পুরস্কারবিজয়িগণকে টিকিটের উল্টাপিঠে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করিয়া পুরা ঠিকানা দিয়া পুরস্কারের টাকার জন্য একটি সাধারণ অগ্রিম রসিদ সহ পুরস্কারবিজয়ী টিকিট রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পুরস্কারবিজয়ী সমস্ত টিকিটই ৮ই মে, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে পেশ করিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ—সংবাদপত্রসমূহকে পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের নির্ভুল নম্বর মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। সংবাদপত্র কর্তৃক ফলাফল প্রকাশে কোন ভুল ছাপা হইলে বা ভুল থাকিলে দিল্লি লটারিজ তাহার জন্য কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।

সর্বাধিক সংখ্যক টিকিট বিক্রয়কারী এজেণ্টগণ:

১। নূতন বুক ডিপো, ৬ এম, ভগত সিং মার্কেট, নয়াদিল্লি

২। মেসার্স ভি কুমার, ১২ অমরনাথ মুলামল এস্টেট, কনট সার্কাস, নয়াদিল্লি

৩। শ্রীইকবালচাঁদ খুরানা, ৩ খুরসিদ মার্কেট, সদরবাজার, নয়াদিল্লি

অন্যান প্রধান এজেন্ট:

১। শ্রীরামলাল মালহোত্র, দিল্লি লটারি এজেন্সি, ১৪৮৪ সংগ্রামন, পাহাড়গঞ্জ, নয়াদিল্লি

২। শ্রীদবীন্দর সিং মাড়োয়া, ৫৩২৫এ, শোরা কোঠী, পাহাড়গঞ্জ, নয়াদিল্লি

৩। শ্রীহরবংশলাল অরোরা, ৪-বি/৫৮২০ দেবনগর, কারোলবাগ, নয়াদিল্লি

৪। হিমালয় লটারি এজেন্সি, হরবংশলাল নরুলা, ৮৯৭৬ নয়া মহল্লা, পুলবাঙ্গাশ, দিল্লি—৬

৫। পবনকুমার ধাবন, ডব্লু জেড ২২৮, লাজবন্তী গার্ডেন, নয়াদিল্লি—৪৬

দিল্লি লটারি ঘোষণা করছেন:—৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে পরবর্তী খেলা (মিনি) সেই সংগে দুইটি সাপ্তাহিক খেলা, ১৬ই ও ২৩শে এপ্রিল, ১৯৭১। নিম্নোক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে:—

২৩তম খেলা (মিনি) — ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১

প্রথম পুরস্কার ১,০০,০০০, টাকা (সকল সিরিজ মিলাইয়া)

দ্বিতীয় পুরস্কার ২০,০০০, টাকা (সকল সিরিজ মিলাইয়া)

তৃতীয় পুরস্কার ৫,০০০, টাকা (প্রতি সিরিজে একটি)

এবং শত শত অন্যান্য পুরস্কার

দুইটি সাপ্তাহিক খেলা, ১৬ই এবং ২৩শে এপ্রিল, ১৯৭১

প্রথম পুরস্কার ৭,৫০০, টাকা (সকল সিরিজ মিলাইয়া)

দ্বিতীয় পুরস্কার ১,০০০, টাকা (প্রতি সিরিজে একটি)

এবং অন্যান্য বহু পুরস্কার।

এম এল লোহিয়া

জয়েণ্ট ডিরেক্টর (লটারিজ) দিল্লি ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি

বারবাডোজে চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিনে শেষ উইকেটে সারদেশাই ও বেদী ৬২ রান যোগ করে ভারতকে ফলোঅনের থেকে বাঁচান। এর আগে কোন দলের শেষ উইকেট জুটি ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে এত রান করতে পারেনি। সেদিক থেকে এটি একটি রেকরড। ছবিতে দেখা যাচ্ছে বেদী একটি বল মেরেছেন, উইকেটরক্ষক লুইস বলটি ধরতে পারেন না। প্রথম স্লিপে কানহাই ফিলড করছেন।

১৯৭২ বিশ্ব অলিমপিক এ্যাথলেটিকসের যোগদানের মান

লনডন, ১০ এপ্রিল—১৯৭২ সালের মুনিকের বিশ্ব অলিমপিকের এ্যাথলেটিকসে যোগদানের মান ঠিক করে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অ্যামেচার এ্যাথলেটিকসে ফেডারেশন। ১৯৬৮ সালের মেকসিকো অলিমপিকে যোগদানের মান যা ছিল তা আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪০০ মিটারের যোগদানের মান ছিল ৪৬.৮ সেকেনড, এখন করা হয়েছে ৪৬.৪ সেকেনড।

৩০০০ মিটার স্টিপলচেজের মান ছিল ৮ মিঃ ৪৫ সেকেনড, এখন করা হয়েছে ৮ মিঃ ৩৮.৪ সেকেনড।

উঁচু লাফের মান ছিল ২.০৯ মিটার, এখন বাড়িয়ে ২.১৫ মিটার করা হয়েছে।

বর্শা ছোড়ার মান ছিল ৭৭ মিটার, বাড়িয়ে ৮০ মিটার করা হয়েছে।

৮০০ মিটার দৌড়ের মান ছিল ১ মিঃ ৪৮.৮ সেকেনড, কমিয়ে করা হয়েছে ১ মিঃ ৪৭ সেঃ।

১০০০ মিটার দৌড়ের মান ছিল ৩ মিঃ ৪২ সেঃ, কমিয়ে করা হয়েছে ৩ মিঃ ৪১.৬ সেকেনড।

৪০০ মিটার হার্ডলের সময়ের মান ছিল ৫১ সেকেনড, কমিয়ে ৫০.৬ সেকেনড করা হয়েছে।

১০০ মিটার দৌড়ের মান আগে ছিল ১০.৩ সেকেনড, এখনও তাই রাখা হয়েছে।

২০০ মিটার দৌড়ের মান ছিল ২১ সেকেনড, কমিয়ে ২০.৯ সেকেনড করা হয়েছে।

এইভাবে মান ঠিক করে দিয়ে যোগদানকারীর সংখ্যা কমান হবে। নির্দিষ্ট মান অতিক্রম না করলে কাউকেই বিশ্ব অলিমপিকে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। —রয়টার

বেটন হকি

প্রথমে গোল খেয়েও রেল দল বিজয়ী

স্টাফ রিপোরটার

ই আর এ এ ২ ইনডিয়ান নেভী ১

(বলবন্ত সিং ও ডি ঘোষ) (অমরজিত সিং)

প্রথমে গোল করেও বোমবাই-এর ইনডিয়ান নেভী ১—২ গোলে কলকাতার লীগ রানারস ইসটারন রেল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে হেরে গিয়েছে।

শনিবার ক্যালকাটা মাঠে বেটন কাপের প্রথম রাউনডে এই দুটি নামকরা দলের খেলাটি উঁচু মানের হয়নি। স্থানীয় রেল দলের একতরফা প্রাধান্য দেখা যায়। এমনি দুই একটি ক্ষেত্রে রেলদল অল্পের জন্য গোল লাভে বঞ্চিত হয়। রেলের হিট পোসটে লেগে ফিরে আসে। খেলার গতি হিসাবে রেল দলের আরো অধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করা উচিত ছিল।

সবাই জানেন জাহাজের চেয়ে রেলের গতি অনেক বেশী। খেলাতেও তারই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। রেলের দুর্বার গতিবেগের কাছে নেভীর খেলোয়াড়রা বারে বারে হার স্বীকার করেন। অধিকাংশ সময়ই রক্ষণকার্যে ব্যাপৃত থাকতে হয়। রেল দল সঙ্ঘবদ্ধ হবার আগেই অর্থাৎ দ্বিতীয় মিনিটে নেভী গোল করে। রোটাস মাটিতে পড়ে না গেলে গোল হত না। রোটাস অমরজিতের কাছ থেকে বল কাড়তে গিয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং অমরজিত সিং সহজে গোল করেন ১—০। ৮ মিনিট পরেই রেল দল গোল শোধ করে। বলবন্ত কাছ থেকে হিটে গোল করেন ১—১।

দ্বিতীয়ার্ধে ১০ মিনিটে রেলের ওমপ্রকাশ থাপার জোরালো হিট পোসটে লেগে ফিরে আসায় রেল দলকে জয়লাভের জন্য আরও ১২ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। ২২ মিনিটে ডি কে ঘোষের দর্শনীয় গোলে খেলাটির জয়-পরাজয় মীমাংসা হয়। ডি ঘোষ কয়েকজন খেলোয়াড়কে অতিক্রম করে 'রিভারস স্টিকে' বলটি গোলে ঠেলে দেন ২—১।

দ্বিতীয় রাউনডে ই আর এ এ বোমবাই একাদশের সংগে খেলবে।

ই আর এ এ—জে দেব; অশোককুমার ও এস দে; রোটাস সিং সুদর্শন ও আর চ্যাটারজি; ওমপ্রকাশ থাপা, ডি কে ঘোষ, বলবন্ত, বালু ও এম রায়চৌধুরী।

ইনডিয়ান নেভী (বোমবাই)—আর ডেমেনিক; কে বি থিমায়া ও পিয়ারা সিং; এম এস ধীলন, মাহিন্দর সিং ও কে রাজ; রাজকুমার, সামসন, অমরজিত সিং, সুখবীর সিং ও হরজিৎ সিং।

আমপায়ার—এস দত্ত ও এস চ্যাটারজি।

আমেরিকান টেবিল টেনিস দল চীনে

হংকং, ১০ এপরিল—আমেরিকান টেবিল টেনিস দল পিকিংয়ের পথে হংকং হয়ে গিয়েছেন। ১৯৪৯ সালে কম্যুনিসট চীন দেশের শাসনাধিকার লাভ করার পর এই সর্বপ্রথম আমেরিকার প্রতিনিধি চীনে পদার্পন করলেন। আমেরিকান খেলোয়াড়রা হংকং থেকে ট্রেনে চীনের সীমান্তে পৌঁছালে চীনের টেবল টেনিস পরিচালকরা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আমেরিকান খেলোয়াড়রা ট্রেনে ক্যানটন যাবেন ও তারপর বিমানে পিকিং যাবেন। কতদিন টেবল টেনিস খেলোয়াড়রা চীনে থাকবেন তার সঠিক খবর পাওয়া না গেলেও অনেক খেলোয়াড়কে ১৮ এপরিল টোকিওতে ফিরে আসতে হবে জানা গেল। জাপানের নাগোয়া শহরে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা চলা কালেই চীনের কর্তৃপক্ষরা আমেরিকান খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানান ও সেই অনুযায়ী তাঁরা পিকিং গিয়েছেন। —রয়টার

ভারত-উইনডওয়ারডের খেলা ড্র হবার সম্ভাবনা

রসো (ডোমিনিকা), ৯ এপরিল—উইনডওয়ারড আইল্যানড ও ভারতীয় দলের তিনদিনব্যাপী খেলার দ্বিতীয় দিনের শেষে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে খেলা ড্র হবার সম্ভাবনা।

আইল্যানড দলের প্রথম ইনিংসের ২০৭ রানের উত্তরে ভারতীয় দল দ্বিতীয় দিন ৯ উইকেটে ১৯৭ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ১০ রানের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও অধিনায়ক ওয়াড়েকার সম্ভবত এই কারণেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছেন যে, শেষ ১৮ মিনিটে উইনডওয়ারড আইল্যানডের দুই-একটি উইকেট ফেলতে পারলে খেলা ভারতীয় দলের অনুকূলে আসবে। কিন্তু আইল্যানড দলের কোন উইকেট পড়েনি। তারা কোন উইকেট না হারিয়ে ১৬ রান করেছে। তাদের হাতে পুরো ১০টি উইকেট, এগিয়ে আছে ২৬ রানে। কোন অঘটন না ঘটলে খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা হবে না।

ভারতীয় দলের খেলা

গাভাসকার ও জয়ন্তীলাল বেলা ১১টা ২৬ মিনিটের সময় খেলা আরম্ভ করেন। গাভাসকার শিলিংফোরডের বলে ২ রান ও বাউনডারি করেন। দ্বিতীয় ওভারে ফিলিপের বলে ঠিক মতন ব্যাট না চালানর ফলে উইকেটরক্ষক ফিলডলের হাতে ক্যাচ আউট হন (১৭-১-১৪)। ওয়াড়েকার খেলায় যোগদান করে ফিলিপ ও শিলিংফোরডের বলে পর পর বাউনডারি করেন। জয়ন্তীলাল এক এক রান করে রান বাড়ান। ৪০ রান হলে উভয় খেলোয়াড়ই ২০ মিনিট কোন রান করেন না। এর পরে শিলিংফোরড ও ফিলিপের জায়গায় ফ্রানসিস ও গিবস বল করতে এলে ওয়াড়েকার ফ্রানসিসের বলে উপর্যুপরি বাউনডারি ও ১টি ওভার বাউনডারি মারেন। ঠিক মধ্যাহ্ন ভোজের আগে ওয়াড়েকার গিবসের বলে উইকেটরক্ষক ফিলডলের হাতে ক্যাচ আউট হন (৮০-২-৪১)। জয়ন্তীলাল ২২ রান করে অপরাজিত থাকেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পরে ৫৫ মিনিট খেলা হতেই ভারতের আরও ২টি উইকেটের পতন হয়। বিশ্বনাথ ৯৫ রানের সময় ফ্রানসিসের বলে আই শিলিংফোরডের হাতে ক্যাচ আউট হন (৯৫-৩-১২)। ডুরানি খেলায় যোগদান করেন। ভারতের ১২৫ মিনিটের খেলায় ১০০ রান পূর্ণ হয়। ১১৫ রান হলে ডুরানি ফ্রানসিসের বলে শিলিংফোরডের হাতে ক্যাচ আউট হন (১১৫-৪-১১)। জয়সীমা খেলতে নেমেই কোন রান করার আগেই রান আউট হন (১১৫-৫-০)। সোলকার খেলায় যোগদান করেন। তিনিও ৫ রান করে ফ্রানসিসের বলে এলফ্রেডের হাতে ক্যাচ আউট হন (১২২-৬-৫)। বেংকটরাঘবন খেলায় যোগদান করেন। চা-পানের সময় ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ১৪৭ রান হয়। জয়ন্তীলাল ৪৫ রান ও বেংকটরাঘবন ১৪ রান করে অপরাজিত থাকেন।

চা-পানের পরে

১৪৮ রান হলে বেংকটরাঘবন ফ্রানসিসের বলে ফিলিপের হাতে ক্যাচ আউট হন (১৪৮-৭-১৫)। জিজিভয় খেলায় যোগদান করেন। ১৫৭ রানের সময় জিজিভয় গিবসের বলে উইকেটরক্ষক ফিলডলের হাতে ক্যাচ আউট হন (১৫৭-৮-৫)। গোবিন্দরাজ খেলায় যোগদান করলে জয়ন্তীলাল তাঁর ২৩০ মিনিটের খেলায় নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করেন। এর মধ্যে মাত্র ৩টি বাউনডারি হয়। এর পরে জয়ন্তীলাল ফ্রানসিসের বলে উপর্যুপরি বাউনডারি করেন। অপরদিকে গোবিন্দরাজ পিটিয়ে খেলতে আরম্ভ করেন। তিনিও ফ্রানসিসের বলে ওভার বাউনডারি মারেন। গোবিন্দরাজ ও জয়ন্তীলাল একত্রে ৪০ মিনিটে ৪০ রান সংগ্রহ করে। ১৯৭ রান হলে জয়ন্তীলাল ফিলিপের বলে ফিলডলের হাতে ক্যাচ আউট হন (১৯৭-৯-৬৫)। গোবিন্দরাজ ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ওয়াড়েকার ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উইনডওয়ারড আইল্যানড ৪ উইকেটে ৩৭

ভারত ও উইনডওয়ারড আইল্যানডের খেলার তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় উইনডওয়ারড আইল্যানড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৩৭ রান করেছে।

উইনডওয়ারড আইল্যানড প্রথম ইনিংস:—২০৭ রান (এম ফিনডলে ৬২, এম ফ্রানসিস ২৮, আর পোলিয়াস ২১। বি বেদী ৫২ রানে ৪টি, বেংকটরাঘবন ৫৯ রানে ২টি, ডুরানী ২৮ রানে ২টি, গোবিন্দরাজ ১৭ রানে ১টি ও সোলকার ১৫ রানে ১টি উইকেট)

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস

এস গাভাসকার ক ফিনডলে ব ফিলিপ	১৪
কে জয়ন্তীলাল ক ফিনডলে ব শিলিংফোরড	৬৫
এ ওয়াড়েকার ক ফিনডলে ব গিবস	৪১
জি বিশ্বনাথ ক আই শিলিংফোরড ব ফ্রানসিস	১২
এস ডুরানী ক আই শিলিংফোরড ব ফ্রানসিস	১১
এম জয়সীমা রান আউট	০
ই সোলকার ক এলফ্রেড ব ফ্রানসিস	৫
এস বেংকটরাঘবন ক ফিলিপ ব ফ্রানসিস	১৫
আর জিজিভয় ক ফিনডলে ব গিবস	৫
এস গোবিন্দরাজ নট আউট	২৩
অতিরিক্ত	৬
মোট (৯ উইঃ)	১৯৭

উইকেট পতন:—১।১৭, ২।৮০, ৩।৯৫, ৪।১১৫, ৬।১২২, ৭।১৪৮, ৮।১৫৭, ৯।১৯৭

বোলিং:—জি শিলিংফোরড ১১—১—৪৩—১; এন ফিলিপ ১৭—৬—২৮—১; এম ফ্রানসিস ২৯—৫—৭৮—৪; জি গিবস ২৪—১০—৪২—২।

উইনডওয়ারড দ্বিতীয় ইনিংস

ডি এলউইন নট আউট	৬
জি এলফ্রেড নট আউট	৪
অতিরিক্ত	৬
মোট (বিনা উইকেটে)	১৬

বোলিং:—গোবিন্দরাজ ২—১—২—০; এম জয়সীমা ১—০—২—০; গাভাসকার ১—০—২—০; বি বেদী ১—০—৪—০;

সুব্রত মুখারজি স্মৃতি মুষ্টিযুদ্ধ

১১ এপরিল সন্ধ্যা ৬টার সময় ৩৮ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোডস্থ ইনডিয়া ক্লাবের রিংয়ে বেঙ্গলী বকসিং এসোসিয়েশন পরিচালিত এয়ার মারশাল সুব্রত মুখারজি স্মৃতি দলগত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হবে। বিচারপতি এন সি তালুকদার সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন ও রিয়ার এডমিরাল তড়িৎ বসু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

নতুন বলের বোলার আছে — দরকার তালিমের

সুটে ব্যানারজি

বোমবাই, ১০ এপরিল—যদিও কোন কোন রাজ্যে ক্রিকেট এখনো শেষ হয়নি, তবু রণজি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা শেষ হবার সংগে সংগে ভারতের ক্রিকেট মরসুমের ওপর যবনিকা পড়ল বলা চলে।

রণজি প্রতিযোগিতা বা ভারতের জাতীয় ক্রিকেটের ৩৭ বছরের ইতিহাসে বোমবাই দল এবার নিয়ে ২২ বার রণজি ট্রফি জয় করল। তার মধ্যে ১৩ বার তাদের একটানা জয়ের কৃতিত্ব। এবং এবার তাদের জয়ের কৃতিত্ব প্রথম সারির পাঁচজন খেলোয়াড়—ওয়াড়েকার, গাভাসকার, সোলকার, মাঁকড় সারদেশাই-এর অবর্তমানে।

কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে বোমবাই-এর পর্যাপ্ত প্রাধান্য এবং মহারাষ্ট্রের সংগে তাদের ফাইনাল খেলার বিবরণ দেবার জন্য আমি 'আনন্দবাজারের' জন্য কলম ধরিনি। আমি চোখ চেয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি দুই দলের বোলারদের ভূমিকা।

সবাই জানেন ভারতে আজ নতুন বলের বোলারের নিদারুণ অভাব। কিন্তু পাঁচদিনব্যাপী রণজি ফাইনাল খেলা দেখে আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে, মিডিয়াম পেসের যেসব বোলার এখন ভারতে রয়েছেন তাঁদের ভালভাবে তালিম দিতে পারলে নতুন বলের বোলারদের জন্য আমাদের হাপিত্যেশ করতে না-ও হতে পারে।

মহারাষ্ট্র দলে মোহল এবং আনোয়ার শেখ আর বোমবাই দলে অজিত পাই ও ইসমাইলের বোলিং দেখে আমি সত্যিই আশান্বিত হয়েছি। মহারাষ্ট্রের মোহল মাঝারি-গতির স্টক বোলার—যার হাতে ইন-সুইং ও কাটার আছে। আনোয়ার শেখের হাতের কার্যকরণও লক্ষ্য করবার মত। আমার মতে নিউ বল বোলার হিসাবে মহারাষ্ট্রের শেখ ও মোহল বোমবাইয়ের পাই ও ইসমাইলের চেয়ে ভাল জুটি। তবে পাই এবং ইসমাইলেরও সম্ভাবনা আছে। মোহল ও পাই অবশ্য ইসমাইল ও শেখের চেয়ে অপেক্ষাকৃত মন্থর। ইসমাইল ও শেখের মত বোলাররা ইংলনডের আবহাওয়ায় খুবই কার্যকরী হতে পারেন। দুজনের হাতেই সুন্দর সুইং আছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ইংলনডে এ ধরনের সুইং বোলার সাফল্য অর্জন করবেন।

একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নেতৃত্বে এঁদের একটি ক্যামপে রেখে যদি ভালভাবে তালিম দেওয়া যায় তবে মিডিয়াম পেসের এই বোলাররাই ভারতে ফাসট বোলারের অভাবও আংশিক দূর করতে পারেন।

এ শুধু আমার অভিমত নয়—অতীত দিনের বিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড় ৮১ বছর বয়সী অধ্যাপক দেওধর, যিনি ফাইনাল খেলার শেষে ট্রফি বিতরণ করেন তিনিও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আমি আশা করি ইংলনড সফরে দল গড়ার আগে ভারতের নির্বাচকরাও কথাটা ভেবে দেখবেন।

ক্যালডার টেবিল টেনিস দল পিকিংয়ে

টোকিও, ১০ এপরিল—ক্যালডার টেবিল টেনিস দল পিকিংয়ে গিয়েছেন। তাঁরা কতকগুলি প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করবেন। চীনের সংবাদপত্র প্রচারক সংস্থা সিনহুয়া এই খবর বেতারে প্রচার করেছে। ক্যালডার টেবল টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকও দলের সংগে আছেন। —এ পি

টালা পারক লেকে সন্তরণ শিক্ষাকেন্দ্র

নরথ ক্যালকাটা স্পোর্টিং সেনটার আয়োজিত সন্তরণ শিক্ষাকেন্দ্র সুরু হবে ১ বৈশাখ টালা পারক লেকে। প্রখ্যাত সাঁতারু শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীমতী ইলা ঘোষ এবং শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য শিক্ষাদান করবেন। যোগদানেচ্ছু বালকবালিকাকে বিশদ বিবরণের জন্য টালা পারকে ক্লাব প্যাভেলিয়নে খোঁজ করতে হবে।

কাসটমস মূল প্রতিযোগিতায়

স্টাফ রিপোরটার

কাসটমস (২) : ছোটনাগপুর এ এ (০)

(রাওয়াত, প্রধান)

বেটন কাপের প্রাথমিক খেলায় কাসটমস ২—০ গোলে ছোটনাগপুর এ একে (রাঁচী) হারিয়ে মূল প্রতিযোগিতার প্রথম রাউনডে উঠেছে। মূল প্রতিযোগিতার প্রথম রাউনডে কাসটমস এন ই রেলের (গোরক্ষপুর) সংগে খেলবে।

দুটি গোলই দ্বিতীয়ার্ধে হয়। কিন্তু প্রথমার্ধে কাসটমস একটি পেনালটি স্ট্রোক অপচয় করেন। ১৮ মিনিটে বি দফাদারের পেনালটি স্ট্রোক বারে লাগে।

দ্বিতীয়ার্ধে ১৫ মিনিটের সময় কাসটমস পর পর দুটি পেনালটি কর্নার পায়। দ্বিতীয় পেনালটি কর্নার থেকে বল পেয়ে রাওয়াত গোল করেন ১—০। ২৫ মিনিটে প্রধান নিজ প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় গোল করে জয়লাভ নিশ্চিত করেন ২—০।

মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য প্রদর্শনী ফুটবল

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা দেশ-এর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য ইসটবেংগল ক্লাবের কার্যকরী সমিতি যে প্রদর্শনী ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করছেন সেই খেলাটি ইসটবেংগল ও মোহনবাগানের মধ্যে হতে পারে। তবে এ সম্পর্কে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। খেলার দিন তারিখও ঠিক হয়নি।

নববর্ষকে নতুন সাজে আবাহন করুন

রং ব্যবসায়ী

চণ্ডীচরণ নায়েক (প্রাঃ) লিঃ

(৫৭৯৯)

জাহাজে আরোহণের বিজ্ঞপ্তি

টি এস এস "স্টেট অফ বোম্বে" সোমবার ১২ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে ২২নং খিদিরপুর ডক হইতে পোর্ট ব্লেয়ার অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা। বাংক যাত্রিগণের বিকাল ৪-৩০টা হইতে ৬-৩০টার মধ্যে এবং বাংক যাত্রিগণের বিকাল ৬-৩০টা হইতে রাত্রি ৭টার মধ্যে ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তারপর যাত্রিগণ জাহাজে আরোহণ করিবেন।

মালপত্র বিকাল ৪টায় পরীক্ষা করা হইবে। ডাক্তারী পরীক্ষা রাত্রি ঠিক ৭টায় বন্ধ হইয়া যাইবে।

দি শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ (ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি সংস্থা) ১৯, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা—১।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

PRICE 165/-

৩ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।

SHEBA SALES(39)ROOP NAGAR.DELHI-7

(৫৬০৪ এ)

femina

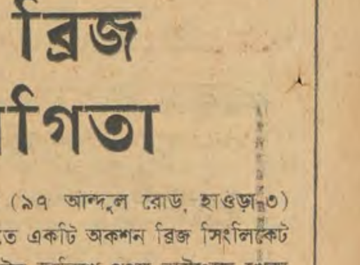

SUPER AUTOMATIC

অকশন ব্রিজ প্রতিযোগিতা

জি. কে. ডবলিউ. রিক্রিয়েশন ক্লাব (৯৭ আন্দুল রোড, হাওড়া—৩) কর্তৃক ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ হইতে একটি অকশন ব্রিজ সিংলিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইবে। উক্ত তারিখে প্রথম রাউণ্ডের খেলা হইবে। প্রবেশমূল্য প্রতি টীমে ৪, টাকা। দ্বিতীয় রাউণ্ড হইতে খেলা হইবে শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিনে, বেলা ২টা হইতে।

নিম্নলিখিত পুরস্কার দেওয়া হইবে:

প্রথম পুরস্কার — বিজয়ীগণ	...	প্রত্যেকে ১২৫, টাকা
রানার্স আপ	...	প্রত্যেকে ৬৫, টাকা
সেমি-ফাইনালিস্ট	...	প্রত্যেকে ২০, টাকা
কোয়ার্টার-ফাইনালিস্ট	...	প্রত্যেকে ১২, টাকা

প্রতিযোগিগণ হাওড়া স্টেশন হইতে ৫৯, ৬১, ৬২ বা ৬৯নং বাসে আসিতে পারেন এবং উপরোক্ত ঠিকানায় ক্লাবের কর্মকর্তাদের সংগে সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

রেলকর্মী ধর্মঘটের ফলে বারৌণী শিল্পাঞ্চলে গুরুতর সংকট

বারৌণী, ১০ এপ্রিল—বারৌণী জংশন এবং গড়হরা ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ারডে প্রায় ১০ হাজার রেলকর্মীর ধর্মঘটের ফলে বারৌণী ও উত্তর বিহারের শিল্পাঞ্চলে গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। গত ২৫ মারচ থেকে ঐ ধর্মঘট চলছে। এর ফলে পূর্ব রেলপথের সমস্তিপুর ডিভিশনে ট্রেন যোগাযোগ ও মাল চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

গড়হরা ইয়ারডে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা মাল ও অন্যান্য মালপত্র জমা হয়ে রয়েছে। যেসব শিল্পের কাঁচা মাল প্রয়োজন, সেগুলি সংকটের সম্মুখীন।

বারৌণী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়তো শীঘ্রই বন্ধ করে দিতে হতে পারে। কারণ সেখানে মজুত কয়লা শেষ হয়ে আসছে। সিমেনটের অভাবে বারৌণী সার কারখানা নির্মাণের কাজেও ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

ধর্মঘটের ফলে দৈনিক প্রায় একশ ওয়াগন পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি বাইরে পাঠানো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু পাইপলাইন দিয়ে এবং ট্যাংকার লরি করে সরবরাহ বজায় রাখা হয়েছে।

গোরখপুর সার কারখানাও সংকটের মুখে। কারণ বারৌণী থেকে ন্যাপথার সরবরাহের উপর ঐ কারখানা নির্ভরশীল।

বারৌণী তৈল শোধনাগারের তেল ওয়াগনের অভাবে বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না এবং তেল মজুত করার অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এর ফলে শোধনাগারের উৎপাদন কমিয়ে দিতে হতে পারে।

এদিকে তৈল শোধনাগারের মেইনটেনেন্স শাখার প্রায় ২ শত কর্মী গত ৭ এপ্রিল থেকে হঠাৎ ধর্মঘট করায়, বেশ অসুবিধা দেখা দিয়েছে। —পি টি আই

জনগণের মনে পুলিশ সম্পর্কে ভাল ধারণা সৃষ্টি করতে হবে —প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ পুলিশ কর্মীদের এই পরামর্শ দেন যে, তাঁরা যেন এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন,—যাতে জনসাধারণের বিশ্বাস হয় যে পুলিশ জনগণের কল্যাণের জন্যই কাজ করেন।

শ্রীমতী গান্ধী এখানে কিংসওয়ে ক্যাম্পে নতুন পুলিশ লাইনে দিল্লি পুলিশের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এই প্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী দিল্লি পুলিশের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে বক্তৃতা দিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,—পুলিশ জনসাধারণকে হয়রানি করে. সাধারণ লোকের মন থেকে এই ভয় দূর করতে হবে। ব্রিটিশ আমলে পুলিশকে দমন-পীড়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হত। ঐসব দিন চলে গিয়েছে। এখন পুলিশকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করতে হবে, যেন তাঁরা তার নিজের পরিবারের লোক।

দেশ ও জাতির নানা সংকটের সময়ে পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীরা যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে থাকেন, শ্রীমতী গান্ধী তার প্রশংসা করেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী প্রায় সাড়ে পাঁচশো পুলিশ কর্মীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ গ্রহণ করেন। পুলিশ কর্মীদের নানা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ ও সেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাদের পদক দেন। —ইউ এন আই

গবেষণা উদ্যোগের স্বীকৃতি। ২ জন পুরস্কৃত

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার ডঃ এম এস স্বামীনাথন এবং লখনউর কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণা সংস্থার ডঃ এ বি কর আজ এখানে এফ আই সি সি আই পুরস্কার পান। ভারতীয় শিল্প ও বণিকসভা সংঘের ৪৪তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই পুরস্কার বিতরণ করেন।

সংস্থাগতভাবে বিজ্ঞান-গবেষণায় উদ্যোগী হওয়ার জন্য ডঃ স্বামীনাথন এবং পরিবার পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত উদ্যমের জন্য ডঃ এ বি কর ওই পুরস্কার পান।

অন্য যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁরা হলেন, সর্বশ্রী এ এন হাসকর, পি আর কামানি এবং বি নেহরু। —পি টি আই

মধ্যপ্রদেশে নোট ছাপার নতুন প্রেস স্থাপিত হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—মধ্যপ্রদেশের দেওয়াসে নোট ছাপার একটি নতুন প্রেস স্থাপন করা হচ্ছে। সরকারিভাবে জানা গেল—ঐ প্রেসে যেসব নোট ছাপা হবে, সেগুলির নকশা এখনকার চেয়ে ভাল এবং নতুন ধরণের হবে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ঐ প্রেসে নোট ছাপার কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। —ইউ এন আই

সবসময়েই ব্যবহার করবেন
বোরিক এন্ড ট্যাফেল (আমেরিকা) অরিজিন্যাল হোমিও ও বায়োকেমিক ঔষধ
আমদানীকারক ও পরিবেশক
শেঠ দে এণ্ড কোং
অরিজিন্যাল হোমিও ফার্মেসী
৪০এ স্ট্রান্ড রোড, কলিকাতা-১

দুরারোগ্য রোগের প্রতিকার
৭৫ বৎসরের চিকিৎসা কেন্দ্রের গবেষণালব্ধ নব-আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের বিবিধ রঙের দাগ, শ্বেত-চর্ম একজিমা সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত বাতরক্ত, ফুলাসহ আরও অনেক কঠিন ও জটিল রোগ স্থায়ী নিরাময় হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন।
হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর
প্রতিষ্ঠাতা— পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ
১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া
ফোন : ৬৭-২৩৫৯
শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
(হ্যারিসন রোড)

অতি সহজেই কেনা যায়
মাত্র ৫৫৲ টাকায়
khaitan
খৈতান পাখা
গঠননৈপুণ্যে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।
Guaranteed for 5 years
বাকি টাকা কিস্তিতে দেয়
নগদে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট
Ashoka
হেড অফিস ও সেলস :
৬৮ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিঃ-১
ফোন ৩৪৩৮৪৪
সেলস :
১৭৩/৭, বিধান সরণী, কলিঃ-৬
১১, জগন্নাথ ডেওয়াড়ি রোড,
দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলিঃ-২৮
iaa

সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের অভিযোগ অনুসন্ধানে সর্বদলীয় কমিটি

পাটনা অফিস

৯ এপ্রিল—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পূরী ঠাকুর বিহার বিধানসভার বিগত অধিবেশনে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের সংবিধানে সর্বপ্রকারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যে সমস্ত বিশেষ সুবিধা উল্লিখিত আছে তাঁর মন্ত্রিসভা তা সংরক্ষণ অবশ্যই করবেন। এ-ছাড়া শ্রীঠাকুর আরও বলেছেন যে, সংখ্যালঘু ভাষা-ভাষীদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য তিনি যত শীঘ্র সম্ভব একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করবেন। বিহারের বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি শ্রীদীপেন সরকার মহাশয় একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, তাঁহাদের অ্যাসোসিয়েশন গত দু' বছর ধরে রাজ্য স্তরে একটি সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে। বিগত ঘাটশিলায় বিহার রাজ্য বঙ্গভাষী সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিহারের আটটি সংখ্যালঘু ভাষা-গোষ্ঠীর সম্মেলনেও উক্ত দাবি জানানো হয়েছিল। বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিহারের বাংলাভাষী অধিবাসীদের কাছে তাঁদের শিক্ষা, চাকুরি, ডোমিসাইল, জনগণনা ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগ সম্বলিত বিস্তৃত বিবরণ একত্রিত করে সমিতির পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাবিত কমিটির কাছে পেশ করা হবে। অভাব অভিযোগের বিবরণ সম্পাদক, বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশন, পাটনা—৩ ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

পি এস পি-এস এস পি মিলনের কথাবার্তা ভাল এগোচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

পি এস পি এবং এস এস পি দল দুটির মিলনের কথাবার্তা সন্তোষজনকভাবেই এগিয়ে চলেছে বলে কলকাতার রাজনৈতিক মহলে খবর।

ওই ব্যাপারে এস এস পি আগামী ২৭-২৮ এপ্রিল রাঁচিতে দলের সম্মেলনে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বলে প্রকাশ। ওই দল বিহারে নব কংগ্রেস এবং সংযুক্ত বিধায়ক সরকার সম্বন্ধে কী নীতি গ্রহণ করবেন সম্মেলনে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে। পক্ষান্তরে মিলনের প্রশ্নে পি এস পি মে মাসে নিজ দলের এক বিশেষ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এস এস পির এক মুখপাত্রের মতে, ওই দুই দলের মিলন ঘটলে আই এস পি এবং এস পি সহ দেশের অন্যান্য সমস্ত সমাজবাদী দলগুলির একীকরণের পথ প্রশস্ত হবে।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দ বাজার পত্রিকা

[বুধবার, ২৮শে চৈত্র, ১৩৪০; ইং ১১-৪-৩৪]

মৌলবী ফজলুল হক মেয়র নির্ব্বাচিত

নলিনী সরকারের পক্ষে সরকার-মনোনীত ও শ্বেতাঙ্গ সদস্যগণ

গত মঙ্গলবার তুমুল উত্তেজনার মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। মিঃ এ, কে, ফজলুল হক মেয়র ও প্রফেসর সতীশচন্দ্র ঘোষ ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ ফজলুল হক জেলা কংগ্রেস কর্পোরেশন ইলেকশন বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন এবং জেলা কংগ্রেস কর্পোরেশন এসোসিয়েশনের সভ্যগণের ও সমুদয় নির্ব্বাচিত মুসলমান সদস্যদের সমর্থন পাইয়াছিলেন।

সভার উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ (যাঁহারা শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের সমর্থক ছিলেন) কর্পোরেশনের গবর্নমেণ্ট মনোনীত সভ্য ও ইউরোপীয় সভ্যদিগের সহিত একযোগে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন......

গত বৎসরের সরকার-মনোনীত সদস্যগণ সহ কর্পোরেশনের মোট সদস্য সংখ্যা ৯৬ জনের মধ্যে কাউন্সিলার অলডারম্যানে মোট ৮৯ জন সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।......

*

সিংহল ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ

মে মাসের প্রথম ভাগে যাত্রা

শান্তিনিকেতন, ১০ই এপ্রিল

কলম্বোর কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের আমন্ত্রণে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মে মাসের প্রথমেই শান্তিনিকেতনের ছাত্রদিগকে লইয়া কলম্বো যাত্রা করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন শিল্পী ও ছাত্র কলম্বো যাত্রা করিবেন। তথায় তাঁহারা সঙ্গীতকলা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন ও তথায় চিত্রকলা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সম্পর্কিত সমস্ত ব্যবস্থা করিতে তাঁহার সেক্রেটারী অধ্যাপক অনিল চন্দ ১২ই এপ্রিল কলিকাতা হইতে কলম্বো যাত্রা করিবেন। —এ পি

আইন-আদালত

নেপাল রায়ের হত্যা সম্পর্কে আরও একজন অভিযুক্ত

উত্তর কলকাতায় বনমালি সরকার স্ট্রীটে তল্লাসী চালাতে গিয়ে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ শ্রীনেপাল রায়ের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বপন ব্যানারজি ওরফে কালুকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। স্বপন চরমপন্থী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। শনিবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এম এন দাসের আদালতে আসামীকে হাজির করা হয়েছিল।

শ্রীনেপাল রায়ের হত্যা সংক্রান্ত অভিযোগে ধৃত অপর আসামী শম্ভু হেলা ওরফে শঙ্কর ওরফে কালু পুলিশ হাজতে আটক আছে। আসামী স্বপনকে পুলিশ হাজতে আটক রাখার আবেদন জানিয়ে তদন্তকারী অফিসার বলেন, অন্যান্য পলাতক আসামী ধরা পড়ার এবং আরও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

শেয়ার বাজার তেজী চলছে

১০ এপ্রিল—কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই তেজীভাব চলছে। আজ লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে। বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল:—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

বিড়লা জুট ২২।০৫ ২২৲; ডানলপ ইনডিয়া ৩৮।১০ ৩৮৲; গেস্টকিন উইলিয়াম ৩২।৯০ ৩২।৪০; ইনড এলু: ৩৮৲ ৩৭।৯০; ইনড কেবল ১৬।৪০ ১৬।৬০; জে কে কটন ১০।৯৫ ১০।৮০; জয়পুর উদ্যোগ ৯।৩৫; রেটাস ইনড ৬।৩০; কেশোরাম ১৭।৬০ ওরিয়েনট পেপার ৩৮।৬০।

ক্লিয়ারিং তালিকা বহির্ভূত

সরকারী ঋণপত্র—৩% কোম্পানির কাগজ ৫৮।৯০।

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ১০ এপ্রিল—আগামী সোমবার ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয় মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯৫ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫৫ পয়সা বহাল থাকবে। —পি টি আই

চট ও থলের বাজার চড়া

১০ এপ্রিল—আরও লেনদেনের ফলে চট ও থলের বাজার খুব চড়া চলছে। তেজীওয়ালারা বেশ তৎপর তবে মিল বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে না। নিচে দর দেওয়া গেল:—

	এপ্রিল	জুন	জু:-সেঃ
৪০—৭½	৭৭৲	৭৭।৫০	৭৪।৫০
৪০—১০	৯৮৲	১০০৲	৯৭৲
বি টুইল	২৪৫৲	২৪৮৲	২৪৩৲

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
রবিবার—	১১-২৭	১১-৪৫	৩-৫৩	৫-৫৮

দিনপঞ্জিকা
আজ প্রতিপদ

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ২৮ চৈত্র, ১৩৭৭ (২১ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ১১ এপ্রিল, ১৯৭১, ১৪ শফর। প্রতিপদ রাত্রি ঘঃ ৩।৩৭ মিঃ পর্যন্ত। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৯।১৩ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৪।২৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫১।২৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ অমৃতযোগ পশ্চিমে নাস্তি। মুখ্যচান্দ্র চৈত্র গৌণ বৈশাখ (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ২৮ চৈত্র, ১৩৭৭ (২১ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ১১ এপ্রিল, ১৯৭১, ১৪ শফর। প্রতিপদ রাত্রি ঘঃ ২।২৭।৫৯ সেঃ পর্যন্ত। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৮।১২।৩৪ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৪।৪২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫১।২২ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ অমৃতযোগ পশ্চিমে নাস্তি। মুখ্যচান্দ্র চৈত্র গৌণ বৈশাখ (কৃষ্ণপক্ষ)।

বেতারবার্তা
রবিবার—১১ এপ্রিল

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ অসীমকৃষ্ণ দেব—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত : সরোদ—বাহাদুর খাঁ; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ আবৃত্তি মুখোঃ—ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ হেমন্ত মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা মঞ্জু দাস—লোকগীতি; ৮-১৫ দ্বিজেন মুখোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ বুলবুল চৌধুরী—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৪৫ উমা দে—ঠুংরী; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ সংগীত শিক্ষার আসর : পরিচালনা—পঙ্কজকুমার মল্লিক; ৯-৩০ শিশুমহল; ৯-৪৫ শান্তা সিংহ—রবীন্দ্রসংগীত (শরট ওয়েভে); ১০টা নিতাই বসু—সেতার; ১০-৩০ গোপাল বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-৩০ সময় সংকেত, প্রদ্যোৎ নারায়ণ—আধুনিক; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১২-৪৫ অসীমকৃষ্ণ দেব—গীটার; ১টা সৌখিক : বাংলা নাটিকা : রচনা—রঞ্জিৎ মুখোঃ; ১-৩০ সুগম সংগীত : রচনা—শান্তা সাকসেনা; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ অসীমকৃষ্ণ দেব—গীটার; ২টা মালঞ্চ; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ অনুরোধের আসর; ৩-৩০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, গোপাল বন্দ্যোঃ—খেয়াল, ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর; ৬টা স্থানীয় যে বর্ণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ শ্রীভবন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা সবিনয় নিবেদন (শ্রোতাদের চিঠির উত্তর); ৮-১৫ এ মাসের গান : রচনা ও সুর—হীরেন বসু : শিল্পী—অমিতা মুখোঃ, নীলিমা বন্দ্যোঃ, প্রগতি মুখোঃ; তাপসকুমার চট্টোঃ, অনুপম মুখোঃ, প্রভাতভূষণ ও প্রভাতী মুখোঃ; ৮-২০ অসীমকৃষ্ণ দেব—গীটার; ৮-৩০ বুলবুল চৌধুরী—নজরুলগীতি; ৮-৪৫ অরুণকৃষ্ণ ঘোষ—রাগপ্রধান; ৯টা উমা দে—খেয়াল; ৯-৩০ ছায়াছবির গান; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাং সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা, মঞ্জু দাস—লোকগীতি (শরট ওয়েভে); ১০-৩০ দ্বিজেন মুখোঃ—রবীন্দ্র সংগীত; ১০-৪৫ আরতি মুখোঃ—আধুনিক; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান : প্রদ্যোৎকুমার দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ দিনের আলোর : স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনা : বাংলা কথিকা—সোমনাথ বসু; ৬-১০ রাগরঙ : সলিল দাস—খেয়াল, তবলা সহযোগিতায়—বরুণকুমার চক্রঃ ৬-৩০ যুববাণী : অনুষ্ঠান পরিচিতি; ৬-৩৫ সুরের আলো : শেলী দত্ত—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান : স্বপ্না দাস—নজরুলগীতি ও ভজন, 'দোতারা'— লোকগীতি (সমবেতকণ্ঠে); ৭টা যুবসংবাদ : বাং সংবাদ; ৭-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : শেলী দত্ত—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : প্রদ্যোৎকুমার দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সুরলহরী : যন্ত্রসংগীত; ৭-২৫ দিগন্তের গান : স্বপ্না মৈত্র—আধুনিক; ৭-৩৫ সত্তর দশকের চোখে : আজকের সাহিত্যে গ্রামীণ তরুণ চরিত্র : বাংলা কথিকা—শেখ আজিজুর রহমন; ৭-৪০ সুরকল্লোল : শেলী দত্ত—গীটার; ৭-৪৫ ভালো লাগা গান (শ্রোতাদের অনুরোধে লঘু সংগীত; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৮-৪৫ ইউ এন পারসপেকটিভ; ৯টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-১৫ সময় সংকেত, কলিং অল চিলড্রেন; ১২-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ, সং; ১টা পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১-৪০ মিউজিক্যাল ব্যান্ড বক্স; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, অজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর : 'দোতারা'—লোকগীতি (সমবেতকণ্ঠে); ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : নিজের লেখা কবিতা পাঠ—শঙ্কর দাশগুপ্ত; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : শেলী দত্ত—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ : বাং সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : স্বপ্না দাস—শ্যামাসংগীত; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : শেলী দত্ত—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : প্রদ্যোৎকুমার দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ পাশ্চাত্য সংগীত; ৬-৩০ অমর পড়া বই : বাংলায় পুস্তক পর্যালোচনা—ভবেশ দাস; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : স্বপ্না মৈত্র—রাগপ্রধান ও ভজন; ৬-৫০ রাগরঙ : সলিল দাস—খেয়াল, তবলা সহযোগিতায়—বরুণকুমার চক্রঃ; ৭-১০ অন দি মার্চ : ডোম মোরেসের সঙ্গে ইংরেজীতে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান; ৭-৩০ গানের বৈঠক : স্বপ্না দাস—রবীন্দ্রসংগীত ও রাগপ্রধান; স্বপ্না মৈত্র—নজরুলগীতি ও আধুনিক, 'দোতারা'—লোকগীতি (সমবেত কণ্ঠে); ৮টা অরুণকৃষ্ণ ঘোষ—রামপ্রসাদী; ৮-১৫ তৃপ্তি মিত্র—রাগপ্রধান; ৮-৩০ নিতাই বসু—সেতার; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ ঘটনা প্রবাহ : (দিল্লি থেকে); ১০টা পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ অনুরোধের আসর (উচ্চাঙ্গ সংগীত); ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : (সন্ধ্যায়)—৬টা উমা দে—খেয়াল; ৬-৩০ নিতাই বসু—সেতার; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা সাঁওতালী অনুষ্ঠান; ৭-১৫ তৃপ্তি মিত্র—আধুনিক; ৭-৩০ প্রদ্যোৎ নারায়ণ—রাগপ্রধান; ৭-৪৫ শান্তা সিংহ—ভজন; ৮টা সমাপ্তি।

এ সপ্তাহে আপনার রাশিফল
শ্রীভাস্কর

সৌর জগতে বর্তমান গ্রহ-পরিস্থিতি এইরকম :—শনি ও বক্রী বুধ মেষে। কেতু কর্কটে। বক্রী বৃহস্পতি বৃশ্চিকে। মঙ্গল ধনুতে। রাহু মকরে। শুক্র কুম্ভে। রবি মীনে (বুধবার রবি মেষে সরে যাবে)। চন্দ্র আজ কন্যা থেকে যাবে তুলায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চন্দ্র যাবে বৃশ্চিকে। বৃহস্পতিবার রাত্রে চন্দ্র যাবে ধনুতে।

রাষ্ট্রীয় ফল :—পূর্ব পাকিস্তান বা 'বাংলা দেশ' মুক্তি-সংগ্রামে আরো তৎপর হয়ে উঠবে। পশ্চিম পাক সামরিক শক্তির চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-শক্তি আরো প্রবল হয়ে উঠবে। 'বাংলা দেশের' অভ্যন্তরে ব্যাপক গণহত্যা চললেও সোভিয়েট ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষ মনোভাব ঐ দেশের জনসাধারণের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিবাদে লিপ্ত হবার চেষ্টা করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি ও উদ্বেগ কমবে না।

আজ থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত ব্যক্তিগত রাশি অনুযায়ী সম্ভবপর ফলাফল দেওয়া হল।

মেষ—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো বিদেশীর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা বিরুদ্ধাচরণের আশংকা দেখা যায়। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

বৃষ—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো সহযোগীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

মিথুন—আর্থিক উন্নতি হতে পারে। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পারিবারিক শান্তির আশা কম। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

কর্কট—আর্থিক ইঙ্গিত অনুকূল। ব্যবসাক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। বেকার ব্যক্তির চাকুরি হতে পারে। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মান লাভ করতে পারেন। শত্রু বশ্যতা স্বীকার করবে। কোনো বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

সিংহ—আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতারক্ষা করা সম্ভব হবে না। ব্যবসাপত্তর ঢিমেতালে চলবে। চাকুরিস্থলে কোনো বড় রকমের চিন্তার কারণ দেখা যায় না। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। শত্রু নিন্দা প্রচার করতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

কন্যা—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর ভালো চলবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা বিরুদ্ধাচরণের আশংকা দেখা যায়। কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

তুলা—আর্থিক ইংগিত শুভ। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। উর্ধ্বতন কর্মচারীর অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

বৃশ্চিক—আর্থিক ইংগিত অনুকূল। ব্যবসাক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি হতে পারে। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মান লাভ করবেন। কোনো অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হবে। কোনো বন্ধুর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। কোনো পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

ধনু—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর ভালো চলবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বিষয়ে ভুলের ফলে অর্থক্ষতি বা দ্রব্যক্ষতি হতে পারে। কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

মকর—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে বড় রকমের চিন্তার কোনো কারণ দেখা যায় না। কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মান লাভ করতে পারেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভলো চলবে না।

কুম্ভ—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মান লাভ করতে পারেন। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। কোনো সম্পত্তি বা বাস-গৃহ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

মীন—আর্থিক ইংগিত শুভ। ব্যবসাক্ষেত্রে আয়-বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। উর্ধ্বতন কর্মচারীর অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

'জয় বাংলা' বিচিত্রানুষ্ঠান

'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমতিক্রমে ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্র সদনে বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রযোজনা ও পরিচালনা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দফতরের টেকনিক্যাল ইনসপেকটরগণ। অংশ গ্রহণে: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, কাজী সব্যসাচী, ভি বালসারা, অনুপ ঘোষাল, পিনটু ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখারজি, সাগর সেন, বাসবী নন্দী, অমল মুখারজি, আরও অনেকে।

পাগলের ও মানসিক রোগের হাসপাতাল
বৈদ্যনাথ উন্মাদ আশ্রম
(খড়দহ, ফোন: ব্যারাকপুর-২৭)
নন্দনকানন, পোঃ রহড়া, ২৪ পরগণা
পরিচালক
আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলনের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
কবিরাজ শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চক্রবর্তী বি-এ অনার্স, কাব্যতীর্থ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী।
আশ্রমে কিংবা নিম্ন ঠিকানায় রবিবার ছাড়া বিকাল ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে ফোনে (৫৬-৩৫৭৫) সাক্ষাতে বা .৬৫ পয়সা ডাক টিকেট পাঠাইয়া চিকিৎসা প্রণালী জানুন। আরোগ্যের সংখ্যা ৮০ জনেরও উপর।
২৫, রতনবাবু রোড, কাশীপুর, কলি-২

১০ হাজার টাকা গ্যারান্টিযুক্ত
'আসল গ্রহরত্ন'
শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিকার রত্ন ধারণ করে অশুভ গ্রহকে শুভ ফলদানে বাধ্য করুন। ভারত বিখ্যাত জ্যোতিরবিশারদ দ্বারা ভাগ্য গণনাপূর্বক রত্নধারণের নির্ভুল ব্যবস্থাপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়, বেলা ৪—৭টা।
রত্নগিরি
৫৫/৮, [illegible]
শাখা : [illegible]

ভারতের বৃহত্তম
ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রহরত্ন সংস্থা
এম পি জুয়েলার্স
তাঁরাই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী, যাঁরা হাত দেখে রাশি, লগ্ন, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বলে দিতে পারেন।
আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন
জ্যোতিষ বিভাগ: বেলা ৪—সন্ধ্যা ৭
১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭. ফোন: ৩৩-৫৭৫৫
প্রতিটি রত্নের বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি দেওয়া হয়
॥ মূল্য তালিকার জন্য লিখুন ॥

বিহারে আরও ৫ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ

পাটনা, ১০ এপ্রিল—আজ বিহারের এস ভি ডি মন্ত্রিসভা আবার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আজ মন্ত্রিসভায় আরও ৫ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে।

৫ জন নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রীই ক্ষমতাসীন এস ভি ডি'র অন্যতম শরিক আদি কংগ্রেস দলভুক্ত।

রাজ্যপাল শ্রী ডি কে বড়ুয়া আজ নিম্নলিখিত ৫ জনকে রাষ্ট্রমন্ত্রিরূপে শপথ গ্রহণ করান—

সর্বশ্রী ভীষ্মনারায়ণ সিং, মহাবীর চৌধারী, রামচন্দ্রপ্রসাদ সাহি, রামেশ্বর দত্ত শর্মা এবং রউফুল আজম।

আজকের ৫ জন রাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধরে বিহার মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ৫২। তাদের মধ্যে ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী এবং ২৭ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী। —ইউ এন আই

ডঃ নগেন্দ্র সিং-এর নতুন পদ

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল—এখানে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির সেক্রেটারী ডঃ নগেন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক জাহাজ করপোরেশনের কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল সম্পর্কে হেগে যে নিয়মাবলী গৃহীত হয় এই কমিটি তার সংশোধন করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র সিং বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন সম্পর্কে জেনেভায় রাষ্ট্রপুঞ্জ কমিশনের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করছেন। —ইউ এন আই

ত্বকের সাধারণ সংক্রামণরোগ সারাবার জন্য
ভায়োফর্ম
ক্রীম
CIBA
CIBA/VIO-69 BN

দ্রুত ও আরামে ভ্রমণ করুন
কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন পরিচালিত
কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) এবং কেওনঝরের (ওড়িশা) মধ্যে
১লা বৈশাখ ১৩৭৮ (১৫ই এপ্রিল ১৯৭১) থেকে দৈনিক এক্সপ্রেস লাকসারি বাস সার্ভিসের সুযোগ নিন।

ভাড়া (কলকাতা-কেওনঝর, কর সমেত)	১। প্রাপ্তবয়স্ক	টাঃ ১৫·৮০ মাত্র
	২। শিশু	টাঃ ৭·৯০ মাত্র

আপ	কলকাতা/এসপ্ল্যানেড বাস স্টেশন	সকাল ৯-৩০টায় ছাড়বে	কেওনঝর	সন্ধ্যা পৌঁছবে ৬-৩০টা
ডাউন	কেওনঝর/এস টি এস বাস স্টেশন	সকাল ৯-৩০টায় ছাড়বে	কলকাতা	সন্ধ্যা পৌঁছবে ৬-৩০টা

কোথায় দাঁড়াবে : করঞ্জিয়া, যোশীপুর, বিসই, বাংগারিপোসি, জামসোলা, বহরাগোড়া, লোধাশুলী ও খড়্গপুর।
* কলকাতা ও কেওনঝরে ২৪ ঘণ্টা আগে সিট রিজার্ভ করা যাবে, কোনো বাড়তি খরচ লাগবে না।
* মাত্র ৪৫টি সিট, প্রত্যেকটি চিহ্নিত, দাঁড়িয়ে ভ্রমণ নিষিদ্ধ।
* প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে ১৪ কেজি এবং শিশুদের সঙ্গে ৭ কেজি পর্যন্ত মাল বিনা ভাড়ায় নিয়ে যেতে দেওয়া হবে।
* বাড়তি মালের জন্য নামমাত্র ভাড়া।
* সস্তা ভাড়ায় ও নিজে চাবি দেওয়ার সুবিধাসহ কয়েকটি লাগেজ বক্স পাওয়া যায়।
কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, ৪৫ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ কর্তৃক প্রচারিত
(৫৭৫৯)

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে
ভেবে দেখুন
যেটি আছে তাকে ঠিকমতো লালন-পালন করতে পারছেন কি না।

ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে মাত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।
আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন
নিরোধ
davp 70/380

বামপন্থী পৌর ফ্রনট ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব সি পি এম-ই তুলবে

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা পৌরসভার বর্তমান বামপন্থী যুক্তফ্রনট ভেঙে দেওয়ার জন্য সি পি এম ১২ এপ্রিল, সোমবার ফ্রনটের নীতিনির্ধারক কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব রাখছেন। অর্থাৎ ওই দিনই ফ্রনটের অন্ত্যেষ্টি হচ্ছে।

ফ্রনট ভাঙার সপক্ষে সি পি এম-এর বক্তব্য শনিবারই রোনিও করা হয়েছে। রবিবার এনিয়ে তাঁদের তৎপরতা চলবে এবং ঘনিষ্ঠ দলগুলির সদস্যদের কাছে তা দেওয়া হবে। আগামী তেইশ এপ্রিল নতুন মেয়র নির্বাচন। তার আগেই ফ্রনট ভেঙে সি পি এম চার বছরের জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তির অন্ত্যেষ্টি ঘোষণা করবেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রথম দু বছর সি পি এমই মেয়র এবং প্রধান কমিটি—অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান পদ ভোগ করেছেন। ওই দুটি পদই এবার ফরওয়ারড ব্লকের প্রাপ্য। জানা গেল, সি পি এম চুক্তি ভেঙে এবারও মেয়র পদে প্রার্থী দেবেন। এ জন্য ঘনিষ্ঠ দলগুলিকে নিয়ে নতুন করে জোট বাঁধবেন।

অবশ্য বর্তমান মেয়র আর প্রার্থী হচ্ছেন না। পৌর আইনে পর পর দু বছরের বেশি একই ব্যক্তি ওই পদে থাকতে পারেন না।

এদিকে, সি পি এম-এর এ ধরনের তৎপরতা দেখে অন্যদলগুলিও নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধার চেষ্টা করছেন। ফ্রনটের চুক্তি অনুযায়ী তাঁরা ফরওয়ারড ব্লকের প্রার্থীকেই সমর্থন করবেন। নব কংগ্রেসও সেক্ষেত্রে তাদের সমর্থন করবেন বলে দু দিন আগেই সিদ্ধান্ত করেন। ফরওয়ারড ব্লক কাকে প্রার্থী দেবেন, স্থির করেননি। আলোচনা সূত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে তাঁদের অলডারম্যান শ্রীশঙ্কর দত্তর নাম। শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত এবং শ্রীকুমার দত্তর নামও উচ্চারিত হচ্ছে মাঝে মাঝে। সে যা-ই হোক—সি পি এম বনাম ফরওয়ারড ব্লক—মেয়র পদের এই দ্বৈরথে কোন জোট ভারী হবে তা নিয়েই কথা।

দলীয় এবং সমর্থিত সদস্য নিয়ে সি পি এম-এর সদস্য শক্তি ৩৭। সেই সঙ্গে ওয়ারকারস পারটি ১, আর সি পি আই এক—হল ৩৯। এক শ ছ জন সদস্যের সভায় এতে গরিষ্ঠ হওয়া যাচ্ছে না। আর এস পি-র আছে আট জন সদস্য। রাজ্যে কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করায় ফরওয়ারড ব্লক, সি পি আই ইত্যাদির বামচরিত্র জানা হয়েছে বলে সি পি এম তার বয়ানে যে কথা বলেছেন, আর এস পি তার সঙ্গে একমত। তবে ফ্রনট ভাঙতে তারা নারাজ। এস ইউ সি-র আছে দুজন সদস্য, তাঁদেরও মত অনুরূপ। তবে ফ্রনট যদি ভেঙেই যায় তাহলে তারা হয় নিরপেক্ষ থাকবেন, না হলে সি পি এম-এর সঙ্গে জোট বাঁধবেন। জোট বাঁধলে সি পি এম জোটে আরও দশ বাড়বে, অর্থাৎ—দাঁড়াবে ৪৯ জন।

অপর দিকে ফরওয়ারড ব্লক—১১, সি পি আই—১১, নব কংগ্রেস—২২, আদি কংগ্রেস—৩, পি এস পি, বাংলা কংগ্রেস, বলশেভিক একজন করে মোট ৫০ জন সদস্য। এস এস পি-র একজন সদস্য এ জোটে যাবেন কিনা অনিশ্চিত। তবে সি পি এম জোটে যাবেন না। জন সংঘের দুজন সদস্যেরও সেই অবস্থা। সি আই টির চেয়ারম্যান সম্ভবত যথারীতি অনুপস্থিত থাকবেন। অর্থাৎ একদিকে ৪৯ অন্য দিকে ৫০। ৪৯ সংখ্যাটা এ ক্ষেত্রে সত্যিই খারাপ। ভরসা চারজন নির্দল সদস্য। তার একজন—সি পি এম বহিষ্কৃত ডাঃ হৈমী বসুর অনুপস্থিত থাকবার সম্ভাবনা। বাকি তিনজনের মধ্যে শ্রীনৃপেন ব্যানার্জিকে নাকি কোন কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ আসন দিলেই সি পি এম তাদের জোটে পাবে বলে আশা করছেন। অপর দিকে অপর দুজন নির্দল সদস্য—মঃ কাসিমুদ্দীন আসকা এবং শ্রীভূপেন দে-কে নিজেদের দিকে পাওয়া যাবে বলে ফরওয়ারড ব্লক, সি পি আই, নব কংগ্রেস সদস্যরা আশা প্রকাশ করেন। তাহলে দাঁড়ায় সি পি এম-এর দিকে পঞ্চাশ আর অপর দিকে বাহান্ন। আবার সি পি এম মহল থেকে অতিরিক্ত একটি সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। সি পি আই থেকে তিনজন সদস্যের সমর্থন নাকি পাওয়া বিচিত্র নয় তাঁদের। অঙ্কটা তাহলে অন্যরকম হবে। অবশ্য ফ্রনট এখনও ভাঙেনি বলে চিত্রটা পরিষ্কার হচ্ছে না। পরিষ্কার হবে সোমবার, বার তারিখের পর। ওই দিন বেলা বারটায় বৈঠক। বার তারিখ, বারটা! বৈঠকের সময় নির্বাচনও অনেকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হচ্ছে।

মেয়রের বিবৃতি

শ্রীপ্রশান্ত শূর শনিবার এক বিবৃতি দেন: বিভিন্ন মহল থেকে আমার কাছে খবর আসছে যে মেয়র নির্বাচনের পূর্বেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কলকাতা পৌরসভার কিছু কিছু কাউনসিলারকে গ্রেফতার করার এক চক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে চলছে। এ ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে তা অত্যন্ত দুঃখের।

রবিবারও ঝড়জল হওয়ার সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার রাত নটায় কলকাতা ও শহরতলির উপর দিয়ে কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে যায়। ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮৬ কিলোমিটার। এটা ছিল এ বছরের তৃতীয় কালবৈশাখী। ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিও।

রবিবার সকাল অথবা সন্ধ্যার দিকেও ঝড়জল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে হাওয়া অফিস জানান। তবে এদিন দিনের তাপমাত্রার তেমন উল্লেখযোগ্য কোন হের-ফের হবে না।

বাংলায় মন্ত্রীদের নামের ফলক

স্টাফ রিপোর্টার

মহাকরণে প্রত্যেক মন্ত্রীর ঘরের সামনে তাঁর নামের ফলক এবার বাংলায় লেখা। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর নামের ফলকটি ইংরেজিতে।

তবে, কে কোন্ দফতরের মন্ত্রী তা ওই নামের ফলকের সঙ্গে না লেখা থাকায় মন্ত্রীদের দর্শনপ্রার্থীদের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। শনিবারও দেখা যায়, দর্শনার্থীদের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বসার নির্দিষ্ট জায়গাটিও তাঁরা অংশত দখল করে নিয়েছেন।

যুবকেরা রণাঙ্গনে, বৃদ্ধেরা ঘরে কিন্তু অপরিসীম উৎকণ্ঠা সংবাদের জন্য। রেডিওর সামনে বসে খবর শুনছেন চার বৃদ্ধ গ্রামবাসী। —এ ছবি আমাদের স্টাফ ফটোগ্রাফার শ্রীবিশ্বরঞ্জন রক্ষিত তুলেছেন রাজশাহীর কাছে এক গ্রামে।

নীলরতন সরকার হাসপাতালে হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র

স্টাফ রিপোর্টার

রাজ্য সরকার নীলরতন সরকার হাসপাতালে ৪০ শয্যাবিশিষ্ট একটি আধুনিক হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা-কেন্দ্র অনুমোদন করেছেন। গত জানুয়ারি থেকে এই কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে।

এই কেন্দ্রে করোনারী ধমনীর ব্যাধি, রিউম্যাটিক হৃদ্‌রোগ, জন্মগত হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

এই সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে ডঃ অজিত সেনগুপ্ত বলেন, করোনারী থ্রমবসিস রোগে আক্রান্ত রোগী ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি রোগীকে যথানিয়মে কারডিওগ্রাফিক মনিটারিং করা যায়, তা হলে চিকিৎসার পথ সুগম হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয়।

সেতুর জন্য ২৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

ময়ৈরিতা, ১০ এপ্রিল—বুড়ী দেহিং নদীর উপর একটি ৬২৫ ফিট সেতুর কাজ শুরু হয়েছে। এটি আগামী ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারত সরকার এর জন্য ২৩ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছেন। সেতুটি শেষ হলে যানবাহনের পক্ষে যোগাযোগের প্রচুর সুবিধে হবে। —পি টি আই

বাংলা দেশের আহত একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে চিকিৎসার জন্য ধরাধরি করে এপারে নিয়ে আসা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে জল কমিটি নিযুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার

গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করেছেন। মফঃস্বলে পেয় জলের ঘাটতি মেটাবার জন্য সরকার চারদিকে নলকূপ বসাবার একটি প্রকল্প বিবেচনা করছেন। স্বাস্থ্য ও সমাজ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিন এই জল কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন।

প্রকাশ, নলকূপ বসানোর ব্যাপারে ঠিকাদার মনোনয়নে বেকার ইনজিনিয়ারদের বিষয় সরকার বিবেচনা করবেন। কোথায় কোথায় নলকূপ বসানো হবে স্থানীয় এম এল এ এবং অঞ্চলপ্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে তা স্থির হবে। অকেজো নলকূপগুলি সম্পর্কে সমীক্ষা করে এক রিপোরট পেশের জন্য জনস্বাস্থ্য ইনজিনিয়ারিং দফতরের ইনজিনিয়ারকে বলা হয়েছে।

মৎস্য নিয়ে বৈঠক

কলকাতা সহ পঃ বঙ্গে মাছের ঘাটতি মেটাবার উপায় নিয়ে শনিবার মহাকরণের রোটানডায় এক দীর্ঘ বৈঠক হয়। বাঙালীর নিত্যখাদ্য মাছের চাহিদা পূরণ করে পশ্চিমবঙ্গকে এ ব্যাপারে স্বয়ম্ভর করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে বলে মৎস্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নস্কর সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশ দেন।

বন্দরে দুর্ঘটনা কমছে

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা বন্দরে দুর্ঘটনা ক্রমশই কমছে। ১৯৬৪ সালে এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল ৩৭১৬টি ১৯৭০-এ তা কমে দাঁড়ায় ১৭৯৩-তে। ভারতের অন্যান্য বন্দরের তুলনায়ও কলকাতায় দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কম।

শনিবার কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতা ডক নিরাপত্তা কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এস কে ঘোষ ওই তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ১২ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত দ্বিতীয় ডক নিরাপত্তা সপ্তাহে ডক ও ডক-সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে, নানা কর্মসূচি আছে: আলোচনা সভা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ছাড়াও বিশেষ পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। নিরাপত্তার জন্য কর্মীদের উৎসাহ দিতে পুরস্কারও দেওয়া হবে।

হাওড়ার আদি কংগ্রেস একীকরণের বিরুদ্ধে

শুক্রবার হাওড়া জেলা কংগ্রেস (আদি) কমিটির এক সভায় নব কংগ্রেসের সঙ্গে একীকরণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশংকরপ্রসাদ ব্যানার্জি।

সভায় 'বাংলা দেশে'র মুক্তি-যোদ্ধাদের প্রতিও সমর্থন জানানো হয়। আগামী ১ বৈশাখ সকাল নটায় জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য রক্ত সংগ্রহ অভিযান শুরু হবে বলে সম্পাদক শ্রীঅসীম রায় জানান।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

পারিবারিক পেনসন সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার

পরলোকগত কোন সরকারী কর্মচারীর যদি দুজন স্ত্রী থাকেন তা হলে দুই স্ত্রীকেই মৃত কর্মীর প্রাপ্য পারিবারিক পেনসনের টাকা সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

দুই স্ত্রীর কেউ যদি মারা যায় তো তাঁর ভাগের প্রাপ্য টাকা তাঁর নাবালককে দেওয়া হবে। আর নাবালক না থাকলে ওই টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

মহীশূরে নব কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টায় বিরত

বাঙ্গালোর, ১০ এপ্রিল—নব কংগ্রেসের হাইকমানডের নির্দেশ অনুসারে মহীশূর বিধানসভার নব কংগ্রেস দল সরকার গঠনের চেষ্টা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দলের নেতা শ্রীসিদ্ধ বীরান্দা সাংবাদিকদের বলেন যে, শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন, তবে উপস্থিত সদস্যদের সঠিক সংখ্যা বলতে তিনি রাজী হননি। তিনি বলেন, কয়েকজন সদস্য দলের মত সমর্থন করে তারবার্তা পাঠিয়েছেন। —ইউ এন আই

কামানে বিমানে আগুয়ান হানাদার বাহিনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাইফেলের গুলি চালিয়ে মিলিটারি তাদের নিচে ফেলে দেয়। পাকিস্তানীদের নৃশংস অত্যাচারে মাইলের পর মাইল ধরে অসংখ্য লোক ভারতের দিকে হেঁটে আসছে। কারো সম্বল কেবলপর নের কাপড়। কেউ আশ্রয় নিয়েছেন এপারে। বনগাঁয় এসেছেন ইতিমধ্যে চার হাজার মানুষ। সবার মুখে শুধু এক কথা: এই অত্যাচারের কোনও শেষ নেই।

পাক ফৌজ যখন সামনের দিকে হানা দিতে থাকে তখন মুক্তি সেনারা প্রতিরোধের জন্য ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে, ক্ষেতের মাঝে শুয়ে পড়ে তাঁরা পানজাবি সেনাদের লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণ করতে থাকে। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে পশ্চিমী বাহিনী। তাঁরা তখন কামান থেকে পঁচিশ পাউনডের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। সাহায্যের জন্য জরুরী বার্তা যায় মূল ঘাটিতে। আকাশে উড়ে আসে বোমারু বিমান। তারা পাহারা দেয় নিচের পাক বাহিনীকে। শেষে মুক্তিফৌজের গতিকে মন্থর করার জন্য তারা বোমা ফেলতে থাকে। মুক্তিফৌজও রণকৌশলের নীতি অনুযায়ী কখনও এগিয়ে যায়। আবার কখনও পিছু হটে যায়। ছেড়ে দেয় চৌকি। শত্রুকে তার মূল ঘাটি থেকে টেনে নিয়ে আসতে চায় নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে। একেবারে গহ্বরে। পানজাবি ফৌজও একটু একটু করে এগিয়ে আসে সামনের চৌকির দিকে। পাকিস্তানী বাহিনী ক্রমশ এগিয়ে আসে ঝিকরগাছা চৌকিতে। পরে গদখালিতে। সন্ধ্যার ঠিক আগে আবার পরিস্থিতি বদলে যায়। তখন মুক্তিফৌজ আবার পালটা অভিযান চালানো শুরু করেন। এগোনোর চেষ্টা করেন আবার সামনের দিকে। ওদিকে যশোর দুর্গের উত্তরে চূড়ামনকাঠিতে ছাউনি ফেলা মেজর ওসমানের বাহিনী একটু একটু করে এগোতে থাকে। তখন দক্ষিণ দিকে দারুণ লড়াই চলছে। কেবল শব্দ শোনা যাচ্ছে গোলা গুলির।

কয়েকজন আহত মুক্তিযোদ্ধা বনগাঁর হাসপাতালে

স্টাফ রিপোর্টার

উপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিংহ নাহার শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের আহত মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজনকে এদিকে বনগাঁ হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন।

এ ধরনের আহত ব্যক্তি যদি আরও আসেন তাঁদেরও চিকিৎসার সুব্যবস্থার আয়োজন করা হবে বলে তিনি জানান। এদিন কুষ্ঠিয়া থেকে মুক্তি ফৌজের কয়েকজন আহত কর্মীকে নিয়ে তাঁদের একজন নেতা মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন।

সোভিয়েট কমিউনিসট সম্মেলন পাঁচবছরে একবার হবে

মসকো, ১০ এপ্রিল—সোভিয়েট কমিউনিসট পারটি স্থির করেছেন চার বছরে একবারের পরিবর্তে দলের নিয়মিত সম্মেলন পাঁচ বছরে একবার হবে।

তাস এই সংবাদ দিয়েছেন পারটি কংগ্রেসের ২৪তম অধিবেশনে এই নিয়মটিসহ দলের আরও কয়েকটি নিয়ম সংশোধন করা হয়েছে। —ইউ এন আই

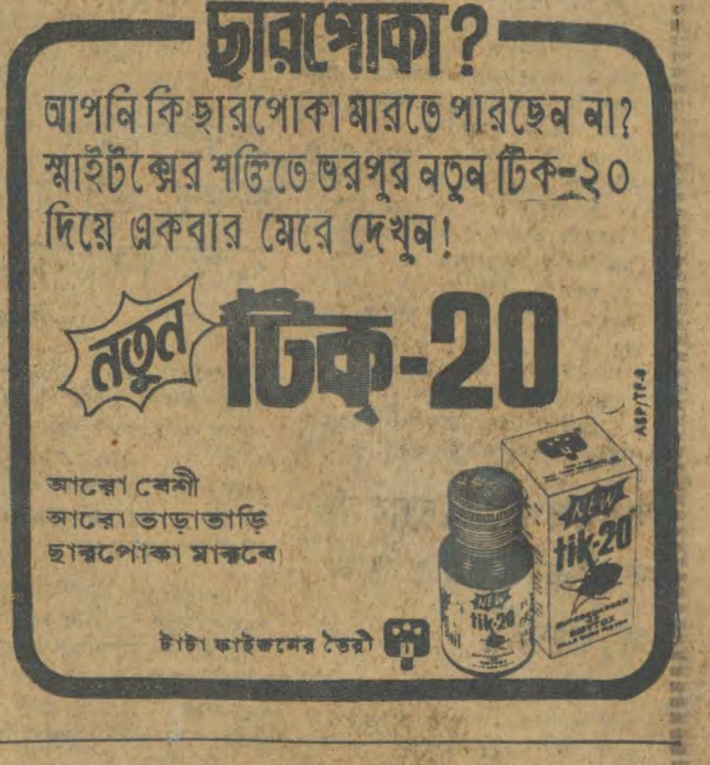

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

টেণ্ডার নোটিস

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ৯ নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন সার্কেল, ১৩৫, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলি-১৪ বরানগরের অক্ষয় মুখার্জী রোডে ৫৬টি রেগুলার ২ কক্ষবিশিষ্ট এবং ১৭৬টি ছোট ২ কক্ষবিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য পি ডবলিউ ডি-এর ১ম শ্রেণীর ও অন্যান্য যথোপযুক্ত শ্রেণীর রেজিস্টার্ড বিল্ডিং ঠিকাদারগণ ও অন্যান্য (পি ডবলিউ ডি-এর বর্তমান নিয়মাবলী অনুযায়ী)/বাহিরের প্রকৃত ও সংগতিসম্পন্ন ঠিকাদারগণের নিকট হইতে পৃথক পৃথক সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেণ্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র উপরোক্ত অফিস, এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ৩ নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিঃ, ২১, কেণ্ডারড্রাইন লেন, কলিকাতা-১২-এর অফিসে বেলা ১১টা ও বিকাল ৪টার মধ্যে দেখা যাইবে। টেণ্ডার ৩০ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

গ্রুপ নং		অনুমিত ব্যয়	বায়নার পরিমাণ
(১) ১ (রেগুলার ২ কক্ষবিশিষ্ট ৫৬টি ফ্ল্যাট)	...	৩,৬২,৬৮৯,	৭,২৫৪,
(২) ২ (ছোট ২ কক্ষবিশিষ্ট ৬৪টি ফ্ল্যাট)	...	৩,৩১,৪৫২,	৬,৬২৯,
(৩) ৩ (—ঐ—)	...	৩,৩১,৪৫২,	৬,৬২৯,
(৪) ৪ (ছোট ২ কক্ষবিশিষ্ট ৪৮টি ফ্ল্যাট)	...	২,৪৮,৫৮৯,	৪,৯৭২,

—ডবলিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) অ্যাডভাঃ নং ১২৪৮(৩) আই পি আর/এ/৭১—

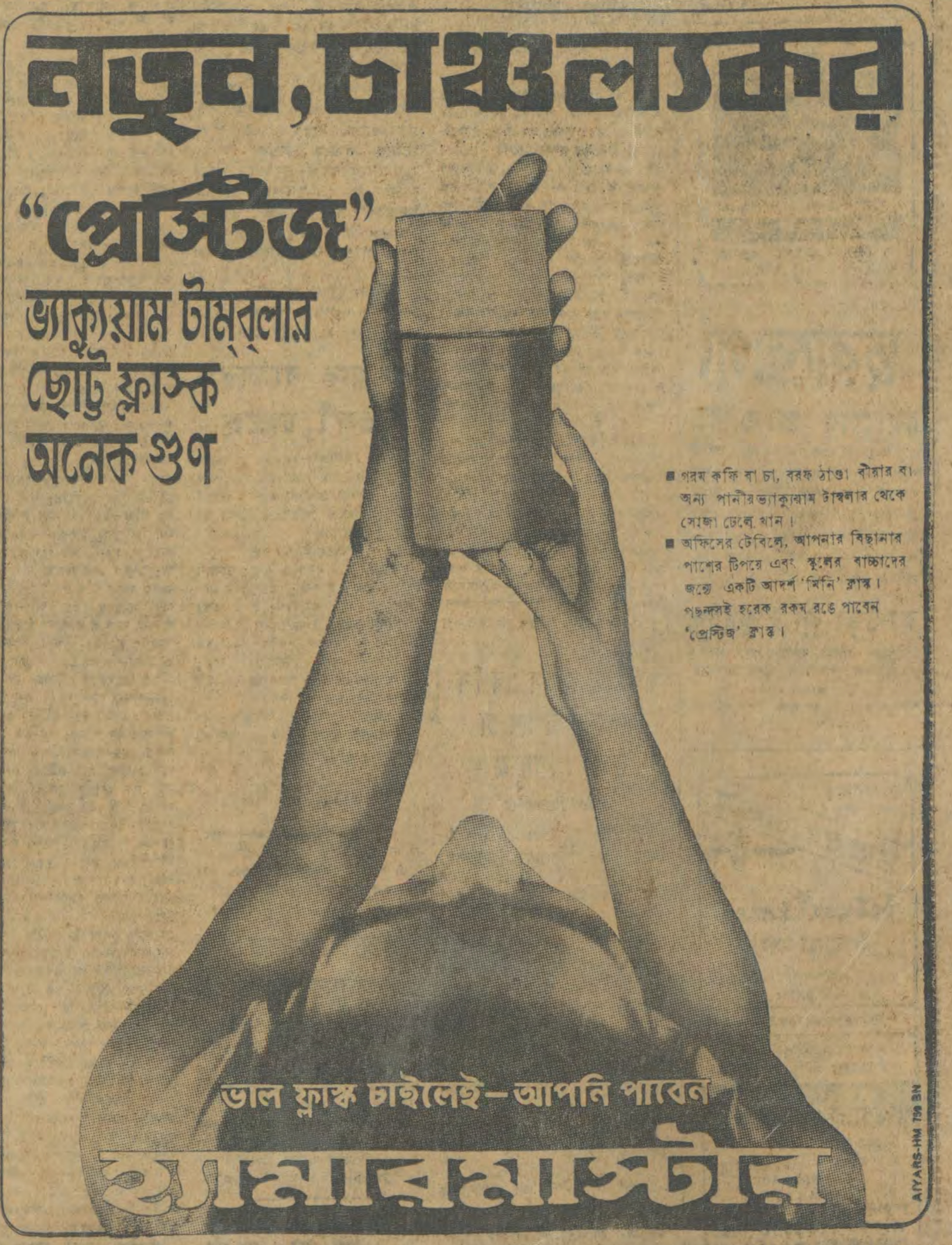

রবিবাসরীয় আলোচনী

ট্রেসপাসার্স

দিব্যেন্দু পালিত

আজ নিয়ে পর পর তিন দিন। একই সময়, ঠিক একই জায়গায়, ব্রেকফাস্ট সারতে মিনি আর সোমেশ যখন বারান্দায় এসে বসে, দৃষ্টিকটু কিনা বলা যাবে না; কিন্তু, মিনির পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর। হৃদয়ের ওঠানামায় সে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

'তোমার চায়ে চিনি দিচ্ছি—'

'দাও।'

ঠিকমতন বেলা হবার আগেই রোদ ছড়াতে শুরু করেছে আজ। সোমেশের হাতে কাগজ থাকলেও কাগজ পড়ছে না বোঝা যায়। হাওয়ার জন্যে কাপে চামচ নাড়ার শব্দটা তেমন বোধগম্য হয় না।

'শীত পড়ছে, ভিটামিনের ডোজটা ভাবছি এবার বাড়িয়ে দেবো। আর, শোনো—'

মিনি কথাটা শেষ করল না। যাকে বলা হল তার চোখ তখন রাস্তায়। দেখে মনে হবে লন, লনের ঘাস যা সদ্য-শীতের ফুলগুলিই অন্যমনস্ক করে রেখেছে সোমেশকে। মিনি এইভাবে ভেবে নেয়। ছোটবেলা থেকে রুচির চর্চা করতে হয়েছে তাকে, ভাবনাগুলো এখন চলে মেশিনের মাপজোকে। সে জানে ঠিক কতো দূর গিয়ে থামতে হয়।

'এই এক ন্যুইসেন্স হয়েছে, উফ্!'

'কি?'

'এই ভিখিরিগুলো। রোজ জ্বালাতন, রোজ জ্বালাতন! রাম সিং—'

মিনির গলার স্বর বেশ মোটা আর খসখসে; সে এটাকে সেক্স ভেবে নেয়। দশ বছর পরে সোমেশের আর তেমন কানে লাগে না।

সোমেশ প্রথমে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারেনি। লোকটির গলা পেয়ে হুঁস হল।

'রাম সিং কি করবে!'

'তাড়িয়ে দিয়ে আসুক—

'তা তুমি পারো না।' চায়ে চুমুক দিল সোমেশ, একটা টোস্ট তুলে নিল বাঁ হাতে। 'ওরা ট্রেসপাস করেনি। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তায়। ইউ কান্ট ডু দ্যাট।'

লোকটির এক হাতের কনুই পর্যন্ত সরু কিতের মতো রক্ত, অন্য হাতে মুরগী কাটার ছুরি। মিনি বলল, 'থাক। তুমি যা করছ করো গিয়ে।' বুকের মধ্যে উত্তেজনা টের পেল। সোমেশকে বলল, 'তুমি তোমার রুলস অ্যান্ড ডেকোরাম নিয়ে থাকো। এটা তো শুনেছিলাম ভদ্রপাড়া, কোয়ায়েট! এখানেও সেই উপদ্রব!'

'কি করবে!' সুড়সুড়ি দিয়ে হাসল সোমেশ, 'বরং স্টেটসম্যানে একটি চিঠি লেখো। অনেকদিন তো বেরোয়নি কিছু! থীমটা কি হবে ভেবে নাও।'

কাগজ হাতে উঠে পড়ল সোমেশ। ক'পা এলোমেলো হেঁটে গেটের দিকে এগুলো। বড় গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে ওখানে, পাতার হাওয়া নড়ছে জলের মতো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে সোমেশ, নটা বাজার আগেই বেরিয়ে পড়বে গাড়ি নিয়ে। দশ বছরে সোমেশকে কখনো হিসেবের বাইরে যেতে দেখেনি মিনি।

অম্বলের জন্য মিনি এখন চা খায় না। ডাক্তারের বারণ। পরিবর্তে তিন বেলা ওভালটিন চলে। ভিটামিনের পুরু ঢল যখন তিরতির করে গলা বেয়ে নামে—বেশ বুঝতে পারে স্বাস্থ্য ও রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে শরীরে। এইভাবে চলতে থাকলে আর কিছুদিনের মধ্যেই সে নধর হবে, পাল্লা দিতে পারবে সোমেশের সঙ্গে।

সোমেশের অতর্কিত উঠে যাওয়ায় আপাতত ক্ষুণ্ণ হল মিনি। শরীরের গাড়ু-মাসির জন্যই সম্ভবত সোমেশের সান্নিধ্যে আজকাল সে তেমন উত্তাপ বোধ করে না। হয়তো এর গভীরে আছে আর কোনো কারণ, মিনি ঠিক বুঝতে পারে না। এই মুহূর্তে সোমেশের সঙ্গে দূরত্ব তাই আক্ষরিক হয়ে ওঠে।

কিন্তু সোমেশ কি সত্যিই ভিখিরি-গুলোর সঙ্গে কথা বলবে! কথা বলা মানেই তো প্রশ্রয় দেওয়া। রুচি ও আত্ম-বোধ একই সঙ্গে দুলিয়ে দিয়ে যায় মিনিকে।

কাপ থেকে ভিটামিন চলকে পড়ে টেবিলে। সোমেশের কাছাকাছি এগিয়ে যেতে যেতে মিনি ভিখিরিদের দ্যাখে। মোটা বা রোগা, নোংরা বা অস্বাস্থ্যকর এ-সব কিছুই তার চোখে পড়ে না; এ-সব তো সাধারণ মানুষজনের ভিতরেও দেখা যায়। ভিখিরিরা একটা ক্লাশ। এই ভাবনাই বিশেষ করে একা করে দেয় মিনিকে, কান মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। ভাগ্যিস তার ও ভিখিরিদের মধ্যে লোহার গেটটা ছিল!

'তুমি কী!' সোমেশের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথাটা শেষ করল না মিনি।

'কিছু খুচরো থাকলে ওদের দিয়ে দাও।' সোমেশ বলল, তারপর গেটের দিকে তাকিয়ে, 'এই তোরা কজন আছিস?'

জবাব পাওয়া গেল না। মাথা গুনতে গুনতে মিনি বলল, 'দিলে লাই পেয়ে যাবে। রোজ আসবে। ওদের এনকারেজ করা ঠিক হবে না।'

মিনি সরে দাঁড়ালো। আড়াআড়ি রোদ্দুরে গেটের লোহার শিকের সঙ্গে কয়েকটি মাথা, মুখ ও বাড়ানো হাতের ছায়া তার পা পর্যন্ত চলে আসে—সে-জন্যে নয়। তাকিয়ে দেখল, রাস্তার ওদিকের ফুট-পাথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠেছে একটি মেয়ে, বেশ বড়সড় চেহারা; শীত পড়ছে বলেই কোনরকমে ময়লা কাপড়টা জড়িয়ে রেখেছে গায়ে। তাহলেও বুক, কোমর, পাছা যেটা যে-রকম করে দেখার দিব্যি দেখা যায়। স্বাস্থ্যের এমন অপব্যয় মিনিকে সহজেই বিভ্রান্ত করে ফেলল।

মিনি সোমেশের হাত ধরে টানলো, ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হল, যার অর্থ, চলো এসো।

সোমেশ আসবে না। ওর শরীরে সেই রকম দৃঢ়তা। মিনিকে বলল, 'স্বাস্থ্য দেখেছো!'

'ন্যুইসেন্স!' মিনি থেমে গেল এবং তারপরেই বলল, 'টেস্টটা যে কোথায় নামিয়ে এনেছো!'

মেয়েটির মুখ এখন গ্রিলের ফাঁকে। সোমেশ তাকিয়ে আছে সামনে, ঠিক মেয়েটিকেই দেখছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বিনবিনে ঘাম ফুটল মিনির কপালে। অল্প উত্তেজনাতেই তার হাতের তেলো ঘেমে ওঠে, বুক জ্বালা করে, বমি পায় কখনো—সমস্ত শরীর জুড়ে তাড়া করে দুর্বলতা। ডাক্তার এর সবগুলিকেই হেমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ কমে যাওয়ার কারণ বলেছেন। অল্প অল্প করে সুস্থ হয়ে উঠছে সে। এইসব ন্যুইসেন্স ও সোমেশের আদিখ্যেতাই যা মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত করে দেয়। যেমন এখন। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে মেয়েটিকে সোমেশের দিকে হাত বাড়িয়ে ধরতে দেখে ও প্রায় চীৎকার করে উঠল, 'এই, কি হচ্ছে! পালাও, পালাও সব—'

ধমকটা একটু জোরে হয়েছিল এবং অতর্কিতে। গেট ছেড়ে ভিখিরিগুলো দ্রুত ওদিকের ফুটপাথে দৌড়ে গেল। তারপর এদিকে—মিনি ও সোমেশ যেখানে দাঁড়িয়ে—তাকিয়ে, বিচিত্র সমস্বরে হাসতে লাগল। মেয়েটি শরীর বেঁকালো, যাতে তার বুকের অনেকটাই দেখা যায়, ও বুড়ো আঙুল তুলে দেখালো। একটা বছর পাঁচ ছয়ের বাচ্চা প্রায় তার কোমর ধরে ঝুলে পড়েছে। কাপড়টা খসে পড়ার মুহূর্তে, হাসতে হাসতেই, কোনরকমে হাত চেপে ধরল বুকে।

মিনি আর দাঁড়ালো না। তার হাত-পা কাঁপছিল, সোমেশের জন্যেই এইসব—ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগল উল্টো, লন পেরিয়ে বারান্দায় উঠল। জানে, সোমেশ পিছনেই আসছে।

তারপর সোমেশ অফিসে গেল। যেমন যায়। তবে অন্যদিনের চেয়ে একটু তফাৎ থাকল; মিনি সোমেশকে 'বাই' বলল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। লন পর্যন্ত এগোতে আজ তার গা গুলোচ্ছে। জানলা দিয়ে ভেসে আসছে হট্টগোল—লনের ওপর ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে রোদ, থেকে থেকে হাওয়া উঠছে শুকনো—শুধু গেটের ওদিকে, ফুটপাথে, ভিখিরিগুলোই যেন ব্যতিক্রম। আজ বেশি করে চোখে পড়লেও গোটা ব্যাপারটা তিনদিন ধরে দেখা। মিনি যেখানে থাকে, সেখানে সূঁচ পড়ার শব্দ হয়।

ছোট বয়সে মিনি ছিল ব্যারাকপুরে, বাবার সাহেবী বাংলোয়। লিচু গাছের

প্লেয়ারে রেকর্ড চাপিয়ে দিয়েছে মিনি

শুকনো পাতা খসে পড়ার মধ্যে সে শুনতো নৈঃশব্দ্য। টেবিলে পরিবেশন করত বাবুর্চি বেয়ারারা, নিঃশব্দে, এমনকি, খুঁজলে প্লেটের ফল বা মুরগীর রোস্টেও নৈঃশব্দ্য মাখানো থাকত। হট্টগোল ও ঘিঞ্জি তার একেবারে পছন্দ নয়। বিয়ের পর বছর সাতেক কেটেছে আমেদাবাদ ও দিল্লিতে, ডিফেন্স কলোনীতে ধুলো ছাড়া মোটামুটি নিরুপদ্রবে ছিল। তারপর কলকাতায়। গুডনেস, কি একটা শহর, কি তার মানুষ, কি তাদের বেঁচে থাকার গন্ধ! ইংরিজী কাগজে এইসব নিয়ে তার প্রথম চিঠি বেরোয়, ড্রাফটটা দেখিয়ে নিয়েছিল সোমেশকে। ক্রমশ এই ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হল যে, শব্দ বা নৈঃশব্দ্য নয়—সমস্যা সঙ্গ ও পরিবেশ নিয়ে, ক্লাশ নিয়ে। তখনই তার শরীর রীতিমতো খারাপ হয়ে পড়ে, মেজাজ খিটখিটে; অম্বল এবং সোমেশের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে ক্রমশ।

এখানে বদলির পর অফিস থেকে সোমেশকে টেম্পোরারী অ্যাকোমোডেশন দিয়েছিল ভবানীপুরের দিকে। তিনতলার ওপর ফ্ল্যাট, মন্দ নয়, আলো-হাওয়া খেলত চমৎকার। বাড়িতে নানারকম ফার্নিচারের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল একটি অর্গ্যান। দামি জিনিস, প্রোমোশনের পর এটা সোমেশ অকসনে কেনে। সোমেশের সঙ্গে পার্টি বা ফিলমে না গেলে মিনি বাজাতো রাত পর্যন্ত। একেই 'বেশ' থাকা বলে।

অসুবিধে দেখা দিল পিছনের বস্তিটা নিয়ে। প্রায়ই, বিশেষত সন্ধ্যার পর ও রাতে, ভেসে আসে বিশ্রী চ্যাঁচামেচি, অকথ্য গালাগালি। অসুবিধে হল, এদের থামাবার কোন উপায় নেই। এ-সম্পর্কে মিনির কিছু প্রস্তাব ছিল, ভেবেছিল লিখবে। কিন্তু বস্তির লোকেরা ইংরিজী বোঝে না, অর্গ্যান তো বাজায়ই না—সোমেশ বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দেয়। তারপর একদিন সেই বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটে গেল।

সোমেশকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে, মার্কেট হয়ে, গাড়ি নিয়ে ফিরছিল মিনি। বাড়ির কাছাকাছি একটি শিশু হঠাৎ পড়ে গেল গাড়ির সামনে। মিনি ভালো গাড়ি চালায়, তার অ্যান্টিসিপেশন রীতিমতো প্রখর। তবু, চাপা না দিলেও ব্রেক কষার শব্দে হৈ-হৈ পড়ে গেল। খেয়াল হতে দেখলো ভিড় গেঁজে উঠেছে চারপাশে। মিনি তখনই কিছু একটা বুঝে ফেলল তা নয়, বরং হালকা সবুজ সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে ভেঙে যেতে লাগল। তাকে কেউ থেমে থাকতে বলল না। তারপর নিজেই চলে এলো। আসতে আসতে মনে হল, তার

পিছনে কিছু তাড়া করছে কি, বুঝতে পারল না মিনি। অকারণ হলেও দুর্বলতা, হাত ঘেমে-ওঠা এ-সব টের পেল স্পষ্ট। আর কোনোদিন সে গাড়ি চালানোর কথা ভাবেনি।

এ-সবের সঙ্গে আজকের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। এটাকে ভিখিরির উৎপাত বলে ভাবা যেতে পারে। আলিপুরের তাদের বাড়ির আশেপাশে বস্তি নেই, তবু ভিখিরিরা আছে—প্রায় মাছির মতো তারা লক্ষ্যবস্তু টের পেয়ে যায়! আশ্চর্য ব্যাপার! মিনি ভাবল, কাল বেড়িয়ে ফেরার পথে লক-আউট অফিসের পাশে চালা উঠতে দেখে ভেবেছিল অন্য কিছু, এখন বোঝা যাচ্ছে, ওরা রীতিমতো পাকা আস্তানা গেড়েছে। কাল বা তার আগের দিন বা তার আগের দিন যতোটা ছাড়া ছাড়া ছিল, আজ আর তা নেই। আজ সারাক্ষণ কাছে-পিঠে ঘুরছে; প্রায় সারাক্ষণ কানে আসছে ভিখিরিদের যান্ত্রিক ও অনম্য স্বর। তার মানে এখন ওইরকমই চলবে, দিনের পর দিন, দল বাড়বে, যতোদিন না এখানে আর একটা বস্তি খাড়া হয়!

সমস্ত ব্যাপারটাই অসহ্য মনে হয় মিনির। সোমেশ চলে গেছে অনেকক্ষণ হল। অন্যদিন এ-সময় সে চান করে নেয়, টুকিটাকি ভাবে, তারপর খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি চলে। লাঞ্চে সোমেশ প্রায় দিনই ফেরে, যেদিন না ফেরে জানিয়ে দেয় আগে থেকে। আজ ফিরবে। তাহলেও দুপুর ঘুমনোর অভ্যাসটা সে কাটিয়ে উঠেছে। ইট্‌স নট্ গুড্ ফর ইওর হেলথ, ডাক্তার বলেছিল, তাতে অম্বল বাড়ে। দুপুর থেকে বিকেল অব্দি সময়টা সে উয়োম্যান অ্যান্ড হোম-এর পাতায় রেসিপি পড়ে বা রেকর্ডে স্যুইট বার্ড অফ ইউথ শুনে বা আর-কিছু করে কাটিয়ে দেয়। ঘুমোয় না। আপাতত বাইরের হট্টগোল শুনে অসহায়-ভাবে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

লনে আলো পড়েছে পুরোপুরি। শিশির শুকনো ঘাসগুলো বেশ সজীব। মাত্র রবিবার কাটার দিয়ে ট্রিম করানো হয়েছে গোটা লন। এতো স্পষ্ট সবুজ কার্পেট পর্যন্ত পৌঁছয় না—না হলে সে ঘরে এনে বিছাতো। ওপারে, ঠিক তাদের গেটের মুখোমুখি টীলার সাহেবের বাড়ি, পাশেরটা খেমকাদের। এই মুহূর্তে যে

শব্দ উঠছে, মিনি লক্ষ্য করল, সেটা আর কিছুই নয়—একটা কুকুরের লেজে ভাঙা টিন বেঁধে ছোটানো হচ্ছে। চারিদিক থেকে ঢিল ছুঁড়ে ও তালি বাজিয়ে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে কুকুরটাকে—বেচারা কুকুর, ওই দুর্ভেদ্য আড়াল ছিঁড়ে বেরুনো ওর সাধ্য নয়।

মিনি ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। ডিফেন্স কলোনীতে থাকতে থাকতেই ল্যান্ড পচে মরে যায় তাদের দামি লাবরা-ডর—খুঁজলে বক্সরুমের ঝুড়িতে এখনো বিওয়্যার অফ ডগ্ লেখা বোর্ডটা পাওয়া যাবে। টমির স্মৃতি বলতে ওইটুকু। প্রিয় কুকুরের অভাব তাকে অনেকদিন মুহ্যমান করে রেখেছিল—পুরো এক সপ্তাহ আমিষ ছোঁয়নি। কেনেল ক্লাব অ্যানুয়ালে প্রাইজ পেয়েছিল টমি—অসম্ভব বাধ্য ছিল তার, ভেবে অল্প জ্বালা শুরু হল বুকে। কুকুররা অত্যন্ত সেনসিটিভ জীব!

লেজে টিন-বাঁধা কুকুরটা এপাশ থেকে ওপাশে ক্রমাগত ঘুরছে। ওদিকে খেমকা-দের দারোয়ানটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে টের পেয়ে রাগ ও জ্বালা প্রবল হয়ে উঠল মিনির। সে 'রাম সিং' বলে চ্যাঁচাতে যাচ্ছিল—তখনই চোখে পড়ল মেয়েটিকে, তাদের গেটের দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ানো। শব্দটা বুজে এলো গলার মধ্যে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ও মেয়েটিকে দেখতে লাগল—সোমেশ সম্ভবত আরও খর চোখে তাকিয়েছিল। 'স্বাস্থ্য দেখেছো!' যেন কানের পাশেই শুনতে পাচ্ছে সোমেশের গলা। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো মিনির।

সোমেশের ওই কথায় কি কোনো ইঙ্গিত ছিল! হয়তো। মিনি শুধু অনুমানই করতে পারে। এটুকু বোঝে, এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া ভালো নয়; মানে, ওইভাবে তাকানো। আজকাল সোমেশের বিভিন্ন কথার মানে ও অ্যাটিচুড্ সে ঠিক বুঝতে পারে না। সোমেশের জীবন আছে, আর স্বাস্থ্য, অফুরন্ত কাজের শক্তি—অন্যমনস্ক হয়ে ভাবল মিনি। খুব তাড়া-তাড়ি সুস্থ হয়ে সমস্ত মুড্‌সমেত সে সোমেশকে ধরে ফেলবে।

সোমেশ লাঞ্চে এলে মিনি জীবন ফিরে পেল। তবে সকালের মতো তীব্রভাবে নয়। অ্যাম্পুল থেকে রিবটা এখন তার রক্তে মিশে গেছে; এখন সে ঢের বেশি বুদ্ধিমতী।

অনুযোগ শুনে হাসল সোমেশ, নিঃশব্দে, যেমন হাসে। ক্ষিদের সময় খাদ্য ছাড়া আর কিছুকে সে বস্তু ভাবতে পারে না। হালকা মেরুন রঙের মুরগীর মাংসে

দাঁত বসিয়ে বলল, 'তাহলে তোমার খুব অশান্তি যাচ্ছে—!'

মিনি ঘাড় নাড়ল। খাবারে আর তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না সে। রাগ ও জ্বালায়, বিশেষত লেজে টিন-বাঁধা অসহায় কুকুরটিকে মনে পড়ায়, হঠাৎ তার এতক্ষণের চাগিয়ে ওঠা ক্ষিদে লোপ পেল; চোখ বেরিয়ে এলো কোটর থেকে। গালে মাংস কমে যাওয়ায় এখন স্বভাবতই তার চোখ বড় দেখায়।

'ক্রমশ বাড়ছে!' বলল, 'এইভাবে চললে এখানে থাকাও মুস্কিল হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'জানি না।' মিনির চোখে তরল আভা। স্যালাডের টুকরো দাঁতে কাটতে কাটতে নুন বেশি লাগে। বলল, 'অফুন আই ফীল লস্ট!'

'তুমি বেশি ভাবছ, আননেসেসারিলি। এটা কি কোন সমস্যা!'

মিনি আশ্বস্ত হল কিনা বোঝা গেল না। প্লেটের ওপর চোখ-মুখ নামানো। ওর সাদা কপালের ওপর শিরার কালচে আভাস বিশেষ কিছু ভাবায় না সোমেশকে। কপাল থেকে স্বাভাবিক নিয়মে চোখ নেমে আসে বুকে, যদি একে বুক বলা যায়!

ঝকঝকে দাঁতে মাংস চিবোতে চিবোতে ঈষৎ বিভ্রান্ত বোধ করল সোমেশ। মাঝে মাঝে মিনিকে নিউরোটিক মনে হয়; মনে হয় অবান্তর। কথাটা পরিষ্কার করে বলা যায় না।

চমৎকার রান্না মিনিকে আরো ঠেলে দিল সোমেশের দিকে। সে চাইল এখন অনেকক্ষণ ধরে সোমেশ তার কাছে থাকুক, কথা বলুক। সোমেশের জীবন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিজের শরীরময় অতৃপ্তি অনুভব করে। বেঁচে থাকায় একরকম সুখ আছে—স্বনির্ভর, স্বচ্ছন্দ সুখ। এ-রকম অনুভূতি আজকাল হঠাৎ-হঠাৎ খুলে দেয় তাকে, মনে হয় শিরার কোনোখানে পিন ফোটালে এখন ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। এ-সবের অর্থ সে ক্রমশ স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছে।

'আজ ডলিকে ফোন করেছিলাম।' মিনি বলল, 'তুমি কি শুনছ!'

'কখন?'

'এই তো, আধ ঘণ্টা আগে। ভীষণ লোনুলি ফিল করছিলাম।'

'হঠাৎ!'

'নির্বাণ ফিরেছে। হ্যাড এ জলি গুড ট্রিপ। যেতে বলল। ভাবছি—'

কথা শেষ করার আগেই থেমে গেল মিনি। উৎকর্ণ হল। আর কিছু নয়—সে আবার ভেঙে যাচ্ছে—কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর নিরাপত্তা ছিন্ন করে আবার বেরিয়ে এলো ভিখিরিদের গলা। ও মা, মা গো, এক মুঠো বাসী ভাত দাও মা! টানা, দীর্ঘ স্বর। থামার পরও রেশ যায় না।

মিনি কিছু দেখতে পেল না। একবার সোমেশের দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল। ডাইনিং রুমে বসেই সে স্পষ্ট দেখতে পেল, গ্রীলের ফাঁকে কতকগুলি মুখ দাঁড়িয়ে আছে, প্রকৃত বর্ণনাহীন মুখ—লনের ওপর শীত-শুরুর অস্পষ্ট হাওয়া খেলছে, বাতাস নিয়ে আসছে তাদের সুদূর গলার-স্বর। প্রথমবার সমুদ্র দেখার আগে এ-রকম অদৃশ্য স্বর শুনেছিল মিনি। মনে পড়ল কাল রাতেও শুনেছিল; মাঝে মাঝে কুকুরের চীৎকারে হারিয়ে যাওয়া সেই শব্দ-নৈঃশব্দ্যের ভয়াবহতা অল্পক্ষণের জন্য হলেও সেই প্রথম ধরা দিয়েছিল বুকে। এখন মনে পড়ল।

সোমেশকে চুপচাপ উঠে বেসিনের দিকে এগোতে দেখে বিরক্ত হল মিনি।

'মানুষকে খেতে পর্যন্ত দেবে না!'

'দিস ইজ আওয়ার কান্ট্রি!' তোয়ালের আড়ালে থাকায় সোমেশের গলা ভারি শোনায়। টাইয়ের নট ওপরে তুলতে তুলতে হেসে বলল, 'সকালে বলেছিলাম না কাগজে চিঠি লেখো। এই সাবজেক্ট চিঠিতে কুলোবে না। একটা আর্টিকেল বরং লেখা যায়। চেষ্টা করবে নাকি?'

ঠাট্টাটা ভালো লাগল না মিনির। রাম সিংকে একবার গেটের দিকে পাঠালে হতো। বলল, 'তুমি কি আমাকে একটা লিফ্‌ট দেবে?'

'কোথায়?'

'ডলিদের বাড়ি। ফেরার সময় তুলে নিও?'

বাইরে আবার সেই স্বর। শব্দ ছাপিয়ে শিস্ দিল সোমেশ। স্যুইট বার্ড অফ ইউথ, মিনি ঠিক চিনতে পারল।

সোমেশ বলল, 'কাম অন্। জল্‌দি। পাঁচ মিনিট।'

'প্লীজ! দশ মিনিট'।

'ও-কে, ও-কে।'

এ-সব সময় মিনি হাঁসের মতো নধর হয়ে যায়—ওজনের ঘাটতিটাকেই স্বাচ্ছন্দ্য বলে ভাবতে ভালো লাগে।

দশ কেন মিনিকে পনেরো মিনিটও দেওয়া যেতে পারে। রিল্যাক্সড্ হবার জন্যে সোমেশ সোফায় গা এলিয়ে দিল। কাগজটা পাশে রেখে উয়োম্যান অ্যান্ড হোম তুলে নিল হাতে। প্লেয়ারে রেকর্ড চাপিয়ে দিয়েছে মিনি। গমগমে শব্দে অন্য সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সোমেশ একটা সিগারেট ধরলো!

তারপর ওরা বেরিয়ে গেল।

চশমার ভিতর চোখ বন্ধ করলে মিনি কিছু দেখতে পায় না। কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকেও না। সুস্থ হতে তাকে কিছুটা দূরত্ব পেরোতে হয়। নির্জনতায় গাড়ির চাকার শব্দও যায় বদলে—মিনি এ-সব চিনতে ভুল করে না। দুরন্ত হাওয়ায় ডানা ঝাপটায় মাথার স্কার্ফ। আর কিছু দূরে গিয়ে তার শাড়ির আঁচলও খসে পড়বে।

পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার কি আর এমন অভাব! তেমন দরকার হলে এ-বাড়িটাও ওরা নিশ্চিত বদলে ফেলতে পারবে।

ইতিহাস

আলোকচিত্র ঃ প্রদীপ সেন

প্রাচীন ভারতে যান-বাহন চিন্তা

অরুণরতন ভট্টাচার্য

সভ্যতার এক অপরিহার্য অবলম্বন যানবাহন। সে শুধু সভ্যতার বাহক নয়, তার ক্রমোন্নতি সভ্যতার মাত্রার নির্দেশক। প্রাচীন কালে ভারতীয় মনীষীদের যতরকমের চিন্তার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে যানবাহন চিন্তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—উন্নত জীবন-যাত্রায় তাকে ছাড়া গত্যন্তর নেই, তার বিকাশের ধারা অভিনব এবং চিত্তাকর্ষক।

পদযুগল ছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষে যানবাহনের ক্ষেত্রে অশ্ব, হস্তী জাতীয় জীব, গো-বাহিত শকট এবং রথের উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সে যুগের রাস্তাঘাট এ যুগের মতো উন্নত পর্যায়ের ছিল না। হিংস্র জন্তু, দস্যুর উপদ্রব বিষাক্ত গাছপালা—পথ বিপজ্জনক এবং নিশীথে অগম্য। ফলে পথ যানবাহনের পক্ষে স্বচ্ছন্দ এমন কথা বলা যায় না। তুলনায় সমুদ্র যাত্রা অনেক শ্রেয় ছিল। পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, সীমাহীন, সরাসরি এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশ যুক্ত। সমুদ্রের তটদেশ অবশ্য বাণিজ্য বিস্তারের পক্ষে ততটা অনুকূল নয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দিক দিয়ে অনুকূল সমুদ্র পথ—দুঃসাহসিক বণিকেরা এ অসুবিধাকে অসুবিধা বলেই মনে করতেন না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে স্থলপথ সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব তার পারিপার্শ্বিকের জন্যে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের কথা বাদ দিলে সেকালের জাতকের গ্রন্থে উন্নত উপযুক্ত পথঘাটেরও উল্লেখ দেখা যায়। এই পথ ঘাট ছিল তিন ধরনের—মহামগ্গ, মহাপথ এবং রাজমগ্গ। মহামগ্গ উঁচুপথ, মহাপথ রাজপথ এবং রাজমগ্গ সরুপথ বা অলিগলি।

প্রাচীন ভারতবর্ষে পথিকদের পথ চলা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বিবিধ উল্লেখ আছে। সেকালের গ্রামবাসীরা যখন শকটে চলতেন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে কিংবা দেশ থেকে দেশান্তরে, তখন তাঁদের গতি সাধারণভাবে ঘণ্টায় দুই মাইল। পথে নদী নালা পড়তে পারে। ছোট নদী তাঁরা পার হ'তেন পায়ে হেঁটে আর বড় নদী নৌকোয় চেপে। দীর্ঘ যাত্রার ক্ষেত্রে অরণ্য অতিক্রম বা মরুভূমি পার হওয়ার কথাও আছে। দূরগামী যাত্রীরা যখন অরণ্যের ভেতর দিয়ে পথ চলতেন, তখন তাঁদের রাত্রে বিশ্রাম এবং দিনে এগিয়ে চলা। সন্ধের অন্ধকারে তাঁরা বলদ বাহিত শকটের বলদ দুটির জোয়াল সরিয়ে নিতেন। তাঁবু খাটিয়ে এই দুটি বলদকে বেঁধে রাখতেন খুঁটি পুঁতে। তারা থাকতো সকলের মাঝখানে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায়, যানবাহনের প্রধান অবলম্বন, তাদের হিংস্র পশুতে না টানে এই ছিল আসল লক্ষ্য। মরুভূমি অতি-ক্রমের সময়ে কিন্তু আচরণ বিধি বিপরীত। তখন রাতে পথ চলা এবং দিনে বিশ্রাম। সূর্যের কিরণে মরুভূমির বালি দিনের বেলায় এত উত্তপ্ত যে তখন অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। 'রেড সী' সন্নিহিত মরুভূমির উপর দিয়ে পথ চলার বিবরণে ঐতিহাসিক প্লিনি বলেছেন যে, মরুভূমিতে রাত্রিতে পথ চলবার সময়ে যাত্রীদের জ্বালানি কাঠ, তেল, জল আর চাল, ডাল সঙ্গে নিতে হয়েছিল। মরুভূমিতে অগ্রসর হওয়া অনেকটা সমুদ্র যাত্রার মতো—জনমানব-হীন পারিপার্শ্বিক—রাত্রির অন্ধকারে সেখানে আকাশের তারা দেখে দিক নির্ণয় এবং পথ চলা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে স্থলপথে ব্যবহারিক যান হিসেবে সাধারণভাবে বলদ বাহিত শকটেরই অর্থাৎ এক কথায় গরুর গাড়ীর প্রচলনই লক্ষ্য করা যায়। বলদ বাহিত কিন্তু তার সবচেয়ে বড় কথা সে হ'লো চক্রযুক্ত—সেই চক্রই হ'লো যান-বাহনের প্রাণশক্তি। চক্র দুটি আকারে যথেষ্ট বড় এবং অকারণ ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে তার পরিধি ছিল লোহার বেড় দিয়ে মোড়া। 'ললিত বিস্তর' একটি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ। এটিতে সুজাত এবং কীর্তি নামে দুটি বলদের উল্লেখ, এরা দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত দুটি বণিকের দ্রব্য সম্ভার বহন করতো।

দিব্যাবদান একটি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ—নেপাল থেকে সংগৃহীত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত। গ্রন্থটিতে বণিকদের বিবিধ সামগ্রী বহনের জন্যে হাতী, ঘোড়া এবং পালকির ব্যবহারের উল্লেখ আছে—হস্তি-গ্রীবায়াম গত্বাশ্বপৃষ্ঠেন গচ্ছেৎ অশ্বপৃষ্ঠেন গত্বা শিবিকায়াম গচ্ছেৎ। মহাকবি কালি-দাস রঘুবংশ কাব্যে রাজকুমারী ইন্দু-মতীকে পালকিতে বহন করে স্বয়ম্বর সভায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। রঘুবংশে আছে,

মনুষ্য-বাহ্যং চতুরস্র-যানমধ্যাস্য
কন্যা পরিবার শোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তর-রাজ-মার্গং পতিং
বরা ক্লৃপ্ত বিবাহ-বেষা।

অর্থাৎ এমনই আনন্দমুখর শুভক্ষণে, পরিজন পরিবেষ্টিত এক চতুর্দোল পরিচরগণ স্কন্ধে নিয়ে, সভাস্থলে মঞ্চ শ্রেণীর মধ্যবর্তী রাজপথে প্রবেশ করলো। রাজকুমারীর বিবাহের অনুরূপ পোষাকে বিমণ্ডিত স্বয়ংবরা রাজকন্যা সেই শিবিকায় সমাসীন।

অমরকোষে এবং বৃহৎ সংহিতায় ভার বহনের ক্ষেত্রে বলদের কথা আছে। সে কালে ভার বহন প্রসঙ্গে হস্তীও ছিল অপরিহার্য। শুক্র বলেছেন যে, মাল বহনে হস্তীই শ্রেষ্ঠ জীব। মনু সেকথা স্মরণ রেখে বলে গেছেন যে, এজাতীয় বৃহৎ জীব যাঁরা হত্যা করবেন, তাঁদের ৫০০ পণ জরিমানা দিতে হবে। হস্তীর ব্যবহার মাল পরিবহণের ক্ষেত্র ছাড়াও ধনীদের আমোদ-ভ্রমণের জন্যেও হস্তীর বিশেষ ব্যবহার ছিল। এসব ছাড়াও সেকালে ছিল উষ্ট্র এবং গর্দভের ব্যবহার, সেই সঙ্গে ভারবাহী মানুষ—দিব্যাবদানে

হস্তী, অশ্ব এবং পালকির সঙ্গে এদেরও উল্লেখ আছে। মহাভারতে গোমিন নামাঙ্কিত ভার পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত একশ্রেণীর মানুষ লক্ষ্য করা যায়, এরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কয়েক শত বলদ এরা রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকতো। বণিকেরা এই গোমিন শ্রেণীভুক্ত মানুষকে মাল পরিবহণের দায়িত্ব দিতেন।

ভারতবর্ষে বলদ বাহিত শকটের নিদর্শন অতি প্রাচীন। হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়োর মতো প্রাক্-ঐতিহাসিক সভ্যতার সমসাময়িক কালেও বলদ বাহিত শকটের পরিচয় পাওয়া যায়। সামগ্রীর পরিমাণ বেশী হ'লে ধীরগতি যান হিসেবে এই শকটের ব্যবহার। পাঞ্জাব এবং সিন্ধু অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে মৃত্তিকা নির্মিত গো শকটের অনেক প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। সেই নিদর্শনের সঙ্গে এ যুগের গো শকটের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। প্রায় জমাট চক্র, বিস্তৃতি ৩ ফুট ৬ ইঞ্চির মতন—সিন্ধু অঞ্চলের এ কালীন গো-শকট চক্রের অনুরূপ।

স্থলযানের ক্ষেত্রে গো শকটের সঙ্গে সঙ্গে রথ চিন্তা। রথ—গো যানের তুলনায় সে অবশ্যই অনেক সম্ভ্রান্ত। শকট যেমন বলদ বাহিত, তেমনি রথ ছিল অশ্ব চালিত। গো শকটের চেয়ে তার আসন ব্যবস্থা ছিল উন্নত। ধনীদের ক্ষেত্রে সে ছিল শিবিকাযুক্ত।

সেকালের ভারতবর্ষে রথ শব্দের প্রচলন অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদেও এই শব্দের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। রথ অর্থ চক্র, ইংরেজী wheel-এর যে অর্থ, ল্যাটিনে তার প্রতিশব্দ রোটা এবং কেলটিকে রোথের সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন প্রাচীনতম বৈদিক গ্রন্থ ঋগ্বেদে রথ পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। সে বিবরণ থেকে সে যুগের রথ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা চলে। রথের আকৃতি আয়তাকার অনেকটা বেষ্টনীযুক্ত, তবে সামনে পিছনে উন্মুক্ত। এটির মূল দেহ সঠিক কি দিয়ে তৈরী বলা কঠিন, তবে অন্যান্য দেশের তৎকালীন রথের দিকে তাকিয়ে বলা যায় যে, সম্ভবত এটি হালকা কাষ্ঠ নির্মিত, এবং সেই কাষ্ঠ বোধহয় চামড়ার আচ্ছাদন বিশিষ্ট। রথের দুটি চাকা থাকতো অক্ষদণ্ডের দ্বারা যুক্ত, সেই অক্ষদণ্ড খুব সম্ভব রথের পাটাতনের সঙ্গে চামড়ার ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা থাকতো। দুরন্ত রথ—চলবার সময়ে অক্ষদণ্ড থেকে রথের চাকা ছিটকে না বেরিয়ে আসে, এইজন্যে অক্ষদণ্ডের বাইরের দিকে শক্ত কাঁটার মতো কিছু দিয়ে মুখ বন্ধ করা হ'তো। এ ছাড়া, রথের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানের জন্যে একথা নিশ্চয় আশা করা চল'তে পারে যে, রথের কেন্দ্রবিন্দু অক্ষদণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুর উপরে স্থাপিত হ'তো। আর্য সভ্যতায় প্রচলিত রথে চাকার নাভি থেকে নেমি পর্যন্ত দণ্ডের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা পাওয়া যায়নি, তবে দণ্ডের সংখ্যা সাধারণভাবে চার থেকে ছয় বা আটের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা প্রাচীনকালে লক্ষ্য করা যায়। রথচক্র যাতে মসৃণভাবে এবং দ্রুতগতিতে পথ পরিক্রমা করতে পারে সেই কারণেই চক্রটিকে একেবারে জমাট না রেখে চক্রের নাভি থেকে নেমি পর্যন্ত কয়েকটি দণ্ডযুক্ত করা হয়েছে।

প্রাচীন রথচিন্তার একটা বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে, বলদ চালিত শকটের ক্ষেত্রে যেমন জোয়াল কাঁধে বলদ দেখেছি, সেই প্রাচীনতম ব্যবস্থার আজও পরিবর্তন হয়নি, তেমনি সেকালের অশ্বযুগল বাহিত রথের ক্ষেত্রেও আমরা পৃথিবীর সর্বত্র জোয়ালের ব্যবস্থা লক্ষ্য করেছি এবং রোমান সাম্রাজ্যবাদ শুরুর আগে পর্যন্ত তার পরিবর্তন নজরে আসেনি।

সাধারণ প্রয়োজন ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব রথ চলতো তাতে প্রধানত দু'জন আরোহী থাকতেন। যোদ্ধা এবং চালক। যোদ্ধা থাকতেন রথের বাঁদিকে এবং সম্ভবত তার জন্যে একটি আসন নির্দিষ্ট থাকতো। যুদ্ধে যখন তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন না, তখনই তিনি সেই আসন গ্রহণ করতেন। যোদ্ধার হাতে থাকতো তীর ধনুক, কখনো কখনো তিনি বল্লম বা বর্শা জাতীয় কিছু ব্যবহার করতেন। চালকের কোন আসন ছিল না। তিনি দাঁড়িয়ে রথ চালনায় নিযুক্ত থাকতেন।

মূল বেদের পরবর্তী কালের রচনা শুল্ক সূত্রে অঙ্গুলির হিসাবে রথের দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাপ উল্লিখিত আছে। রথের দুটি চাকা যে অক্ষদণ্ড দ্বারা যুক্ত ছিল দৈর্ঘ্যে সেটি ছিল ১০২ অঙ্গুলি, যে জোয়াল কাঁধে থাকতো তার দৈর্ঘ্য ৮৫ অঙ্গুলি এবং রথের মূল দেহ থেকে আর একটি দণ্ড উঠে আসতো জোয়াল পর্যন্ত—মূল দেহের পাটাতনের সঙ্গে এটি সম্ভবত বক্রভাবে যুক্ত থাকতো, এটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৯২ অঙ্গুলি। ১৬ অঙ্গুলি পরিমাপে ১২ ইঞ্চির সমান নিয়ে দেখা যায় যে, রথের বিভিন্ন অংশের এই পরিমাণ থেকে রথের লম্ব আকৃতি অতিশয় বৃহৎ। ঐতিহাসিকেরা পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন কালের বিভিন্ন রথের পরিমাপের সঙ্গে ভারতীয় হিসাব মিলিয়ে দেখেছেন। সে যুগে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রথের মূল দেহের পাটা-তনের সঙ্গে জোয়াল পর্যন্ত যুক্ত দণ্ডের দৈর্ঘ্য সাধারণভাবে ছয় থেকে সাড়ে সাত ফুট। ১৬ অঙ্গুলি সমান এক ফুট না ধরে আমরা যদি ১ অঙ্গুলি সমান ১/২ ইঞ্চি এই মান অনুসরণ করি, তাহ'লে

৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

জামা

জামা দেখে বাড়িতে সবাই হেসে বাঁচে না। মেয়েরা ফিরিঙ্গি উচ্চারণে বললো: ক্যামি! ছেলেরা স্বভাবত গম্ভীর ভুরু কোঁচকালো একটু। ওদের মা ওদের সামনেই একটি রসালো মন্তব্য ছুঁড়লেন। ঐ ওঁর দোষ।

বললাম—গরম কাল, গাড়িতে প্রায় দুদিন কাটাতে হবে। ট্রেন জার্নিতে এসব জামা খুব মানানসই। আর্ট সিল্কের কুশসার্ট—হালকা, সুখস্পর্শ। তাছাড়া, বম্বেতে এ-সব লতাপাতাওলা জামা গায়ে দিলে কেউ কিছু মনে করবে না—বিশেষ করে আমাদের অফিসার্স ট্রেনিং কলেজে। আর, শুনবে এর দামটা? প্রায় গেঞ্জির দামেই পেয়ে গেলাম।

বিশ্বাস করলো না কেউ দামটা।

বম্বে ট্রেনিং কলেজে ঐ-জামার ভারি খাতির। ক্লাসে, সীন্ডিকেট ডিসকাশনে, বক্তৃতা ঘরে, এমনকি ফর্মাল ডিনারে ফর্মাল ড্রেস পরতে হবে। কিন্তু, অন্য সময়? সুযোগ পেলেই তাই ঐ জামাটা পরি। আসমুদ্র হিমাচল থেকে সহকর্মীরা এসেছিলো—সকলেই এ ক বা ক্যে প্রশংসা। ব্যাঙ্গালোরের অশোক কারিয়াপ্পা বললো: গুড্ডি ক্যাট, ইয়োর শার্ট ইজ লাভলি! কইম-বাটোরের গুনশেখর—ওয়ান্ডারফুল শার্ট! সাতারার কুলকার্ণি—বিউটি-ফুল। ভিলে পারলের পাধিয়ে—সীমস টু বি কস্টলি। নাগপুরের লক্ষ্মণ রাও—হংকং প্রিন্ট? মীরাটের মেহরোত্রা—বঢ়িয়া চীজ। দিল্লীর বাথরা—ফর্‌ন্ স্টাফ। শ্রীনগরের ওয়ালি—মেশহুর কুর্তা। জলন্ধরের ধাওয়ান তো দুহাত তুলে বললো—দাদানে কামাল কর দিয়া! একমাত্র বঙ্গ-সন্তান হরিদাস শীল কাতরম—কী বাঘ-ভালুক মার্কা জামা পরেছেন, মশয়। বাংলাদেশের নাম ডুবাইলেন!... বেচারি শীল! আমি মঞ্চে উঠলেই হাততালি, ও উঠলেই হাসাহাসি। ওকে দোষ দিই নি।

মেরিন ড্রাইভ, নরিম্যান পয়েন্ট, মালাবার হিল, এলিফ্যান্টা, কানহেরি কেভ, জুহু বীচ...কোথায় না গেলাম ও জামা পরে! বড়ো অফিসরের চেম্বার থেকে শিল্পী বন্ধুর ফ্ল্যাটে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমন মানিয়ে যেতো। সর্বশেষে, কালচ্যুরাল ফাংশানে—অন্তে অমন বাঘা প্রিনসিপালের মন্তব্য—হি ডিড ইট গুড ফর হি হ্যাড অ্যা গুড শার্ট অন!

ট্রেনিং কলেজের মন্দারমালিকা ম্লান হয়ে এলো। ফিরে এলাম কলকাতায়।

প্রথম দিন অফিসে গেলাম ঐ জামাটা পরেই। লিফ্‌টের ভিতরেই বেশ একটা গুঞ্জন, মৃদু হাসি। গায়ে মাখলাম না। নিজের ডিপার্ট-মেন্টে যেতেই এক অধস্তন কর্মচারী—আরে, এইটা আবার কী পরলেন! হি হি হি! কান লাল হয়ে গেলো। জবাব না দিয়ে গেলাম বাথরুমে। ফেরার পথে কানে এলো দূর থেকে ছোঁড়া মন্তব্য—দেয়ার গোজ আ্য টেকসাস গাই! কান দুটো আবার লাল হলো। উপরওলার সঙ্গে দেখা করতেই তিনি হেসে বললেন—বম্বে থেকে একেবারে বম্বে মার্কা জামা পরে এসেছেন। গম্ভীর হয়ে বললাম—জামাটা কলকাতার। অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন উনি। বেয়ারা তিওয়ারী সাধারণত কম কথা বলে। সে-ও মৃদু হেসে বললো—সাব, আদমিলোগ বলতা হ্যায় ইয়ে বোম্বাই-ওয়ালা কুর্তা হ্যায়। —জী, হাঁ! বেশ উঁচু পর্দায় জবাব দিলাম। অবাক হলো তিওয়ারী।

না, আপিসে আর নয়। বাজার করবার জন্যেই থাক ওটা।

কদিন বাদে এক সকালে গ্র্যান্ট স্ট্রীট বাজারে যেতে হিন্দুস্তানী মেছুনি হেসেই খুন। —এ বাবু, তু ভী ফিরিঙ্গি বন গয়া!...অসহ্য!

এবং জামাটি পুরে ফেললাম ট্রাংক-এ।

কিন্তু, দুর্বুদ্ধি মাঝে মাঝেই মাথায় ভর করে, দুর্বলতার হাত সব সময় এড়ানো যায় না। সেই যে রিটায়ার্ড রেলওয়ে অফিসরের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে নিউ মার্কেটে হঠাৎ দেখা, এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরের রোববারে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে বেরুলাম ঐ জামাটা পরে। তারপর? ঠিকানা চিনতে একটু অসুবিধে হওয়ায় একটা চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করলাম। ভিতরে গুলতানিরত কটি তরুণ কেমন চোখে চাইলো! ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকটা! হঠাৎ কানে এলো—ইয়াংকি শার্ট! শালা সি আই-এর এজেন্ট!...সি আই এ, না সি আর পি?...সাদা পোষাকের পুলিশ! ধর না শালাকে!...

হা ঈশ্বর! পাঁচটাকা দামের বুশ শার্টের জন্যে জীবন যাবে শেষকালে! ঈশ্বরই বাঁচালেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পাঠিয়ে দিলেন এক খালি ট্যাক্সি। দ্রুত উঠে বললাম—চালাও, ধরমতল্লা, তুরন্ত।

তার পরই দান করে দিয়েছি জামাটা।

—ওঙ্কার গুপ্ত

বাংলা দেশের জন্য ওপারে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু আর এপারে বাংলা বন্ধ্! যেখানকার যা—যেখানে যেমন!

✻

পাওয়ার কাম্‌স্ আউট অব এ গান্—বিদেশের রীতি। আবার, স্লোগান থেকেও পাওয়া যেতে পারে সেই পাওয়ার। এদেশীয় নীতি।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে কলকাতার এক কেন্দ্রে সি পি এম এবং ফরোয়ার্ড ব্লক সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ঐ কেন্দ্রের ভোটার কৃপানন্দ ঝা এক হোস্টেলের দারোয়ান এবং গাইবাছুরের সমর্থক। নির্বাচনের আগের দিন সে সমস্যায় পড়েছিল, সিংহ গাইবাছুরের আসলি দোস্ত কি না!

রাস্তায় যে সব মোটরগাড়ী দেখতে পান
তার প্রায় সবই টি.এম.সি. হেভী ডিউটি
শক অ্যাবজরবার যুক্ত

টি এম সি হেভি ডিউটি শক অ্যাবজরবার্স

কারণ:
এতে চল্‌তি ও মেরামতি খরচ কম হয়
খারাপ রাস্তায় গাড়ী লাফিয়ে উঠে না
ও দুর্ঘটনা কম হয়।
এই শক অ্যাবজরবারগুলি এদেশের
রাস্তার উপযোগী।
এর প্রস্তুতকারক বহুদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন
প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান (টি. এম. সি.)
সকল প্রকার গাড়ীর উপযোগী করেই
তৈরী করা হয়।

প্রস্তুতকারক:
টেকনো মেকানিক কোং বোম্বে
SYMBOL OF QUALITY

পূর্বাঞ্চলের পরিবেশক:
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী ৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন: ২২-৭২৪৩ গ্রাম: PANCHLODIA
উড়িষ্যার সাব ডিষ্ট্রিবিউটারস:
সুন্দরদাস ডি হংসরাজ পোঃ কলেজ ষ্ট্রীট, কটক-৩
ফোন: ১৮১১ গ্রাম: MUNDRAI
ব্যারাকস্ রোড, বহরমপুর (গঞ্জাম) নয়াপাড়া, সম্বলপুর

অল্প-বিস্তর

শিবরাম চক্রবর্তী

দোস্ত না হলেও জবরদোস্ত ত বটেই—তার সিংহ ভাগ নেবার পক্ষেই।

✻

বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজের হাতে বেধড়ক মার খাবার পর পাকিস্তানী ফৌজ বেকায়দায় পড়ে এখন নাকি আশ্রয়ের উদ্দেশে বঙ্গোপসাগরে সন্দীপের চরের দিকে নজর দিচ্ছেন বলে প্রকাশ।

কিন্তু চড়ের ওপর চাপড় থাকে যদি আবার?

✻

নয়া বাংলা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় আর উপমুখ্য শ্রীবিজয় সিং নাহার।

(অ) জয় (বি) জয়কার!

✻

জনৈক রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতে, যা করেছেন তা না করে ইয়াহিয়ার কোনও উপায় ছিল না। কেন না, ওদিকে পিণ্ডির সমর নায়করা তাঁর রাশ বেশ করে টেনে রেখেছিলেন।

বাঙালীর পিণ্ডি না চটকালে পিণ্ডিই তাঁকে চটকাত শেষটায়?

✻

ব্রিটেন তাঁর নিয়ন্ত্রিত মালদ্বীপের গ্যান বন্দরে পাক বিমানবহরকে বাংলা দেশের পথে সমরাস্ত্র আর সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাবার সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন বলে জানা গেল।

ইংরেজ চিরদিনই আমাদের গ্যানদাতা!

✻

শ্রীমতী ঋতা ব্যানার্জী: 'ভোটের দিনকত আগে দেখি আমাদের পাড়ার কানাই মুদি একগাল বিগলিত হাসি নিয়ে হাত জোড় করে এসে হাজির—মা, এবার কিন্তু আমাকেই ভোট দিবেন। আমি আকাশ থেকে পড়লাম—সে কি গো কানাই, তুমি ত পড়াশুনায় একেবারে মাগগা, ভোটে দাঁড়ালে কি বলে? সে বললে, মুখ্যু সুখ্যু বলে কি বিধানসভায় যেত পারব না?

অন্ততঃ মুখ্যমন্ত্রী হবার বাধাটা কী তার?

✻

শ্রীচন্দন ভট্টাচার্য: 'আমার এক বন্ধুর প্রশ্ন: ভারতের অর্থনীতি যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে তার কি কোন দাবাই নেই আর?'

আজ্ঞে, সেই জন্যেই ত ওই চ্যবনপ্রাশ।

✻

শ্রীনির্মল আচার্য: 'এবারকার নির্বাচনে জনসঙ্ঘের অধিকাংশ প্রার্থী পটল তুললেও জনসঙ্ঘের সভাপতি শ্রীবাজপেয়ী মশাই কিন্তু কোনোরকমে উৎরে গেছেন।

তিনি অটল কিনা!

✻

শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ নন্দী: 'খুন জখম বন্ধ্ ইত্যাদি প্রাক্ নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর একঘেয়ে যত সংবাদের মধ্যে কোন সংবাদটা বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের মত হয়েছিল বলতে পারেন?'

রাত দুটো। ভাতার, নির্বাচন চলেছে। (বর্ধমানের খবর)

✻

চিরকুমার সুধী ব্যক্তিরাই চিরকাল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আসন অলঙ্কৃত করে আসছেন, সেদিক দিয়ে ধরলে অজয়-বাবু ছাড়া আর কারও কি ঐ পদলাভের যোগ্যতা ছিল না?—একজনের জিজ্ঞাসা।

কেন, শ্রীসুধীনকুমার ত ছিলেন?

✻

শ্রীপঙ্কজ বসু: 'এবার নাকি বিধানসভার কনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রীসুব্রত মুখার্জি। আবার কারও মতে নাকি, তরুণকান্তি ঘোষ। কিন্তু সেদিক দিয়ে শ্রীষোড়শী চৌধুরী কী দোষ করলেন, এই আমার জিজ্ঞাসা।'

সর্বকনিষ্ঠ হলেন বোধ করি শ্রীবারীন কোলে।

✻

সকলেই এসেছেন। পুরশুরা থেকে মহাদেব, গাইঘাটা থেকে চণ্ডী, গোসাবা থেকে গণেশ আর বেলগাছিয়া থেকে লক্ষ্মী। আসেননি খালি কার্তিক আর সরস্বতী।

বাংলাদেশে নায়কের অভাব তাই এমন! আর, শিক্ষার যা অবস্থা তা ত দেখাই যাচ্ছে!

✻

কুমারী অনিমা দাস: 'গভরমেণ্ট কি? গভরমেণ্ট বললে আমার সিমেণ্টের কথা মনে হয় কেন?'

স্বভাবতই। কেন না, সরকার গড়া মানেই ত জোড়াতালির ব্যাপার! সিমেণ্টের কাজও তাই।

✻

কুমারী গীতি সেনগুপ্ত: শনিই বলো, সোমই বলো, কিংবা বলো বুধ। মিলতে পারে—নাও যা পারে হরিণঘাটার দুধ। মিথ্যে দিলাম টাকা, ব্যাঙ্কে থাকলে হত সুদ॥'

✻

শ্রীসান্ত্বনাকুমার মণ্ডল: 'পূর্ব বাংলার নয়া গভর্নর টিক্কা খান। তাঁর পূর্বসূরী কী খেতেন জানা গেল না!'

গুলি মারতেন বোধ হয়!

✻

অধ্যাপক শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়: 'শালবনী নির্বাচন কেন্দ্রের' প্রিসাইডিং অফিসার হয়ে যাচ্ছি, ফিরে এসে দেখা করব—যদি নেহাত কবন্ধ হয়ে না ফিরি। আমার মনে একটা প্রশ্ন, জায়গাটার প্রায় সবটাই ত শালবন, তবে বিশেষ করে একটি-স্থলকে ওই নামে চিহ্নিত করার অর্থ কী?'

বলতে গেলে, বসুধৈব—বিশ্বসুদ্ধ সবাই ত কুটুম্বকম্—তা হলেও কজনাই আর শালাবোনাই বলুন!

✻

শ্রীবিমল রায়চৌধুরী:

'আমার বড় মেয়ের নাম রাজেশ্বরী, ছোট মেয়ের নাম পরমেশ্বরী—ফেমিলি প্ল্যানিং মতে আরেকটি আমদানির অধিকার আমার আছে, যদি নেহাত এসে যায় তবে সেই তৃতীয়ার কী নাম রাখা যায় মিলিয়ে বলুন দেখি?'

ভেরি সরি!

✻

'আরও চাপ পড়লে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ দেউলিয়া হয়ে যাবে'—জানিয়েছেন জনৈক সপার্ষদ সরকারী মুখপাত্র!

চাপল্যের যেন কিছু বাকী রয়েছে আর?

চড়ক

সৌম্যেন দত্ত

চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথেই বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব। "চৈত্র বৈশাখৌঃ বসন্তঃ!" এ কথা শব্দ-কল্পদ্রুমে লেখা আছে। চৈত্র মাস সেখানে বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস। বৈদিক ভারতে এই মাস থেকেই বসন্তের উৎসব শুরু হত।

কিন্তু বসন্ত যে এসেছে তা বুঝব কি করে? বুঝব "স্মরেভৌ দোলা কোকিল মারুত সূর্যগতি তরু-দলোদ্ভিদাঃ" দেখে। যখনই দেখব প্রকৃতির রাজত্বে নাচের দোলা লেগেছে, গাছে গাছে ডাকছে কোকিল, বইছে মলয় বাতাস, সূর্য চলেছে উত্তরায়ণে, গাছের ডালে ডালে কচি পাতারা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, তখনই বুঝব বসন্ত এসে গেছে।

আর ঐ যে নাচের দোলা—এটা বসন্তের একটা প্রধান লক্ষণ। তাই নাচগান বসন্তোৎসবের একটা অপরি-হার্য অঙ্গ। যা প্রাচীন ইউরোপেও দেখা যেত। তাঁরা সেটাকে বলতেন "মে পোল" উৎসব—মে মাস তাঁদের কাছে বসন্তের মাস। আর বসন্ত হল ফুলের ঋতু। তাই পুষ্পদেবী ফ্লোরার পূজা থেকেই বসন্তোৎসবের সূত্রপাত। যার শেষ দিনে একটা উঁচু যূপের চারদিক ঘিরে গ্রামের মেয়েপুরুষ সবাই মিলে নাচত গাইত, যে যূপকে তারা বলত মে পোল বা বসন্তযূপ। এটির অবস্থান গ্রামের এক সুবিধাজনক জায়গায়। বসন্তদেবীর কাছে উৎসর্গী-কৃত এই যূপের পবিত্রতা সারাটা বছরই অক্ষুণ্ন রাখা হয়।

আর এই "মে পোল" উৎসব থেকেই হয়ত আমাদের চড়কের সূত্র-পাত। কেননা আমরা আজ যাকে চড়ক গাছ বলি তা কি সেই বসন্ত যূপেরই স্মারক নয়? আর বসন্তের আবির্ভাবকে প্রাচীন ইংলণ্ডের ড্রুইডরা পাহাড়ের ওপর দাবানল সৃষ্টি করে অভিনন্দন জানাতেন। যা অনেকটা নীলপূজার যজ্ঞ বিধিরই অনুরূপ।

এ ছাড়াও আছে নাচ গানের কথা। 'চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্যান্নৃত্যো-গীত মহোৎসবৈঃ।' বৃহদ্ধর্ম পুরাণের নির্দেশ। চৈত্র মাসে নেচে গেয়ে শিবের উৎসব করবে। আর খালি হাতে নাচলেও চলবে না। "করোতি নর্তনং ভক্ত্যা বেত্রপাণির্দিবানিশম" ভক্তরা বেত হাতে সারা দিন রাত নাচবে। যা সেই "মে পোল" উৎসবে গাছের ডাল নিয়ে নাচার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

'চড়ক' কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'চক্র' শব্দ থেকে। যা সূর্যের চক্রাকারে আবর্তনের দ্যোতক। সেই প্রাক-গ্যালিলিও যুগের মানুষের চোখে সূর্যই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণ্যমান। তাই উত্তরায়ণ গতিতে সূর্য যখন বিষুব রেখা স্পর্শ করত, তখন থেকেই আমাদের দেশে শুরু হত বসন্তকাল। দীর্ঘ শীতের পর সূর্যের এই প্রদীপ্ত আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে আর্যরা মেতে উঠতেন মাসব্যাপী উৎসবের আনন্দে।

অবশ্য 'বিশ্বকোষে'র মতে চড়কের উৎপত্তি বৌদ্ধদের "চোড়গ" বা চোড় উৎসবের থেকে। এই "চোড়গ" উৎসব বছরের শেষ তিন চার দিন থাকতে আরম্ভ হয়। হিমিস, লাদাক, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি স্থানের লামারা এই উৎসবের উদ্যোক্তা। 'বিশ্বকোষ'কার এই 'চোড়গ' সম্পর্কে লিখছেন—

"আরম্ভের পূর্বে বহুদূরস্থিত গ্রাম হইতে জনসাধারণ দলে দলে আসিয়া উৎসব স্থানে সম্মিলিত হন। কোনো বৃহৎ মঠের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে উৎসব মণ্ডপ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে ইহাই সর্ব প্রধান উৎসব। এই 'চোড়' বা 'চোড়গ' উৎসবই বাংলায় চড়ক নামে সর্বজনবিদিত। এই চড়ক উৎসবের ব্যাপার হিন্দু শাস্ত্রে নাই। ইহা বৌদ্ধ কাণ্ড। ইহা বৌদ্ধ প্রাধান্য কালে তিব্বতীয় লামাদিগের মত এ দেশীয় শ্রমণেরাই এই উৎসব করিতেন। শ্রমণেরা নানা সাজে সাজিয়া তিব্বতীয় লামাগণের মত নানা অভিনয় ও ক্রিয়া সম্পন্ন করি-তেন। মহাসমারোহে ধর্মরাজ ও মহাকালের পূজা হইত। তিব্বতে এখন তাহার পূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে। বঙ্গে চড়কের সং ও অন্যান্য ব্যাপারে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবের ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র জাগরূক।"

অতএব তিব্বতের 'চোড়গ' বা ইউরোপের 'মে পোল'—যে উৎসবের ধারা থেকেই আমাদের এই চড়কের উদ্ভব হোক না কেন, আজ এর মধ্যে বাংলা দেশের নিজস্ব ঐতিহ্যের ছাপ এতই গভীরভাবে বিদ্যমান যে এর স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আর বৈদিক, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা ধর্মমতের সমন্বয়ে এই যে অনবদ্য চড়কোৎসব—তা একদিকে যেমন প্রকৃতির পালা বদলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অন্য দিকে তেমনি আমাদের ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্ন-তাকে সপ্রমাণ করে।

আপনার ত্বক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখুন!

এবারে গরমের সময়ে ঘামাচিতে কষ্ট পাবেন না!

অতিরিক্ত ঘামের জন্যে ঘামাচি হয়। নাইসিল চারভাবে ঘামাচি রোধ করে।

- নাইসিল সহজেই ঘাম শুকিয়ে ফেলে।
- নাইসিল বহুক্ষণ শরীরে লেগে থাকে।
- নাইসিল এ ক্লোরফেনেসিন এন্টিসেপটিক থাকায় তাড়াতাড়ি ঘামাচির বীজাণু নষ্ট করে।
- মোলায়েম নাইসিল ব্যবহারে আরাম পাওয়া যায়। ঘাম গন্ধ দূর করে শরীরকে স্নিগ্ধ নির্মল করে তুলুন। সুরভিত এন্টিসেপটিক নাইসিল ব্যবহার করুন।

গ্ল্যাক্সোর তৈরি দেহরক্ষী পাউডার
নাইসিল

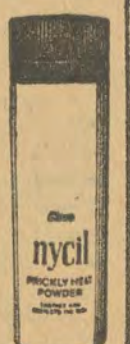

GCP/GLN/28 BEN

দারুণ গ্রীষ্মের তাপ দেহের শক্তি শুষে নেয়!
কিসান স্কোয়াশ সেই হারানো শক্তি ফিরিয়ে আনে!

টাটকা ফলের
রসে ভরপুর
কিসান স্কোয়াশ
তাজা শক্তির উৎস

গরমের হল্‌কায় শিশুরা নেতিয়ে পড়ে, স্বামীদের মেজাজ যায় বিগড়ে, আর অতিথিরা হয়ে ওঠেন মনমরা। ওঁদের কিসান স্কোয়াশ দিন। দেখবেন এক গ্লাস খেলেই সবাই কেমন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। (মনে রাখবেন, এক বোতল কিসানে ষোল গ্লাস পানীয় তৈরী হয়)।

কিসান আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো, কারণ কিসানে প্রাকৃতিক ভিটামিন 'সি' থাকায় শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। স্কোয়াশের ভেতর কিসানই সেরা। কিসান স্কোয়াশ টাট্‌কা ফলের রস আর খাঁটি আখের চিনি দিয়ে তৈরী। এমন ভালো বলেই ভারতে কিসান স্কোয়াশের বিক্রি সবচেয়ে বেশি।
কিসান পাঁচ রকম স্বাদে-গন্ধে পাওয়া যায়, আপনার মনের মত বেছে নিন—
অরেঞ্জ, লেমন, ম্যাঙ্গো, লেমন-বার্লি, লাইমজুস্ কর্ডিয়াল।

কিসান প্রোডাক্টস্ লিমিটেড, বাঙ্গালোর-১৬

কিসান স্কোয়াশ বাগানের টাটকা ফলের রসালো আনন্দে ঘর ভরে তুলবে
KPL 5763

প্রাচীন ভারতে যানবাহন চিন্তা

ক পৃষ্ঠার পর

জোয়াল পর্যন্ত যুক্ত যে দণ্ডের পরিমাপ দেখেছি ১৯২ অঙ্গুলি বা ১২ ফুট তা সংক্ষেপিত হবে ৭ ফুট ১০ ইঞ্চিতে, যা অন্যান্য দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এইভাবে রথের দুটি চাকার মধ্যে যুক্ত অক্ষদণ্ডের দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং জোয়ালের বিস্তার প্রায় ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। এই হিসেবও প্রাচীন কালের অন্যান্য দেশের হিসেবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে। এ প্রসঙ্গে রথচক্রের ব্যাস কত ছিল তা নিয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তার উল্লেখ নজরে আসেনি, কিন্তু অন্যান্য দেশ এবং রথের বিবিধ পরিমাপের সঙ্গে মিলিয়ে বলতে পারি যে, চক্রের ব্যাস আড়াই ফুট থেকে তিন ফুটের মতন ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও শ্রেষ্ঠ রথের আকৃতির বিষয়ে উল্লেখ আছে। উচ্চতায় এটি ১০ পুরুষ এবং বিস্তারে ১২ পুরুষ। এক পুরুষ সমান ৯৬ অঙ্গুলি এবং এক অঙ্গুলি সমান ১/২ ইঞ্চি ধরে এই রথের আকার উচ্চতায় ৪০ ফুট এবং বিস্তারে ৪৮ ফুট।

যুদ্ধক্ষেত্রে বা রাজসিক সমারোহে রথযাত্রা ছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার সময়ে রথে দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। এ দৌড় অবশ্যই চিত্তাকর্ষক এবং কেবলমাত্র আমোদ প্রমোদ প্রসঙ্গেই এর প্রচলন ছিল। প্রতিযোগিতার স্থলে বৃত্তাকার আবর্তন চক্র, সেই আবর্তন চক্র সম্পূর্ণ পরিক্রমণই প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল। ভারতবর্ষ সমেত প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্রই দ্রুতগামী বলে রথের বাহক ছিল অশ্ব এবং সে উন্নত পরিকল্পনায় তৎকালীন দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষই ছিল অন্যতম।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে হরপ্পা সভ্যতায় আর একটি অভিনব যানের পরিচয় পাওয়া যায়। এটি অনেকটা একালীন একার সাদৃশ্যযুক্ত। হরপ্পায় একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি—সম্মুখে চালক উপবিষ্ট, একটি হাত হাঁটুর উপরে, লাগাম ধরবার জন্যে অন্য হাত উত্তোলিত। হরপ্পা থেকে ৪০০ মাইল দূরে চাণ-হু-দড়োয় অনুরূপ আর একটি মূর্তি পাওয়া যায়। কিন্তু দুটিতেই সামনের গাড়ীটানা জন্তুর অংশটি নেই।

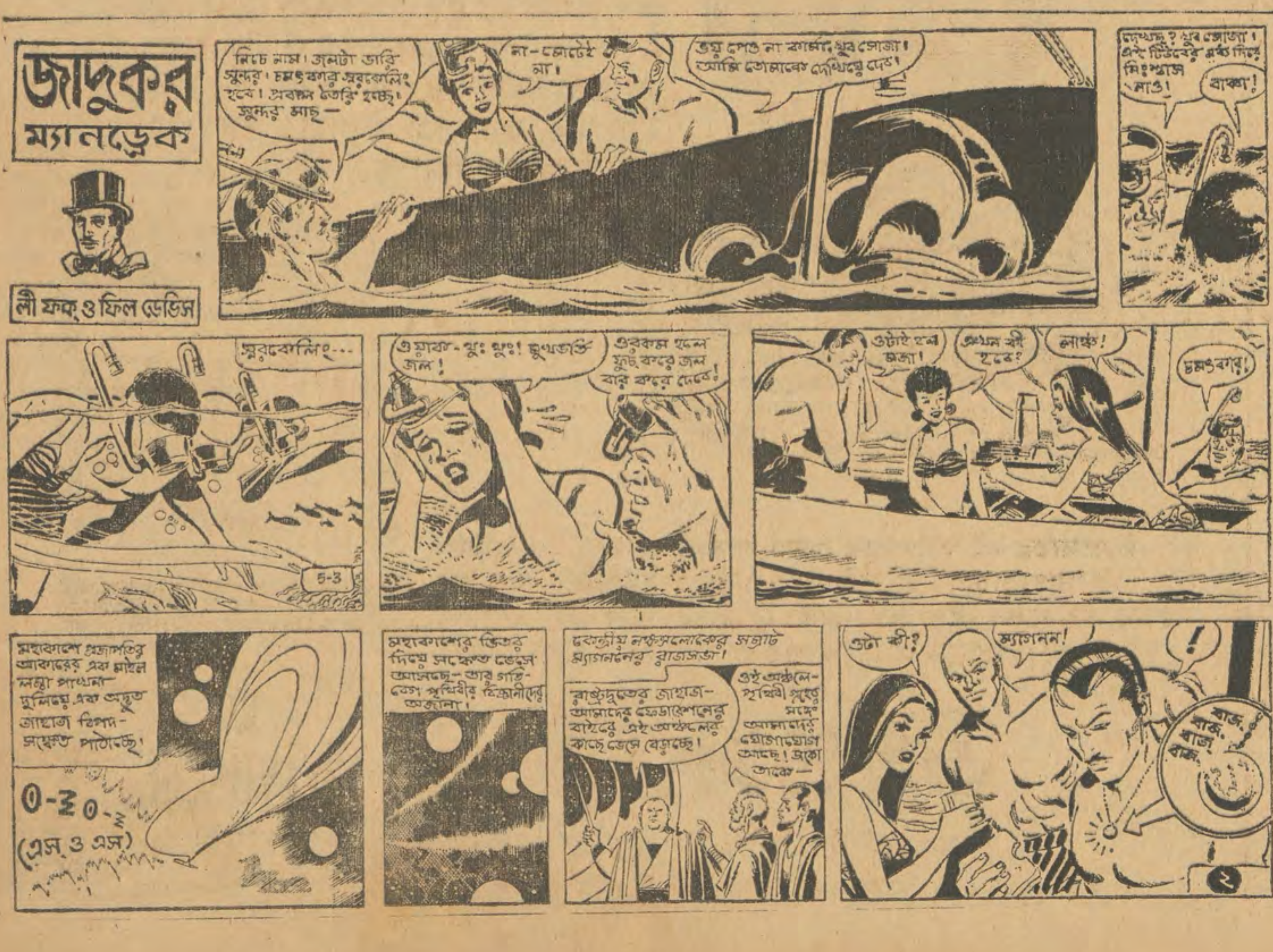

ভারতে
সর্বত্রই
জনপ্রিয়
সেল হোল—
জীপ সেল

জীপ সেলের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখুন। এই সেল সবচেয়ে বেশীদিন চলে। টর্চের আলো আরো উজ্জ্বল করবার জন্য এবং ট্রানজিস্টরের আওয়াজ আরও সুস্পষ্ট ও জোরালো করবার জন্য একমাত্র জীপ সেলই বেছে নিন।

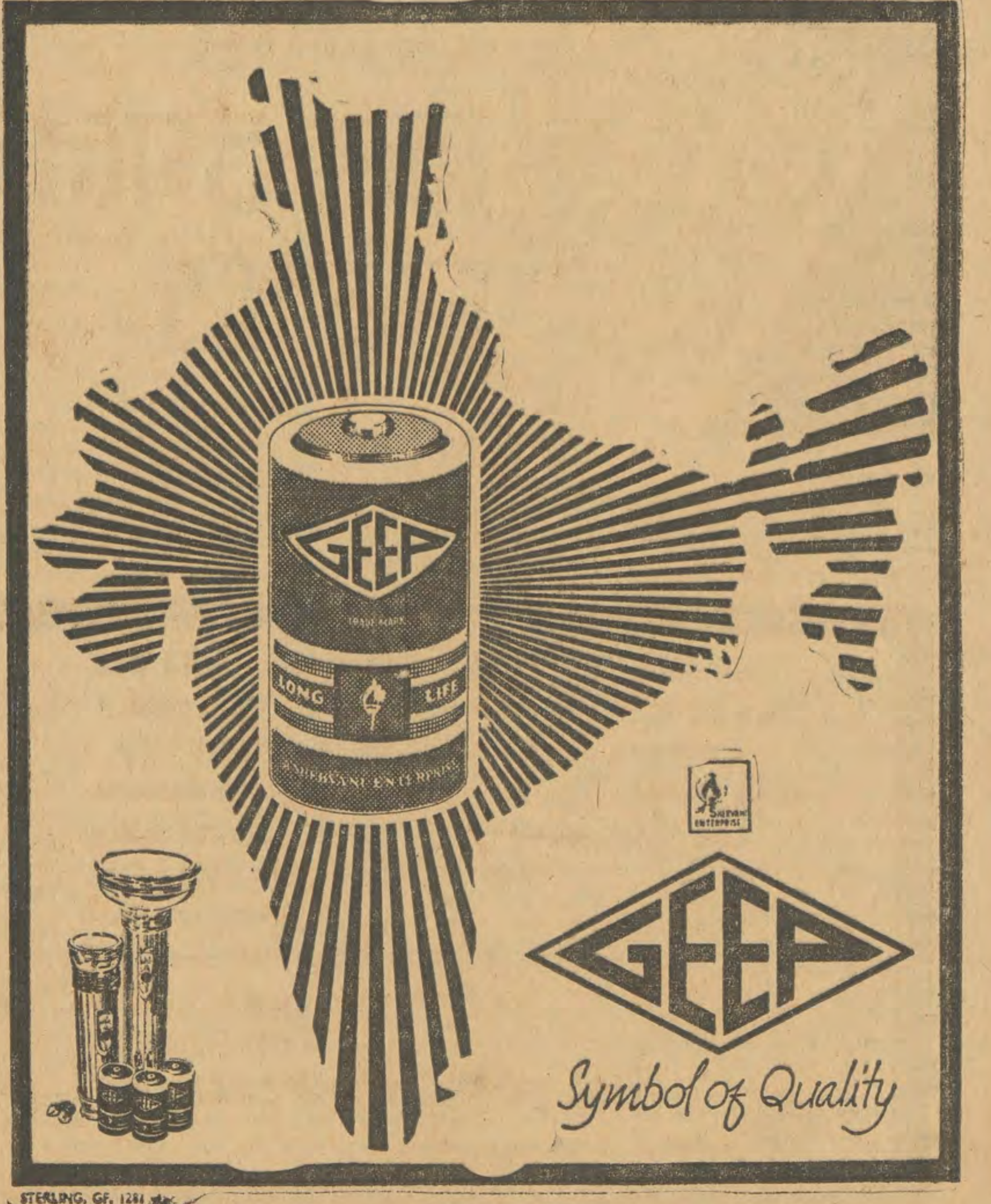

STERLING, GF. 1284

ভারতবর্ষে কম্পানীর আমলের ইংরেজ বিদ্রোহ

সত্যেন্দ্রসুন্দর চক্রবর্তী

ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহ একটি বিশ্ববিখ্যাত ঘটনা। দেশকে স্বাধীন করার জন্যে বহু ভারতীয় সিপাই এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এর আগে একাধিকবার ভারতের ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটেছিল বলে জানা যায়। নিজেদের সুনাম নষ্ট হবে আশংকা করে সেই আমলের ইংরেজ শাসকরা এই ঘটনগুলিকে চেপে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই জন্যে এই বিদ্রোহগুলির বিষদ বিবরণ জানা যায় না। মিষ্টার W. H. Cavey তাঁর বিখ্যাত—The Good Old Days of Hn. John Company. বইতে এই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে কিছু জানিয়ে গেছেন। ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ করার সময় তিনি প্রথমেই বলেছেন যে, কোন এক অজ্ঞাত কারণে এইগুলির বিষদ বিবরণ তখনকার সরকারী কর্তারা যতদূর সম্ভব মুছে ফেলে গেছেন। এই কারণে পাঠকের কাছে সমস্ত বিবরণ তুলে ধরা সম্ভবপর হল না। তিনি লিখেছেন যে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ১১৫ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা যায়গায় ইংরেজ সৈন্যরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য বিদ্রোহ করেছিল অথবা বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিল।

এই ঘটনাগুলির মধ্যে সরকারকে সব থেকে বেশী বিব্রত করেছিল ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনীর কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী। তারা যে কেন বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিল তা Cavey সাহেব বহু চেষ্টা করেও জানতে পারেননি। পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে তিনি শুধু এইটুকু জানিয়েছেন যে বিদ্রোহের ছয়জন নায়কের নাম ছিল Clarke, Stumble, Banks, Torster, Lawrence এবং Connor. এদের গ্রেপ্তার করে মেরে ফেলার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। এদের প্রথম তিনজনকে শেকল দিয়ে বেঁধে ফাঁসি দেওয়ার হুকুম হয়েছিল এবং আর তিনজনকে গুলি করে মেরে ফেলার আদেশ হয়েছিল। এদের চারজনকে মেরে ফেলার পর Lawrence এবং Connor-কে যখন গুলি করার তোড়জোড় হচ্ছিল তখন ঐ গোলন্দাজ বাহিনীর নেতা Major-General Braithwaite হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন যে সরকার তাদের ক্ষমা করেছেন। এই ঘোষণা শুনে Lawrence এবং Connor অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তাঁরা তাদের এই দয়ার জন্যে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এর পরে এই দুজনকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে ভারতবর্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

এর আগে একটি বিদ্রোহের চেষ্টা কয়েকজন ইংরেজ করেছিলেন ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে। Lord Clive তখন বাঙ্গলা দেশের রাজধানী মুর্শিদাবাদে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কাছে খবর এল ভারতবর্ষের একাধিক যায়গায় ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহ করার তোড়জোড় করছে। তাদের প্রধান দাবি মাইনে বেশী চাই। সেই সময় মারাঠারা ইংরেজদের আক্রমণ করার চেষ্টা করছিল এবং এরই সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

খবরটি পেয়েই Lord Clive কম্পানীর কর্তৃপক্ষকে এদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেন। কেননা মারাঠারা তখন ইংরেজদের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে আক্রমণ করবে। কর্তৃপক্ষ Clive-এর সঙ্গে একমত হয়ে ইংরেজ সৈন্যদের দাবি মেনে নিলেন। Clive ছিলেন একজন বুদ্ধিমান লোক। তিনি নিজে বিহারের মুঙ্গের জেলায় চলে গেলেন। এইখানেই বিদ্রোহটা সব থেকে ভালভাবে দানা বেঁধে উঠছিল। Clive সেখানে উপস্থিত হয়ে ইংরেজ সৈন্যদের জানিয়ে দিলেন যে সরকার তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবেন এবং দৃপ্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বহু ছোট ছোট কর্মচারী সরকারের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এইভাবে Clive-এর চেষ্টায় একটি বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গেই এলাহাবাদ ও পাটনার এই রকম ঘটনা দানা পাকিয়ে উঠছিল এবং উপরোক্ত উপায়েই এই ঘটনাগুলি বন্ধ করা হয়েছিল।

তার পর Cavey সাহেব লিখছেন যে, কম্পানির শাসনের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে একমাত্র বোম্বাই প্রদেশই ছিল এদের অধীন। সেই সময় সৈন্য বিভাগের কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী হঠাৎ কম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বোম্বাই সহরের অনেক অংশ প্রায় দু বছরের কাছাকাছি দখল করে রেখেছিল। তারা সেই সময় জানিয়েছিল যে, তারা ইংলন্ডের রাজার বশ্যতা স্বীকার করে না। কিন্তু তারা যে এই বিদ্রোহ কেন করেছিল তার কোন কারণ এখন খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

Cavey সাহেব পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে এও জানতে পেরেছিলেন যে ভারতে ফরাসী শাসনের সময় D'Anteil নামে এক সরকারী পদস্থ কর্মচারী ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই বিদ্রোহটি ছড়িয়ে পড়ার আগেই Dupleix সাহেব এটিকে থামিয়ে দেন। এর বেশী এই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে জানা যায় না।

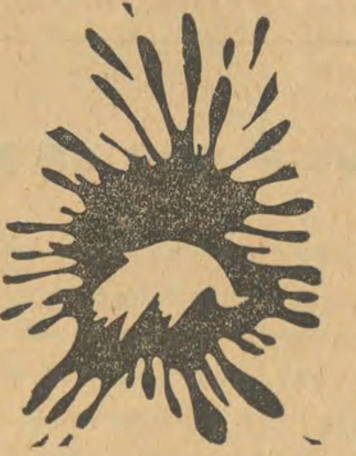

বেঙ্গল কেমিক্যালের
ডেন্টনিক
টুথ পেস্ট ও টুথ পাউডার
॥ সাধারণ অথবা ক্লোরোফিলযুক্ত ॥

মুক্তোর মত দাঁত আর সুস্থ মাঢ়ীর জন্য রোজ 'ডেন্টনিক' দিয়ে দাঁত মাজুন।

'ডেন্টনিক' দুর্গন্ধনাশক এবং জীবাণুনাশক। 'ডেন্টনিক' টুথ পেস্ট ও টুথ পাউডার দিয়ে নিয়মিত দাঁত মাজলে আপনার দাঁত হবে সুদৃঢ় আর মাঢ়ী থাকবে সংক্রমণমুক্ত।

কসমেটিক ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা * বোম্বাই * কানপুর * দিল্লী * মাদ্রাজ * পাটনা

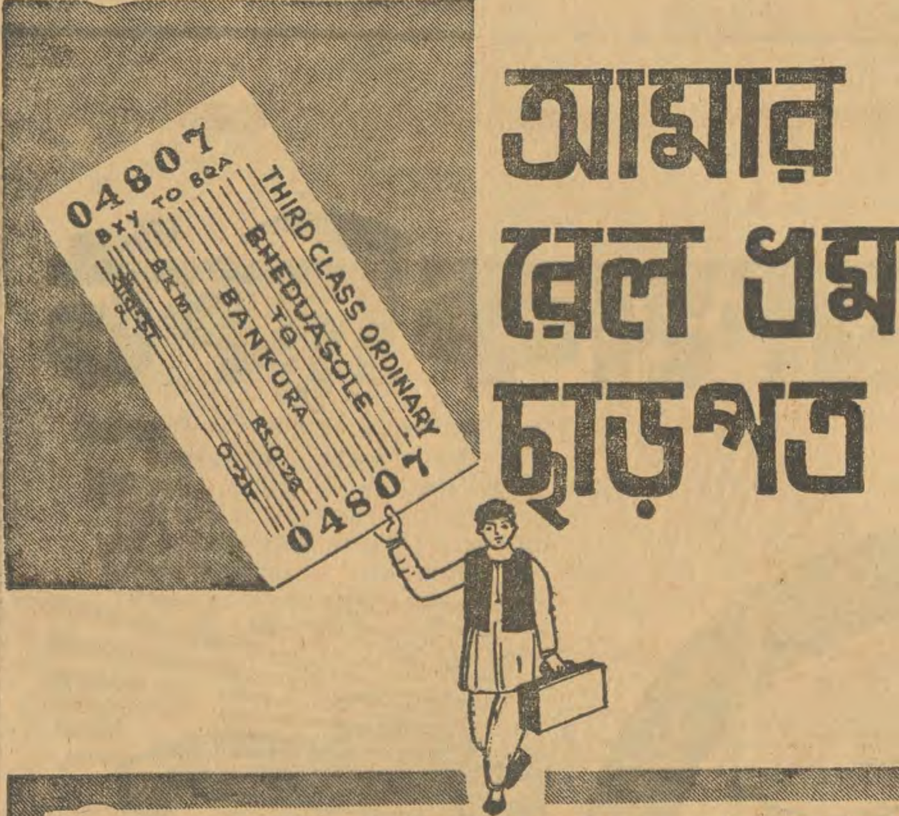

আমার রেল ভ্রমনের ছাড়পত্র

যদি কোনও যাত্রী বিনা টিকিটে কিম্বা বেঠিক টিকিট নিয়ে রেলে চাপেন, তবে আদালত তাঁকে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করতে পারে। সবচেয়ে কম জরিমানা হলো ১০ টাকা।

সঠিক টিকিট না নিয়ে ট্রেণে যাওয়ার সময়ে রেল কর্মচারীদের হাতে পড়বার আগেই যদি কোনও যাত্রী রেলভাড়া মিটিয়ে দিতে চান, তবে খুব কমে তাঁকে ৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

বিনা টিকিটে ট্রেণে যাওয়ার সময়ে যদি কেউ ধরা পড়েন, তাঁকে খুব কমে ১০টি টাকা জরিমানা দিতে হবে।

টিকিট কেটে ট্রেনে চাপা আরও সস্তা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

ছোট জায়গার বড় নাম

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

সেদিন মহানগরীর রাজপথে এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি কোথায়? আমি জায়গাটার নাম বললুম। উনি মন্তব্য করলেন, নাম শুনিনি। তা হবে। আমরা কটা জায়গার নামই বা জানি। রোজ খবরের কাগজে কত কত জায়গার উল্লেখ থাকে। আপনার আমার পরিচিত জায়গার নাম—দাসাদি, কুমারডুগি কিংবা শেখেরহাট, কিন্তু থাকে না। তা না থাকুক। কিন্তু খেয়াল করে থাকবেন, কখনো কখনো এক একটা ছোট জায়গাও কোনো না কোনো বিশেষ কারণে হঠাৎই পৃথিবীতে আশ্চর্য রকম খ্যাতি লাভ করে. জায়গাটার নাম দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ওটার গুরুত্ব বেড়ে যায়। এমনও হয় যে, ইতিহাসের পাতায় নামটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। অথচ আগে কখনো হয়ত ও-জায়গাটার নামও শোনা যায়নি। আবার উল্টোটাও হয়। কত বিখ্যাত জনপদ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর ইত্যাদি একদিন ভূপৃষ্ঠ থেকেই লোপ পেয়ে যায়। বিনষ্ট হয় প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র।

দেখা গেছে, বিশেষ করে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলেই এ রকম পরিবর্তন হয়ে থাকে।

প্রাচীন যুগের কত সমৃদ্ধিশালী নগর যুদ্ধের ফলে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই যেমন ব্যাবিলন. কার্থেজ, নিনেভা প্রভৃতি ইতিহাস-খ্যাত নগরগুলো আজ আর নেই। একেবারে লোপ পেয়ে গেছে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রানী কার্থেজ। সেকালের অতি জমজমাট, সমৃদ্ধিশালী নগর। রোমের সঙ্গে ছিল তার প্রতিযোগিতা। ঘটেছিল তুমুল যুদ্ধ পিউনিক নামক স্থানে। ঐ যুদ্ধে নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে গেল কার্থেজ। লাঙ্গল দিয়ে চষে ফেলা হল সে নগর! ব্যাবিলনের সে কী নাম-ডাক! কথাই ছিল ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। আর নিনেভার ছিল মহা জাঁকজমক। ইতিহাস, বলে, নিনেভা সুন্দরী। আজ ও-দুটো নগরীর অস্তিত্বই নেই, নেই সুপ্রাচীন সভ্যতাও। নামও ভুলে গেছে লোকে।

আশ্চর্য, এই যুদ্ধই আবার কত ছোট নগণ্য স্থানকে বড় করে তুলে ধরে, চিরস্মরণীয় করে রাখে ইতিহাসের পাতায়। যুদ্ধের দরুন ছোটখাটো জায়গা এত প্রাধান্য লাভ করে যে ভাবলে অবাক লাগে।

আমাদের দেশের পলাশীর কথাই ধরুন। ছোট জায়গা ঐ পলাশী। যুদ্ধও হয়েছিল ছোটখাটো। কিন্তু ছোট যুদ্ধের ফল হয়েছিল বড়। বাংলা তথা ভারতের ভাগ্য নিরূপণ হয়ে গেল ঐ পলাশীর আমবাগানে। পত্তন হল ইংরেজ রাজত্বের।

ইউরোপের ওয়াটারলু, ব্লেনহিম, মেলাপ্লাকেট প্রভৃতিও ঐ একই শ্রেণীতে পড়ে। ওয়াটারলু জায়গাটা বেলজিয়ামের অন্তর্গত ব্রুসেলসের কাছাকাছি কোথাও। ছোট্ট জায়গা। কিন্তু কঠিন যুদ্ধ হয়েছিল ওখানে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ। বীর নেপোলিয়নের চরম পরাজয় ঘটেছিল ঐ ওয়াটারলুতে। এককালে মহাযুদ্ধ বেধেছিল ম্যারাথন ও থার্মোপলিতে। পারস্য আর গ্রীসের মধ্যে যুদ্ধ। আশ্চর্য, সেই ম্যারাথন ছিল এথেন্স নগরের নিকট এক সমতল মাঠ মাত্র। ম্যারাথনের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল গ্রীস। কথিত আছে, ফিডিপাইডিস নামে একজন গ্রীক সৈন্য ঐ জয়ের খবর নিয়ে এক দৌড়ে ম্যারাথন থেকে এথেন্স—২৬ মাইল দূরের পথ—গিয়েছিল। 'আনন্দ কর, আমরা যুদ্ধে জিতেছি', এই কয়টি মাত্র কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে ধপাস করে পড়ে যায় এবং তার মৃত্যু হয়। এই কিংবদন্তী অনুসারে অলিম্পিক খেলায় আজও একটা লম্বা দৌড়-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। তাকে বলা হয় ম্যারাথন রেস। থার্মোপলি ছিল একটা অতি সংকীর্ণ গিরিপথ। একদিকে পাহাড় অপরদিকে সমুদ্র। দুটো জায়গার নামই ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

আর ট্রয়? ছোট্ট সহর। নল-খাগড়ার বনে ভর্তি। ওখানে প্রাচীনকালের গ্রীক বীরেরা রূপসী হেলেনকে উদ্ধার করবার জন্যে লড়াই করেছিলেন। এই ট্রয় অবরোধ সম্বন্ধেই মহাকবি হোমার এক মহাকাব্য রচনা করে গেছেন। আজ সে ট্রয় আর নেই। কিন্তু কবির প্রতিভা তাকে অমর করে রেখেছে।

পঁচিশ বছর আগেকার কথা। জাপানের একটি ছোট সহর হিরোশিমায় গত মহাযুদ্ধে প্রথম অ্যাটম বোমা ফেলা হয়েছিল। একটি মাত্র বোমা, হতাহত হল দু'লক্ষ অধিবাসী, ধ্বংস বিধ্বস্ত হল ...ড়ঘর। হিরোশিমা অ্যাটম বোমার ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য হয়ে রইল ইতিহাসে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দুটো স্থান কোহিমা আর ইম্ফল। পাহাড়ে জায়গা। আদিবাসী নাগাজাতির বাসস্থান। এই দুটো জায়গার নাম আগে বড় একটা কেউ জানত না। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে কোহিমার প্রান্তরে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ মিত্র শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে ইম্ফল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। ভারতভূমির ইম্ফলেই আজাদ হিন্দ ফৌজ সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেছিল। আর তখনই নাম ছড়িয়ে পড়ে কোহিমা আর ইম্ফলের।

যুদ্ধের দরুন ছোটখাটো জায়গা কী রকম বিখ্যাত হয়ে পড়ে তা তো দেখা গেল। অন্য কারণেও কিন্তু ছোট জায়গার বড় নাম হয়ে থাকে।

গ্রীসের ছোট একটি নদী। নাম ইলিসাস। তার তীরে গ্রীকদের এক বিখ্যাত দেবমন্দির ছিল। দূরদূরান্ত দেশবিদেশ থেকে ভক্তরা গিয়ে ভিড় করত ঐ মন্দিরে। পবিত্র মনে স্নান করত ঐ নদীর জলে। এতে করে ছোট নদীটি, অতি বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল। অনেককাল পরে জনৈক ইংরেজ কবির ইচ্ছা হল ঐ নদীটি দেখবেন। এথেন্স থেকে অনেকটা দূরে যেতে হল তাঁকে। শেষ পর্যন্ত হতাশ হলেন তিনি। কোনোকালে ইলিসাস হয়ত বা একটি স্রোতস্বিনী ছিল। কিন্তু উনি যখন সেখানে গেলেন তখন ওটা প্রায় ডোবায় পরিণত হয়েছে, ধোপারা তাতে কাপড় কাচে।

এই ধরুন তেজপুর। আসামের অতি ক্ষুদ্র একটি শহর। তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ব্রহ্মপুত্রের তীর ঘেঁষে এতকাল চুপটি করে ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদা চমকে জেগে উঠল ঐ তেজপুর। কী ব্যাপার? তিব্বতীদের ধর্মগুরু দলাই লামা চীনাদের অত্যাচারের দরুন পালিয়ে আসছেন ভারতে। প্রথমেই এসে পৌঁছুবেন ভারতের প্রান্ত রাজ্য আসামের ঐ তেজপুর শহরে। দেশে দেশে রটে গেল বার্তা। কী ব্যাপার, কী বৃত্তান্ত জানবার জন্য সারা পৃথিবীতে দারুণ উৎকণ্ঠা জাগল। নানান দেশের সংবাদপত্র প্রতিনিধির দল এসে ভিড় করল তেজপুরে। সে কী প্রচন্ড হৈ চৈ! কী অভূতপূর্ব কান্ডকারখানা! দলাই লামা এসে পৌঁছুলেন তেজপুরে। দেশবিদেশের সংবাদপত্রে বিচিত্র সব খবর বের হল। ছড়িয়ে পড়ল অপরিচিত তেজপুরের নাম।

একদা রবীন্দ্রনাথ 'কুলায়' বানিয়েছিলেন বীরভূমের ঐ ভুবনডাঙা গ্রামটিতে। চারদিকে ধুধু মাঠ আর খোয়াই। উপরে নীলাকাশ। নির্জন শান্ত পরিবেশ। কালক্রমে ওখানে তিনি গড়ে তুললেন এক সব পেয়েছির দেশ। শান্তিনিকেতন। এতটুকু ছোট জায়গা। আজ বিশ্বজোড়া তার খ্যাতি

ডাল্ফ ডাষ্ট কুকুর, হাঁস মুরগী এবং গৃহে ব্যবহারযোগ্য একটি বহুগুণসম্পন্ন কীটনাশক

- নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য
- খুব সহজে প্রয়োগ করা যায় (Puffer pack) থেকে
- গৃহের বিভিন্ন রকম লুকিয়ে থাকা পোকামাকড় এবং কুকুর ও হাঁস মুরগীর দেহের পোকামাকড় দমনে অব্যর্থ

আরশোলা, ছারপোকা, পিঁপড়ে, কেন্নো এবং গৃহের অন্যান্য পোকামাকড় দমনের জন্য সমস্ত গুপ্তস্থানগুলিতে ভালভাবে ছড়ান।

কুকুরের এঁটুলি (ticks), উকুন (lice) এবং অন্যান্য ছোট ছোট পোকা (fleas) দমনে কুকুরের দেহে ঘসে ঘসে অথবা ব্রাস করে প্রয়োগ করুন। কুকুরের বিশ্রাম করার জায়গায়ও প্রয়োগ করুন

এঁটুলি (ticks), মাকড় পোকা (mites) এবং অন্যান্য ছোট ছোট পোকার (fleas) আক্রমণ থেকে হাঁস মুরগীর দ্রুত মুক্তির জন্য ডানার নীচের দিকে ভালভাবে ঘসে ঘসে প্রয়োগ করুন।

অন্যতম একটি
BAYER বায়ারের কার্য্যকারী কীটনাশক

12-A/902 (721)

আরও বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন:
বায়ার (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, পোষ্ট বক্স ১৪৩৬, বম্বে ১ বি আর

উইণ্ডসর দ্বিতীয়বার বিশ্বপুরস্কার পেল

রটারডামে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নির্বাচনে আরেকটি রৌপ্যপদক লাভ

আবার উইণ্ডসরের জয়জয়কার। রটারডামে বিশ্ব নির্বাচনের বহু আকাঙ্খিত রৌপ্য-পদক উইণ্ডসর নিয়ে এসেছে। এই দ্বিতীয় বিশ্ব পুরস্কার নিঃসংশয়ে প্রমাণ করল যে উইণ্ডসরই হ'ল আজকের সেরা ফিল্টার। উইণ্ডসরে আপনি পাবেন ষোল আনা তৃপ্তি।

রটারডাম ব্রাসেল্‌স

উইণ্ডসরের এই জয়লাভের কারণ, সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক গুণমানে এর যোগ্যতা সব কিছুতেই। এর পরিপক্ক ভার্জিনিয়া তামাকের স্বাদে, এর একেবারে বিশিষ্ট ধরনের ব্লেণ্ডিং-এর গুণে, এবং হালফিল ফিল্টারের মোলায়েম আমেজে আর পরিপাটি প্যাকেটের বৈশিষ্ট্যে।

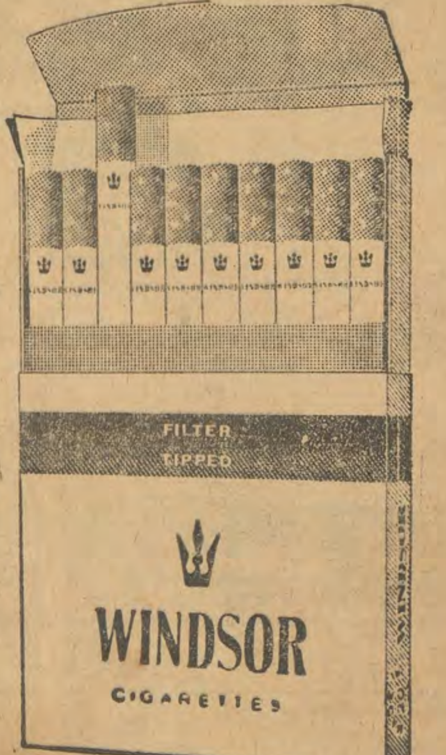

উইণ্ডসর
—আজকের ফিল্টার—তৃপ্তিও ষোল আনা

সর্বোচ্চ মূল্য ১টাকা ১৫ পয়সায় ২০টি, ৫৮ পয়সায় ১০টি (স্থানীয় কর স্বতন্ত্র)

WDC 3/70 REM

রবিবাসরীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ২৮ চৈত্র, ১৩৭৭

প্লাষ্টিকের পাত্রে গাঙ্গুরামের দৈ
গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর * কালীঘাট * চিত্তরঞ্জন এভেন্যু

বিদ্রোহী শিল্পী বিঠোফেন

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

একদিন বিঠোফেন ও গোটে—একজন আধুনিক ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত রচয়িতা আর অন্যজন আধুনিক ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচয়িতা—একসঙ্গে রাস্তায় বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় হবাইমারের মহামান্য ডিউক সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। গোটে তাড়াতাড়ি টুপি খুলে অভিবাদন জানালেন ডিউককে। আর বিঠোফেন? টুপি খোলা দূরে থাক, সেটাকে ভালো করে এঁটেসেঁটে বললেন, 'যখন গোটে আর আমার মতো দুজন একসঙ্গে রয়েছে, তখন এসব চমৎকার ভদ্রলোকদের বোঝা উচিত, তাঁদের থেকে আমরা কত স্বতন্ত্র।'

এ-ই হলেন বিঠোফেন। আত্মসচেতন। বিদ্রোহী। স্বাধীন। রাজা-উজীরের পৃষ্ঠপোষকতাতে গড়ে উঠেছিল সংগীতের ঐতিহ্য। হ্যাডন্, মোৎসরট্ প্রমুখ তাঁর পূর্ববর্তী বিখ্যাত সংগীত রচয়িতারাও বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে হাত পেতেছেন, মাথা হেঁট করেছেন। বিঠোফেনই প্রথম এই ঐতিহ্য ভাঙেন। সবার উপরে শিল্পী। তার পৃষ্ঠ পোষণ করতে পারে কে? কার এত যোগ্যতা, এত স্পর্ধা? শিল্পীর স্বাধিকার সম্বন্ধে এমন তীব্র চেতনা বিঠোফেনের আগে কারও মধ্যে দেখা গেছে বলে জানিনে।

বিঠোফেনের শিল্প বিদ্রোহেরই শিল্প। সিমফনি, সোনাটা ও তার বাদ্যযন্ত্রের কোয়ারটেট প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সংগীতের রূপগুলি কতখানি উন্নত, মহান, প্রেরণাদীপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, তার পরাকাষ্ঠা ওই বিঠোফেনেরই সংগীত। অমন যে ধার্মিক হ্যাডন্—তাঁর সংগীতও বিত্তবানদের মনোরঞ্জক শিল্প। তাতে যে-আধ্যাত্মিকতা আছে, তা স্বেচ্ছাকৃত বা স্বসৃষ্ট নয়; তখনকার আবহাওয়াতেই ধর্ম আর প্রমোদ মিশে থাকত এক হয়ে। বিঠোফেনের সংগীতের সঙ্গে অলৌকিকতা বা বিলাসিতা, ধর্ম অথবা প্রমোদ, কোনটারই সংস্রব নেই।

তাহলে বিঠোফেনের সংগীত কী? তাঁর জীবনেই পাওয়া যাবে এই প্রশ্নের উত্তর।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১৬ ডিসেমবর লুডহিবগ ফান বিঠোফেনের জন্ম বর্তমান পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন শহরে। দেখতে রীতিমতো কুৎসিত ছিলেন। তার উপরে অবিবেচক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বাবার পাল্লায় প্রথম জীবন কেটেছে দুঃসহ দারিদ্র্যে। ১৭৮৭-তে মায়ের মৃত্যুতে তাঁর অবস্থা দাঁড়াল আরও খারাপ। যে-লোক বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতার ঐতিহ্য ভাঙার জন্যে জন্মেছেন, তাঁকেই জীবন

শুরু করতে হলো বিত্তবানদের দ্বারস্থ হয়ে। ভিতরের যন্ত্রণার ছাপ তাঁর সর্বাঙ্গে ফুটে উঠল।

গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বিঠোফেনের বধিরতার লক্ষণ প্রকাশ পেল। সংগীত-শিল্পীর বধিরতার মতো মর্মান্তিক ব্যাপার আর কী হতে পারে? চূড়ান্ত হতাশায় বিঠোফেন আত্মহত্যার ফন্দী আঁটতে লাগলেন। তাঁর এ সময়কার শোচনীয় মানসিক অবস্থার প্রকাশ হয়েছে দু ভাইকে লেখা একটি চিঠিতে, যা এখন হাইলিগেনস্টাডট টেসটামেনট নামে পরিচিত। তিনি লিখেছেন, 'দূর থেকে বাঁশি ভেসে আসছে, আমার পাশের লোকটি শুনতে পাচ্ছে অথচ আমি পাচ্ছি না, কিংবা শুনতে পাচ্ছে রাখাল ছেলের গান, কিন্তু আমি একটা শব্দও বুঝতে পারছি না—কী ভয়ংকর অপমান। এরকম অবস্থা আমাকে হতাশার শেষ কিনারায় নিয়ে এসেছিল এবং আমি প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিলাম যে, এ-জীবন শেষ করে ফেলব; কিন্তু শিল্প আমার হাত চেপে ধরল। যা সম্পন্ন করার জন্যে আমি ডাক পেয়েছি, তা পুরো শেষ না করে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি না।'

উদ্ধৃতাংশের শেষ বাক্যটি অনুধাবন করা দরকার। প্রতিবেশ সব দিক থেকেই প্রতিকূল। তার উপর শারীরিক বাধা এমন প্রচণ্ড, বেঁচে থেকে তাঁর জন্যে নিয়তি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব। মৃত্যুই একমাত্র বরণীয়। তবু বাঁচতে হবে। যা করার জন্যে এই মর্তে এসেছেন, তা শেষ না করে কোনও শর্তেই মৃত্যুকে তিনি বরণ করতে পারেন না। মর্তের কর্তব্যের টানে বিঠোফেন কাম্য মৃত্যুকেও ফিরিয়ে দিলেন।

এখানে মর্তের কর্তব্য মানে শিল্প। আর শিল্প মানে কী? জীবনের উচ্চতম ও প্রবলতম প্রকাশ। সংগীতের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন অরণ্যের। সংগীত কেমনতর হবে? 'অরণ্যের মতো উচ্ছল ও প্রবল।' বধির ছিলেন বলে শুধু মানুষের সংসর্গ এড়াবার জন্যে তিনি মধ্যে মধ্যে ভিয়েনার ভিড়-ভাট্টা ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে যেতেন না, গ্রামাঞ্চলের অরণ্যের কাছে তিনি প্রেরণা নিতে যেতেন। কোমল, শ্যামল সৌন্দর্য নয়, অরণ্যের রুদ্ধশ্বাস গাছ-পালার ভিড়ে তিনি দেখেছিলেন সংগ্রামী জীবনের মহত্তম প্রকাশ।

বিঠোফেনের সংগীত হলো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামী সত্তার প্রতি অন্তহীন প্রেরণা। জীবনের বিপরীতে রয়েছে হতাশা, পরাভূতের মনস্তত্ত্ব, জীবন-বিতৃষ্ণা, মৃত্যুর প্রতি আসক্তি। যাকিছু জীবনের বিপরীতে আছে, সেসবের বিরুদ্ধেই বিঠোফেনের উত্তাল প্রতিবাদ।

১৮০২ খৃষ্টাব্দ থেকে বিঠোফেন পুরো বধির হতে থাকেন। সে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় ধ্রুপদী ধারায় তাঁর সাধনা। শুরু হলো তাঁর নিজস্ব সংগীতের সাধনা। প্রথম উল্লেখযোগ্য ফসল হলো তৃতীয় সিমফনি বা 'ইরোইকা'। ফ্রান্সে তখন একটানা বহুদিনের রক্তক্ষয়ী মাৎস্যন্যায়ের ভিতর থেকে আবির্ভাব হয়েছে 'বিপ্লবের সন্তান' নেপোলিয়নের। ভিয়েনাতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত কাউনট বারনাদোতের পরামর্শে নিপীড়িতের মুক্তিদূত নেপোলিয়নকে 'ইরোইকা' উৎসর্গ করেছিলেন বিঠোফেন। ১৮০৫-এর মে মাস। বিঠোফেন পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন নেপোলিয়নকে সব ঠিকঠাক পাকা। এমন সময় নেপোলিয়ন নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট ঘোষণা করলেন। আর যায় কোথায়? বিঠোফেন ক্ষেপে গিয়ে পাণ্ডুলিপি থেকে উৎসর্গের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেললেন। চিৎকার করতে লাগলেন, 'ও লোকটাও মরবে, যারা মরে, তাদের বেশি কিছু নয় ও। এখন থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুটবে আর মানুষের যত অধিকার আছে, সব দু পায়ে মাড়াবে।'

'ইরোইকা'তে আছে মোট চারটি মুভমেনট বা তরঙ্গ। ঐতিহ্যসম্মত সিমফনি যে-ধারায় শেষ হয়, তার কাছাকাছি থেকে শুরু হয়েছে 'ইরোইকা' অর্থাৎ ধ্রুপদী সংগীতের বিন্যাসটাকেই তিনি এতে উলটে দিলেন। ঐতিহ্যবাদী ধারার যেটা অন্তিম তরঙ্গ, এখানে সেটাই দ্বিতীয় তরঙ্গ। এই দ্বিতীয় তরঙ্গ, যাকে বলা হয়েছে আডাগিয়ো আসাই, আসলে শোক-সংগীত। ১৮২১-এ নেপোলিয়নের মৃত্যু হলে বিঠোফেন বলেছিলেন, 'এজন্যে শোক-সংগীত তো আমি বহু বছর আগেই রচনা করে রেখেছি।'

আডাগিয়োতে বীরের মৃত্যু হয়েছে, তাকে কবরে শোয়ানো হয়েছে। এর পরে তৃতীয় তরঙ্গ শেরৎসো কীভাবে আসতে পারে, তা নিয়ে আজও অনেক সংগীতজ্ঞ বিভ্রান্ত বোধ করেন। আসল কথা বোধ করি এই যে, বীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বীরত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং তার বীরত্ব আর সকলের মধ্যে ছড়িয়ে যায়, জনসাধারণই হয় সেই বীরত্বের উত্তরাধিকারী। আমার মনে হয়, জনসাধারণের উত্তরাধিকার লাভটাই তৃতীয় তরঙ্গের বিষয়। চতুর্থ তরঙ্গ উত্তরাধিকার লাভের দরুন জনসাধারণের উৎসব পালনের সংগীত বলেই লোক-সংগীতের ঘনিষ্ঠ স্মৃতিবহ।

এরপর থেকে বিঠোফেনের ক্রমান্বয় উত্তরণ নতুন নতুন দুঃসাহসিক সংগীত রচনার অভিযানে। ১৮০২ থেকে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সংগীত রচনার পর্যায়টি ক্লাসিকল ও রোমাণ্টিক ধারার সংমিশ্রণের যুগ। এ সময়ের আরও নানা কীর্তির মধ্যে অপর সব-চাইতে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো 'ফিডেলিও' বা 'বিশ্বাসী' নামক অপেরাটি। 'ইরোইকা'-র মতো 'ফিডেলিও'-র অন্তর্নিহিত ভাবটি স্বাধীনতা।

যা ছিল অন্তর্নিহিত তা বাইরে প্রকাশিত হলো নবম সিমফনি 'কোরালে'। ১৮১২ খৃষ্টাব্দেই তিনি স্থির করেন যে নবম সিমফনিটি 'ডি' মাইনরে রচনা করবেন। এগারো বছরের গভীর অনুধ্যানের ফলে রচিত হলো নবম সিমফনি যার সঙ্গে ধ্রুপদী সংগীত ধারার কোনও আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। এতে এমন সব জিনিস বেঠোফেন ঢুকিয়েছেন, যেমন শহুরে ব্যাণ্ড-বাদ্যি, যা সেকালের সংগীত সমালোচকদের শুধু বিভ্রান্ত নয়, মর্মাহতও করেছিল। স্পষ্টতই বিঠোফেন সংগীত বা সাধারণভাবে শিল্প সম্বন্ধীয় প্রচলিত রীতি-রুচিকে চূর্ণ করে এক বৈপ্লবিক রীতি-রুচিও গঠন করছিলেন।

'কোরাল' সমগ্র পাশ্চাত্য সিমফনিক সংগীতের সর্বোচ্চ শিখর—বিশাল, জটিল, গভীর, বর্ণাঢ্য, মহৎ বিস্ময়কর। বহুতর বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হননি, তখন যোগ করলেন কথা। ফ্রিডরিখ শিলারের যে কবিতাটি 'ফ্রয়ডে' বা 'উল্লাস' নামে পরিচিত সেটির নাম আগে ছিল 'ফ্রাই-হাইট' বা 'স্বাধীনতা'। সে-কবিতাটির অংশ-বিশেষকে একটু বদলে তিনি ব্যবহার করেছেন নবম সিমফনিতে।

'কোরাল' শুরু হয়েছে নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত রোষের তীব্র বিস্ফোরণে। তারপর চলেছে দীর্ঘ ভয়ংকর সংগ্রাম। কী রুদ্ধশ্বাস ঝঞ্ঝা, কী তীব্র উৎকণ্ঠা, কী তুমুল উদ্দীপনা, অবশেষে স্বাধীনতার উল্লাস। স্বাধীন জীবনের উল্লাসে 'কোরালে'র পরিসমাপ্তি। তার সঙ্গে মিশেছে এক আশ্চর্য বিশ্বজনীন চেতনা। সংগঠনে ও তাৎপর্যে 'কোরাল' সম্ভবত পাশ্চাত্য সংগীতের মহত্তম সৃষ্টি। বিস্ময়কর সৃষ্টিও বটে, কেননা সম্পূর্ণ বধির অবস্থাতে বেঠোফেন এটি রচনা করেছিলেন।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্থানের জন্যে, স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের জন্যে বিঠোফেনের সংগীত এক দুরন্ত প্রেরণা। 'উচ্ছল ও প্রবল'। আগ্নেয়-গিরির লাভার মতোই তার গতি ও শক্তি। তাঁর চরিত্র ও সংগীতের সঙ্গে মেলে এমনই এক দারুণ বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড়ের দিনে বেঠোফেনের মৃত্যু। তারিখটা হলো ২৬শে মার্চ, ১৮২৭।

একটি পাণ্ডুলিপি

টমাস কার্লাইলের "ফ্রেঞ্চ রেভলিউসন" (ফরাসী বিপ্লব) বইটা হয়ত অনেকেই পড়েছেন; ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরই লেখক-সমাজে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনি। অথচ ঐ বইটি যে তাঁকে দুবার করে লিখতে হয়েছিল সেটি অনেকেই জানেন না। সম্প্রতি কার্লাইলের জনৈক জীবনীকার ফাঁস করে দিয়েছেন সেই খবরটি। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কিত ঐ বইটির পাণ্ডু-লিপি তৈরী হয়ে যাবার পর কার্লাইল নাকি সেটি পড়তে দিয়েছিলেন মিলকে। ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবী মহলে তখন মিলের বিশেষ খাতির। তাঁর কাছ থেকে একটা প্রশংসাপত্র পাওয়া গেলে বইটির কদর হবে নিঃসন্দেহে।

কিন্তু কার্লাইলের কপাল মন্দ। তাই যেদিন পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়েছেন সেদিন রাত্রেই শুকনো মুখে মিল এসে হাজির। দরজা খুলতেই তিনি দিলেন এক চরম দুঃসংবাদ। তাঁর কথা শুনে তো কার্লাইলের চক্ষুস্থির। সেদিন সকালে কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ীর বাইরে গিয়েছিলেন মিল। সেই সময় বাড়ীর দাসী বাজে কাগজ ভেবে নাকি পাণ্ডুলিপিটা ফেলে দিয়েছে ফায়ার প্লেসের মধ্যে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কার্লাইলের বহু পরিশ্রমে লেখা প্রায় পুরো খাতাটাই। দু-একটা আধ-পোড়া পৃষ্ঠা মাত্র উদ্ধার করতে পেরেছেন মিল। সেগুলো গৃহ-কর্তার হাতে তুলে দিয়ে বার-বার ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন তিনি। দরজা বন্ধ করতে করতে বিমূঢ় কার্লাইল বললেন তাঁর স্ত্রীকে—বড্ড লজ্জা পেয়েছে বেচারা, ভেঙে পড়েছে একেবারে! তাই আমাদের কী ক্ষতি হয়ে গেল সেটা আর কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলাম না ওকে!

সত্যি, কার্লাইলের যে ক্ষতি হল, তা অপূরণীয়। বহু পরিশ্রমে লেখা ঐ বইটাই ছিল কার্লাইলের বড় আশা-ভরসা। ঐ পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে জমা দিতে পারলে পাওয়া যেত কিছু টাকা। আর্থিক অনটন অনেকটা দূর হত তাতে। শুধু তাই নয়, বইটা লেখার সময় যে সমস্ত টুকরো-টুকরো কাগজে তিনি নোট করে রেখেছিলেন নানা তথ্য; পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়ে যাবার পর নষ্ট করে ফেলেছেন সেগুলোকেও। তাই আবার গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে তাঁকে।

কিন্তু দমবার পাত্র ছিলেন না তিনি। তাঁর শরীরে বইছিল এক-গুঁয়ে স্কটিশ প্রেস-বিটেরিয়ানের রক্ত। পরের দিনই তাই বাজার থেকে কিনে আনলেন এক দিস্তে সাদা কাগজ। তারপর লিখলেন ডায়েরীর পাতায়: ধরে নেওয়া যাক না কেন, কোন অদৃশ্য শিক্ষক আমার অনুশীলনের খাতা খানা পড়ে বিরক্ত হয়েই ছিঁড়ে ফেলেছেন সেটাকে! তাঁর ধমক তো স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি আমি—ওহে, কিছুই হয়নি তোমার, নতুন করে আবার লিখে আনো দেখি!

—উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

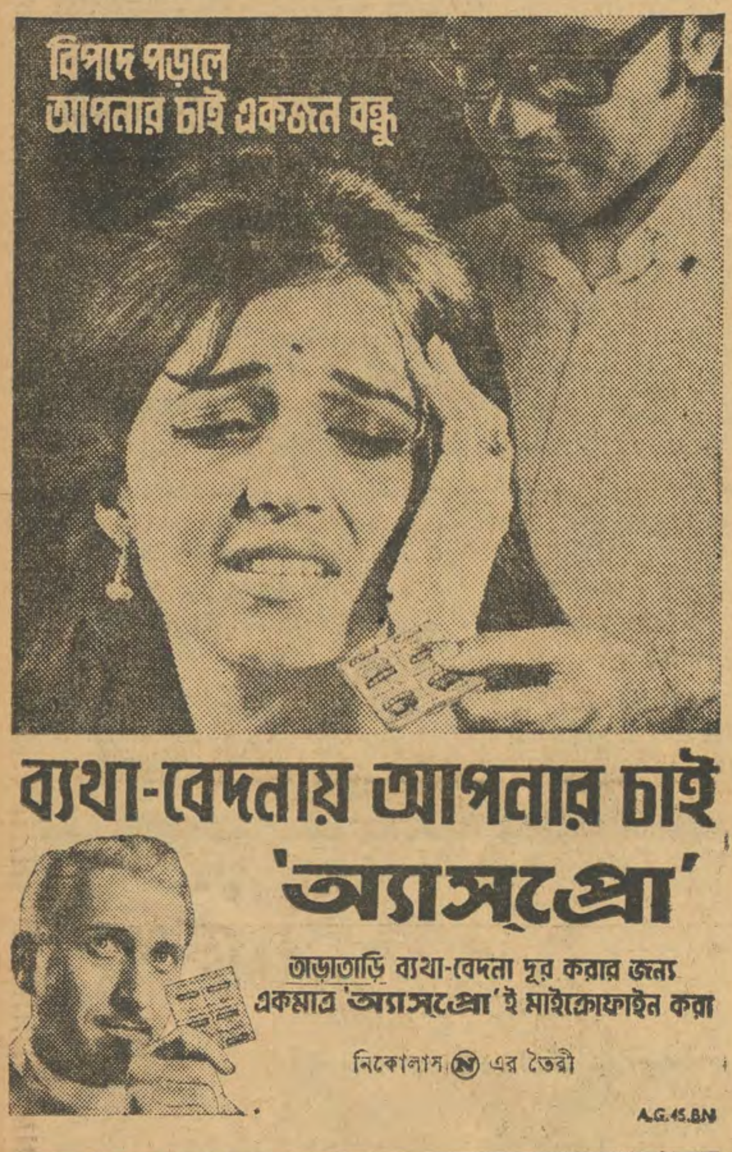

কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার